আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

একবিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(একবিংশ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অপার করুণায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থের একবিংশতিতম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সবই এর পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে বিবৃত হয়েছে।

বর্ত্তমান খণ্ডে বাণীসংখ্যা ৮৮৮২ (অবতরণকাল ঃ ২৭।৬।১৯৫৮, সকাল ৬-৪৩ মিনিট) থেকে ৯২৯৩ (অবতরণকাল ঃ ২৮।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-২ মিনিট) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হ'ল। তা'তে মোট বাণীর সংখ্যা হ'ল ৪১২। তা' ছাড়া, এই গ্রন্থে সময় ও তারিখ অনুযায়ী সন্নিবিষ্ট হয়েছে নম্বরহীন ১টি স্তুতিমন্ত্র এবং ৪টি আশীর্ব্বাণী। আবার, মুদ্রণপ্রমাদবশতঃ পর পর দুটি বাণীতে ৯০৩১ নম্বর পড়ে গেছে। পরবর্ত্তী বাণীটিকে সূচীপত্রে '৯০৩১ ক' ক'রে সূচিত করা হয়েছে। এইভাবে আরো ৬টি বাণী যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থের মোট বাণীসংখ্যা দাঁড়াল ৪১৮। নম্বরবিহীন আশীর্ব্বাণীগুলি অন্যান্য আশীর্ব্বাণীর মতন বিশ্বজনীন পটভূমিকায় প্রদত্ত নয় ব'লেই এগুলি সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই খণ্ডে সর্ব্বমোট আশীর্ব্বাণীর সংখ্যা ১০।

এ বাদে বিভিন্ন উপলক্ষে কথিত দুটি পত্র (৮৮৮২ক, ৮৯১৫), মূল সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বাণী (৯১৮১) এবং হজরত রসুলের মেরাজের তাৎপর্য্য-সংক্রান্ত বাণীটিও (৯১২৩) এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই গ্রন্থের যাবতীয় সজ্জা, সম্পাদনা ও সূচী প্রণয়নের কাজ করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এই মহাগ্রন্থ ঘরে-ঘরে নিত্য পঠিত ও অনুশীলিত হ'য়ে প্রতিপ্রত্যেকের জীবন সরল ও সৌম্যদীপ্ত হ'য়ে উঠুক, ঘুচে যাক বৃত্তিমোহের অসহনীয় ক্ষিপ্ততা, বিদূরিত হোক সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান-তমসা, এই আমাদের প্রার্থনা।

২রা এপ্রিল, গুডফ্রাইডে, ১৯৯৯
বাং ১৮ই চৈত্র, ১৪০৫

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধুই কথার ভেতরেই খোরাক যদি হয়-
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উসপাড়ুনিই হয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

যে-কোন বিষয়েই হো'ক না,
তোমার আচার্য্যের কাছে
যুক্তি বা জিজ্ঞাসার
অবতারণা করতে পার,
তা' কিন্তু
তোমার মতানুগ করতে নয়কো,
তাঁর উদ্দেশ্যমাফিক চলতে—
যে-উদ্দেশ্য তিনি
তোমার কাছে ব্যক্ত করেন—
তাঁর আদর্শ পন্থাকে
নির্দ্দেশিত ক'রে ;
আর, তোমার যদি বুদ্ধি থাকে—
তাঁকে তোমার চাহিদার ছাঁচে ফেলে
তেমনি ক'রে
তাঁকে চাইতে বা নিজে চলতে,
তুমি একজন ব্যর্থ বেকুব ;
তিনি কেন তোমার ছাঁচে ফেলে
তাঁকে তোমার মত ক'রে তুলবেন—
তোমার ফন্দীবাজী স্বার্থের
সরবরাহ করতে ?
কারণ, তাঁর কি ইষ্ট ব'লে কেউ নেই ?
শ্রেয় আদর্শ ব'লে কেউ নেই ?—
যে-ছাঁচে নিজেকে ফেলে তাঁর ব্যক্তিত্ব
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে উঠেছে !
ঐ আচরণ-উদ্বুদ্ধ
সিদ্ধ তিনি,
তাইতো তিনি আচার্য্য ;

আর, তিনি যদি তোমার ধাঁজে চলেন—
তা'তে তোমার লাভই বা কী হবে ?
তাই, যদি পার,
তাঁকে জিজ্ঞাসা কর,
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
তাঁকে অনুসরণ কর—
তদনুগ অনুচলনে ;
আদর্শানুগ শ্রেয় পন্থা হ'চ্ছে এই ;
তাতে ঘাঁটতি যত—
খাঁকতিও ভ'রে উঠবে
তোমার জীবনে ততখানি :
তাই, "তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" । ৮৮৮২ ।
২৭।৬।১৯৫৮, সকাল ৬-৪৩

একটি পত্র

তোমাদের চরিত্র, আচরণ
ও আপ্যায়নী অনুচর্য্যা
যেন সবার অন্তরকেই
মুগ্ধ ক'রে তোলে,
সৎ-নিষ্ঠানন্দিত ঊর্জ্জী দীপনা
তোমাদের হৃদয়কে
উচ্ছলতায় অজচ্ছল ক'রে তোলে ;
জীবনের দুঃখ, ব্যাঘাত, অযথা অন্তঃপীড়া
তোমাদিগকে দমিত না ক'রে
অমিততেজা ক'রে তুলুক,
লোককল্যাণপ্রসূ ক'রে তুলুক,
শ্রদ্ধাপূত শুভ-সম্বর্দ্ধনী কৃতিচলনে

তোমরা অমিত-আয়ু হ'য়ে ওঠ ;
পরমকারুণিক পরমপিতার
শুভ-নিষ্যন্দী ব্যাপন-চরণে
আমার একান্তই এই প্রার্থনা।
তোমাদেরই
দীন কল্যাণপ্রার্থী
এই 'আমি'। ৮৮৮২ক।
২৭।৬।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৫

ব্যক্তিত্ব যাদের নিষ্ঠাহারা, ছেদশীল,
বিক্ষিপ্ত,
সম্বন্ধ তাদের ব্যতিক্রমদুষ্ট, ছন্ন,
সাধারণতঃ আত্মগর্ব্বী। ৮৮৮৩।
২৯।৬।১৯৫৮, সকাল ৬-৭

যেখানে অদূরদর্শী শাসন-সংস্থা
মানুষের সেবার অছিলায়
স্বার্থপ্রণোদনী তৎপরতা নিয়ে
দুষ্কৃতির সংস্থা উদ্বোধন ক'রে চলে—
মানুষের সততাকে বিধ্বস্ত ক'রে,
সাত্বত সারল্যকে বিক্ষুব্ধ ক'রে,—
তা'রা কি দুষ্কৃতিরই শিক্ষক নয়কো—
আর, সে-শিক্ষা কি চাপ দিয়ে
মানুষকে দুষ্কৃতি-অনুশীলন-তৎপর
ক'রে তোলে না?—
তাই বলি, শাসন-সংস্থা!
তুমি যেন দুষ্কৃতি-শিক্ষা-সংস্থার
উদ্বোধন করতে যেও না,
স্বাধীন সৎ-তৎপর বোধদীপালীর
উন্মেষ ক'রে চল,

মানুষ স্বস্তিলাভ করুক,
সুকৃতিবান হো'ক,
অন্তর-বাহিরে
সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যের অধিকারী হ'য়ে চলুক,
ঐশ্বর্য্য-সমারোহে সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৪৮৮৪।
২৯।৬।১৯৫৮, সকাল ৯-১০

সৎ-এ সংযুক্তির সহিত
তদ্‌গতিসম্পন্ন যা'রা,
তারাই সৎসঙ্গী,
আর, তাদের মিলনক্ষেত্রই হ'ল—
সৎসঙ্গ। ৪৮৮৫।
৯।৭।১৯৫৮, রাত ৯-২০

আবার বলি—
শোন—
অভিমান আনে অশ্রদ্ধা,
আনে গর্ব্বেপ্সু আত্মম্ভরিতা,
আনে বিশ্বাসঘাতকতা,
আনে কৃতঘ্নতা,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ ক্রূর
পৈশাচিক অনুচলনের সহিত
বৈরী-সুলভ, আত্মঘাতী, নির্য্যাতন-সঙ্কুল
প্রেতস্পর্দ্ধা;
তাই, এতটুকু অভিমানকে যদি প্রশ্রয় দাও,
তাকে ক্রমপুষ্ট ক'রে তোল,
তাহ'লে ঐ অভিমান ছাড়া
আশ্রয়ের আর কেউ থাকবে কিনা সন্দেহ। ৪৮৮৬।
৯।৭।১৯৫৮, রাত ৯-২৬

নীতিকথায় নীতি নেইকো,
আছে আচারে, ব্যবহারে, চরিত্রে—
যা' কাজের ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে ;
তা'ই দেখে বুঝে নিও । ৪৪৪৭ ।
১০।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৬

নীতিকথায় যা'রা ভোলে,
অথচ লোভপরবশতায়
তাদের আচার, চলন, চরিত্র, ব্যবহার ইত্যাদিতে
নজর না রেখে
ঐ লোভ-প্ররোচনী কথামুগ্ধ হ'য়ে
ঐ নীতিকথায় বাহবা দিয়ে
প্রীতিহারা বিশবস্তিকে অবলম্বন ক'রে
নিজের সাত্বত অভিনিবেশকে
বিসর্জ্জন দিয়ে চলে,
তা'রা তো ঠকবেই ;
ঠকবে না ?—
করায়, চলায় নীতি আছে,
শুধু কথায় নেইকো । ৪৪৪৮ ।
১১।৭।১৯৫৪, সকাল ৯-৫২

তুমি
যে-কোন সদ্‌গুরু বা সৎ-আচার্য্যের কাছেই
দীক্ষিত হও না কেন,
অপর যে-কোন সৎ-আচার্য্য
বা মহৎপুরুষের আবির্ভাব
যেখানেই হবে,—
তাঁকেই শ্রদ্ধা ক'রো,
সম্ভব হ'লে স্বীয় আচার্য্য-নিদেশবাহিতাকে
অক্ষুণ্ণ রেখে
তাঁর বা তাঁদের অনুচর্য্যা ক'রো,

চর্য্যাসঙ্গীতির ভিতর-দিয়ে
আপনারই শ্রেয়জন ক'রে নিও তাঁদের ;
এই বাস্তব সৎ-আচার্য্যকে
অমনতর অনুসরণ করলে দেখবে—
সুসঙ্গত দক্ষতায়
তোমার দীক্ষাও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে
উচ্ছল দীপালির মতন ;
মনে রেখো—
ভুলে যেও না—
প্রাচীন যুগেও এমনই প্রচলন ছিল ;
তাই ব'লে, নিষ্ঠাকে
ভঙ্গুর ক'রে তুলো না,
দীক্ষাচার্য্যের ভিতর
তাঁদের সমাবেশ দেখতে চেষ্টা ক'রো । ৮৮৮৯ ।
১১।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-২৫

নিষ্ঠা, বীর্য্য, বোধ, ব্যবহার
ও বিনয়—
এই কয়ের সঙ্গতি
যে ব্যক্তিত্বে যত
সমীচীনভাবে সম্বদ্ধ,—
সে-ব্যক্তিত্বও তেমনি প্রভাবশালী । ৮৮৯০ ।
১৪।৭।১৯৫৮, সকাল ৭-২৪

বন্দে লোকতিলকং সাত্বতবার্ত্তা-বিভূষণম্
অমরকৃত্যুৎসারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং
প্রণয়-প্রমত্ত-যাগদীপনং
বন্দে জীবন-জীবনং সৎপুরুষম্ । ৮৮৯১ ।
১৬।৭।১৯৫৮, সকাল ৯-২৩

আমি যা' যা' বলেছি—
তা' তোমরা করলে না,
বিশেষ জোর দিয়ে যা' বলেছি,
বিশেষ শৈথিল্যের সাথে
সেগুলিকে অবজ্ঞা করেছ,
এই উজ্জী উদ্যমহারা শ্রদ্ধা
ও নিষ্ঠাহারা সাত্বত-জীবন নিয়ে
একটা ভাক্ত-অভিনিবেশী অনুচলনে
নিথর উচ্ছল তৃপ্তি নিয়ে ব'সে আছ,
বেশ দিন কাটছে,
এটা কিন্তু তোমাদের পক্ষে,
ভারতের পক্ষে—
ভারত কেন, পৃথিবীর পক্ষে
সাংঘাতিক সংঘাত সৃষ্টি করছে ;
শৈথিল্য-পরিভৃত অপটু জীবন নিয়ে
সবার কাছে অপটু যাজনে
যে-বোধনার সৃষ্টি করছ,
যে কৃতি-অনুচলনের
উদাহরণ দিয়ে চলেছ,
তাতে কিছুদিন পরে
তোমরা আর তোমরা থাকবে কিনা সন্দেহ ;
উদ্‌ভ্রান্ত বিধি-উল্লঙ্ঘনী অনুচলন
বিপাক সৃষ্টি ক'রে থাকে,
জীবনকে খর্ব্বই ক'রে তোলে,
সমাজ, পরিবেশ ও শাসন-সংস্থা
সবই শাতনদীপ্ত পরিভৃতির সহিত
কুৎসিতেরই যাত্রী হ'য়ে চ'লে থাকে
দৈনন্দিন জীবনে ;
তাই বলি এখনও আস,
এখনও উঠে দাঁড়াও,
এখনও কর,

এখনও চল—
ঐ সাত্বত অমৃত পথ
তোমাদের অন্তরেই
অভিদীপ্ত হ'য়ে রয়েছে,
উচ্ছল অগ্রগতিতে
সেইদিকেই এগিয়ে চল,
নিজে বাঁচ,
অন্যকে বাঁচাও,
ভবিষ্যৎকে স্বর্ণ-প্রসূ ক'রে তোল,
নইলে, অন্ধতমসা ঘনঘটাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে,
জাহান্নমের অট্টহাসি
কাউকে অবদলিত করতে
ছাড়বে না কিন্তু। ৮৮৯২।
১৬।৭।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

অনুভূতি মানে উপযুক্তভাবে হওয়া,
সম্যকভাবে হওয়া,
এক কথায়, বাস্তবায়িত হওয়া—
সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ে ;
তোমার সত্তা, চরিত্র ও আচরণের ভিতরে
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
যা' বাস্তবভাবে হ'য়ে ওঠে নি—
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বিত তাৎপর্য্যে—
তা' অনেক কিছু হ'তে পারে,
অনুভূতি হয় নি,
উপযুক্ত বিন্যাসে
বিশেষভাবে হ'য়ে ওঠে নি তোমাতে,
এক কথায়, তোমার ব্যক্তিত্বে
বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে নি তা',
তাই, অনুভূতি মানে
সমীচীনভাবে হওয়া,

উপযুক্তভাবে হওয়া,
সত্তায় বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠা । ৮৮৯৩ ।
১৭।৭।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

তোমার নৈষ্ঠিক উচ্ছ্বাস
উদ্যম-উচ্ছলায়
যদি উচ্ছ্বসিতভাবে
উর্জ্জী রাগদীপনায়
ইষ্টার্থ-নিদেশগুলিকে
বিহিতভাবে বিন্যাস ক'রে
রাগবেদনায়
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারল,
স্ফীত স্ফোটন-তৎপরতায়
তার হৃদয়কে
আপ্যায়নদীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পারল,
রাগবিভূতি-বিভবে
বিভূষিত হ'য়ে
তাকে উদ্দাম ক'রে তুলতে না পারল,
উদ্যমী ওজঃ-সন্দীপনায়
কৃতি-উচ্ছল চরিত্র ও আচরণে
তোমার উদাত্ত সংস্পর্শ
প্রবুদ্ধ পরিবেদনায়
তাকে যদি উৎসর্জ্জিত
ক'রে তুলতে না পারল—
বোধায়নী, প্রীতিরাগরঞ্জনা-অধ্যুষিত
বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে,—
তাহ'লে বুঝে নিও—
তোমার ভাষা-সম্পদ যেমনই হোক না কেন,
তোমার শ্রদ্ধা বা অনুরাগ
তখনও স্বার্থপঙ্কিল হ'য়ে রয়েছে,

তোমার রাগ
উর্জ্জী বিভবে
বিভব-অধ্যুষিত হ'য়ে ওঠে নি তখনও ;
এমনতর বুঝলে
সবখানি হৃদয় নিয়ে
কৃতি-উদ্যমে
উত্থান-অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠ,
দাঁড়িয়ে ওঠ,
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
উর্জ্জী বোধনা-অধ্যুষিত হ'য়ে ওঠ—
সপরিবেশ,
মর্য্যাদার মানমন্দিরে
উর্জ্জী ভজন
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে জ্ব'লে উঠুক ;
পরিস্রুত আলোকে
যা'-কিছুকে পরিমাপিত ক'রে
তোমার অন্তঃস্থ সাত্বত সঙ্গীত
সবার সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে
ঐ সুরে
তোমার জীবন-পরাক্রমকে
জ্বলন্ত ক'রে তুলুক ;
আর, তোমার প্রতিপদক্ষেপ
ব'লে উঠুক
সেই ভগবানের বাণীকে—
বাণী-বিভুকে—
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ৮৮৯৪।
১৮।৭।১৯৫৮, রাত ১০টা

কিছু করতে হবে না,
শুধু ব'সে ব'সে

সেই অগ্নিমুখ পূর্ব্বপুরুষকে চিন্তা কর,
এখন সেই চিন্তার দফায়
যা'ই আসুক না কেন,
তাতে কোন বাধা নেইকো ;
এমনি ক'রেই জীবন তোমার
মরণেই সমাধি লাভ করবে—
অমৃত-কল্লোলে ;
এমনতর আশার বাণী শুনে—
তুমি যদি বেকুব না হও—
চ'লে এস ;
তা'র চাইতে প্রতিটি কর্ম্মে
ঐ নিষ্পন্ন-আসনা কর্ম্মদেবীর
পূজা ক'রে ক'রে চল,
তাতে বরং ঐ অমৃত-পথ
তোমার সত্তায়
ক্রমশঃই এগুতে থাকবে—
আশা করা যায় ;
কিন্তু মরণের অমৃত-সমাধি-সেবা
একটা জড় নিবিড়তা নিয়ে—
তা'তে কী হবে—
তা' সাত্বত দেবতাই জানেন। ৮৮৯৫।
১৮।৭।১৯৫৮, রাত ১০-১৫

যা'রা সৎ-আচার্য্যকে
নিজের ছাঁচে ফেলে
আপন-মতাবলম্বী ক'রে তুলতে চায়,—
তা'রা ঠকে,
তাদের সাত্বত কৃষ্টি
তমসাচ্ছন্নই হ'য়ে থাকে ;
তদনুশীলনা অবজ্ঞা ক'রে
সৎ-নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা তাদের

স্বার্থগৃধ্নু প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়েই চলে,
তাই, তা'রা সৎপন্থী হ'তে পারে না ;
তাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।" ৪৮৯৬।
২০।৭।১৯৫৮, রাত ১০-৪৫

তোমার দুষ্কৃতি
বা পাপ-অনুচলন
যেমন পরিবেশে সংক্রামিত হয়,
তা'রা এড়াতে পারে তা' কমই,
তাদের অর্থাৎ পরিবেশের
দুষ্কৃতি বা পাপ-অনুচলনে
তুমিও সংক্রামিত হ'য়ে ওঠ তেমনি,
তা'ও এড়ান বড় সহজ নয়কো ;
তাই, অসৎ-নিরোধী তৎপরতা
যেমন তোমার প্রয়োজন—
তেমনি প্রত্যেকেরই পক্ষে। ৪৮৯৭।
২২।৭।১৯৫৮, সকাল ৬-৫৮

যা' হয় তা'ই নাশশীল,
এই নাশশীলতাকে ব্যাহত ক'রে
তুমি অবিনশ্বর হ'তে চেষ্টা কর,
আর, তা' যেমন ক'রে হয়
সেই পন্থাই অনুসরণ ক'রে চল,
আর, সবাইকে অনুপ্রাণিত কর
তা'তেই :
তোমার জীবনের মুখ্য হো'ক ঐই। ৪৮৯৮।
২২।৭।১৯৫৮, সকাল ৭-২০

হয়, থাকে না—
এ-কথা যেমন বাস্তব,
আবার, যা' হয় তা' না থাকলেও
থাকা বা 'আছে'র চলন
কোন-না-কোন প্রকারে
তার সংস্থিতি নিয়ে চলেই ;
হয়, থাকে না—তাই ব'লে
থাকার থাকা
একদম নিঃশেষ হ'য়ে যায় না ;
এটা কি সেই আশা নয় যে
এমন দিন আসতে পারে
যখন তোমার থাকাও
ঐ থাকার থাকেই
সুসংশ্লিষ্ট হ'য়ে চলতে পারে ?
তাই, অমৃতসন্ধানী হও,
আর, অমর মন্ত্রে দীক্ষিত কর সবাইকে,
ব্যবহারে, চরিত্রে, আচরণে
তা'রই অনুশীলন ক'রে চল সবাই । ৮৮৯৯ ।
২২।৭।১৯৫৮, সকাল ৭-২৮

ইষ্টের ইচ্ছা যদি
তাঁর নিজের সাত্বত সংস্থিতির
অন্তরায় হয়,
তা'র পরিপালন যেমন
তাঁর সাত্বত প্রতিষ্ঠার অন্তরায়—
তেমনি তোমার নিজেরও ;
শ্রদ্ধা বা প্রীতির লক্ষণই হ'চ্ছে
প্রিয়ের সাত্বত সংস্থিতির
দায়িত্ব নিয়ে চলা—
সুনিষ্ঠ হ'য়ে ;
আর, শ্রদ্ধা মানেই হ'চ্ছে

বাস্তব সত্তা বা সংস্থিতিকে
ধারণ করে যা' । ৪৯০০ ।
২২।৭।১৯৫৮, সকাল ৮-২৫

দুষ্ট বা অসৎ প্রকৃতিকেও জান,
জেনে তাকে সমীচীনভাবে
নিরাকরণ কর,
আবার, শিষ্ট বা সৎপ্রকৃতিকেও
উপলব্ধি কর,
আয়ত্ত ক'রে
আচরণের ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিগত ক'রে ফেল,
স্বভাবগত ক'রে ফেল,
আর, এই স্বভাবই সৎ-প্রকৃতি ;
যা'-কিছুকে এমনতরভাবে জেনে
তা'কে বিহিত বিনায়নে
আচরণ ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
সাত্বত বিভবে উন্নীত ক'রে
অধিগতির ভিতর-দিয়ে
নিজেকে আপূরিত ক'রে তোল—
প্রাজ্ঞ পরিণয়নে ;
নিষ্ঠানন্দিত উদ্যম-উচ্ছল
অভিনিবেশের সহিত
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বোধসঙ্গতির উচ্ছল ঐশ্বর্য্যে
বিভাবিত হ'য়ে ওঠ । ৪৯০১ ।
২২।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

প্রাপ্তি ও প্রাপ্তির লালসাই
যাদের প্রীতিবন্ধনের দ্যুতি,
তাদের প্রীতি নাই,

আছে প্রীতির ভাঁওতা ;
তা'রা চায়—
ঐ ভাঁওতাবাজী তৎপরতায়
প্রিয়কে স্বার্থতান্ত্রিকতায়
বেঁধে ফেলতে,
আর, প্রীতি চায় প্রিয়কে
সব যা'-কিছু দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে,
ভাঁওতাবাজীর পক্ষে তা' কি সম্ভব ?
তাই, প্রণয় সেখানে ছেদমূলক,
আসঙ্গ-লিপ্সাহারা,
ঐ প্রীতি
অনুচর্য্যাহারা ব'লে
কাউকে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে না। ৮৯০২।
২২।৭।১৯৫৮, বিকাল ৫-২৫

বোধ-বিন্যাস-বিভাবিত শ্রদ্ধা
বা নিষ্ঠা
যা' সাত্বত ঐতিহ্য-অনুগ হ'য়ে
কৃতি ও চর্য্যা-বিজড়িত হ'য়ে চলতে থাকে,
তা' যদি কা'রও
নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ
বা অপ্রতিষ্ঠাজনক কথায়
বা আচরণে
ভেঙ্গে যায়,
ও ঐ ভঙ্গুর বোধ ও বিবেক নিয়ে
সে চলতে থাকে,—
ঠিক জেনো—
তা'র ব্যক্তিত্ব ব্যতিক্রমদুষ্ট,
শ্রেয় বা সৎপন্থী সে নয়কো ;
যেখানে যেমন প্রয়োজন

তেমনতর ব্যবস্থা ক'রে
সৎ-সন্দীপী ক'রে তুলো । ৮৯০৩ ।
২৫।৭।১৯৫৮, সকাল ৮-৩০

অন্তর্নিহিত ধারণা
তজ্জাতীয় বাস্তব পরিণয়নকেই
আহ্বান ক'রে থাকে
সাধারণতঃ । ৮৯০৪ ।
২৫।৭।১৯৫৮, সকাল ১০-২৮

অভিযোগ ক'রে
বা কাউকে দোষারোপ ক'রে
সহযোগিতা কমই মিলে থাকে,
পাওয়াই যায় না তা',
বরং বিহিত মন্ত্রগুপ্তি ও বিশ্বস্ততা-সমন্বিত
আপ্যায়নী আগ্রহ,
প্রশংসা, সমবেদনা
ও ভাববিনিময়ের ভিতর-দিয়ে
সহানুভূতি ও সহযোগিতা
সংঘটিত হ'য়ে থাকে ;
যেখানে তা' নাই—
সেখানে দোষদৃষ্টি ও অখ্যাতি ছাড়া
আর কী সম্বল থাকতে পারে ?
সেখানে যা'ই চাও,—
তা' ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে বাধ্য । ৮৯০৫ ।
২৫।৭।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-১০

মন্দিরে
শ্রদ্ধোষিত কৃতিতপা
রাগদীপ্ত পূজারী
কমই দেখতে পাওয়া যায়,

বরং বাইরে তা'র সম্ভাব্যতা
ওর চাইতে ঢের বেশী ;
যদিও মন্দিরে
অমনতর কৃতিতপা পূজারীর আধিক্য
পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে
অমৃতকল্পী । ৮৯০৬ ।
২৭।৭।১৯৫৮, সকাল ৮-৩৭

যা'র ভাগ্যদেবতা আর ভজনস্পৃহা
কুকৃতিসম্পন্ন
কুশিষ্ট আচরণশীল,—
ঐশ্বর্য্য তা'র যতই থাক্ না কেন,
দুঃখ তা'র ভূতের মতন
পিছু নেবেই কি নেবে,
মর্দ্দিতও হবে সে তেমনি,
স্বভাবের আধিপত্য এড়িয়ে
সাত্বত আধিপত্যে খাড়া হ'য়ে চলা
দূরূহই তা'র পক্ষে । ৮৯০৭ ।
২৭।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

মানুষের অন্তরে
উর্জ্জী উদ্যমী অনুরাগ—
এক কথায়, শ্রদ্ধা
যা'র যত স্থিতিশীল,
কৃতী ব্যক্তিত্বও তা'র তেমন,
নিষ্ঠাও তেমনতর,
আর, প্রতিষ্ঠাও তা'র
তেমনতর হ'য়ে থাকে । ৮৯০৮ ।
২৭।৭।১৯৫৮, রাত ৮-২২

যতদিন ধর্ম্মের নামে
ধর্ম্ম-পরিপালনী কৃতিপরিচর্য্যাকে
অর্থাৎ ধারণ, পালন ও পরিপোষণী
কৃতি-পরিচর্য্যাকে
জলাঞ্জলি দিয়ে
অলৌকিকতার পূজারী হ'য়ে
তা'রই ভজন-বরাদ্দের
বহর চালাতে থাকবে,—
ততদিন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীয় কৃষ্টি
বা সাত্বত কৃষ্টির
জীবন-অভিযান
ক্লেদ-পরামৃষ্টই হ'য়ে থাকবে ;
কৃষ্টি
কর্ষণ-বিমুখ হ'য়ে
অপকর্ষেই ঐ ধৃতি-সম্বেগকে
নাস্তানাবুদ করে চলতে থাকবে,
অলৌকিক যা'-কিছু লৌকিক হ'য়ে
তোমার বোধচক্ষুতে
পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে না,
পতনের প্রবৃদ্ধি অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি—
অলৌকিক যা'-কিছু
তোমার সম্মুখীন হয়,
তা' দেখ,
বোধ-বিনায়িত ক'রে
তা'র মর্ম্ম-উদ্ঘাটন ক'রে চল—
ধৃতি-সম্পদে অন্বিত ক'রে । ৮৯০৯ ।
২৭।৭।১৯৫৮, রাত ৯-৮

নিজেকেই হো'ক,
আর অন্যকেই হো'ক—

সৎ-সংশুদ্ধ ক'রে তোল,
আর, অস্তিত্বের অনুচর্য্যায় নিয়োজিত কর,
আর, এই হ'চ্ছে ধর্ম্মদান
ও ধর্ম্ম-পরিপালনের গোড়ার কথা,
আবার, ধর্ম্মই হ'চ্ছে সবারই আশ্রয়। ৮৯১০।
২৮।৭।১৯৫৮, সকাল ১০টা

সার্থক বোধসঙ্গতি নিয়ে কথা ব'লো,
চলতেও চেষ্টা ক'রো তেমনি—
সাত্বত উপচয়ী তাৎপর্য্যে;
বাক্
বোধেরই শব্দায়িত রূপ,
বোধকে বিবেচনা ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যদি কথা না বল,
কথার সমীচীন ব্যবহার না কর,—
তোমার কথাগুলি অর্থহীন
ব্যত্যয়ী আচারদুষ্ট হ'য়েই থাকবে,
আর, তোমার কাছেও তা'
অর্থহীন থেকে যাবে
পশুর শব্দের মত। ৮৯১১।
২৮।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-২৫

চলতে, বলতে, করতে
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বিত আপ্যায়না নিয়ে
উদ্যমী সাহস ও সম্বোধী বিবেচনার সহিত
বাস্তবতার সুযুক্ত সন্নিবেশ নিয়ে
করতে অভ্যাস কর,
কল্পনার ঘুঘু হ'য়ে
চ'রে বেড়ালে

বাস্তব সার্থকতায়
কিছু হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, উদ্যমী সাহস-সন্দীপ্ত
অভিনিবেশের সহিত
বাস্তব সঙ্গতির সহযোগিতা নিয়ে
সাত্বত শুভ-সম্বৃদ্ধির যা'-কিছু
নিষ্পন্ন করতে অভিলাষী হও। ৪৯১২।
২৮।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-৪০

উর্জ্জী-সম্বেগী শ্রদ্ধা,
কৃতিচলনশীল উদ্যম, ক্রমাগতি
ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে
যে নিজ ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে রাখে না,
সে-ব্যক্তিত্বের খরগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠা
কমই দেখতে পাওয়া যায় ;
আর, প্রয়োজনের পূর্ব্বে প্রস্তুতি,
চতুর অর্থাৎ সব দিক দিয়ে সঙ্গতি নিয়ে
যে সাম্যগতি
তা'রও ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়,
তাই, তা'রা প্রায়শঃই
বীর্য্যদীপনায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না ;
আবার, আসুরিক অনুচলন যাদের
তাদের প্রকৃতিগত বৈষম্যের সহিত
অমনতর অনুচলনের রকম থাকলেও
তা'রা লোকপীড়কই হ'য়ে ওঠে ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুচলনের
উদ্দীপ্ত প্রতিভা
তাদের কমই দেখতে পাওয়া যায় ;
তাই, উর্জ্জী সম্বেগশালী সশ্রদ্ধ অনুরাগ নিয়ে
চলতে থাক—

নিষ্ঠাকে অটুট উচ্ছল ক'রে,
কৃতিচলন নিয়ে;
—তোমার জীবন
লোকস্বার্থী হ'য়ে উঠুক। ৮৯১৩।
২৮।৭।১৯৫৮, বিকাল ৪-৫

মানুষকে
বিশেষ ক'রে যাদের
শ্রদ্ধা-অন্বিত অনুরাগ আছে—
কৃতিচলন নিয়ে,—
তাদিগকে শুধরে নিতে সাহায্য কর,
সময় দাও—
সার্থকতায় শুভসঞ্চলনশীল হ'তে,
যথাসম্ভব প্রশ্রয় দিয়ে চল;
যেখানে যেমনতর অনুচর্য্যার প্রয়োজন
তা' দিতেও ত্রুটি করো না—
এমনভাবে
যা'তে তার সম্বৃদ্ধ সার্থকতা
তোমাকেও স্পর্শ করে। ৮৯১৪।
২৮।৭।১৯৫৮, বিকাল ৪-২০

একটি চিঠি

তোমাদের প্রীতি-আপ্যায়না
যেন এমনতর হয়
যা'তে প্রত্যেকেই তোমাদের গুণমুগ্ধ হ'য়ে
উচ্ছল আনন্দ উপভোগ করে,
আবার, তোমাদের বিরহও যেন
প্রত্যেকের নন্দিত স্বপ্নকে
জীয়ন্ত ক'রে তোলে;

পরমপিতা তোমাদিগকে
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
ঊর্জ্জী উদ্যমে
আপ্যায়ন-অনুচর্য্যী ক'রে তুলুন—
প্রীতিতে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে,
সহনে, শুভনন্দনায় । ৮৯১৫ ।
২৯।৭।১৯৫৮, বিকাল ৫-৪০

অদম্য নিষ্ঠানিরতি নিয়ে
প্রিয়ের তৃপ্তিপ্রদ মতানুগ অনুচলন,
বিহিত মন্ত্রগুপ্তি
ও শুভপ্রসূ অনুনয়নের সহিত
যে অচ্ছেদ্য ও আকাঙ্ক্ষিত অনুগতি,—
তাই হ'চ্ছে—
ভালবাসা-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ,
যেখানে তা'র যতখানি অভাব
সে ভালবাসা স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ ততখানি ;
যার ভালতে যে বসবাস করে,
অর্থাৎ যার ভাল
তার নিজের সর্ব্বতঃ স্বার্থ,
যা'র তৃপ্তি সম্পাদন না ক'রে,
যা'র অনুচর্য্যা না ক'রে
এক কথায়, যাকে ছেড়ে
সে থাকতেই পারে না,
ভালবাসা তা'র সেখানেই । ৮৯১৬ ।
৩০।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-২৫

তোমার অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ ক'রে
প্রসন্ন অনুকম্পায়

যদি কেউ তোমাকে
আত্মতৃপ্তির জন্য
কোন কিছু উপঢৌকন দেয়—
তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ এমনতর,
আর, সে-দান যদি
বাধ্যতা-নিষ্কাশিত না হয়,
সে অবদান
তোমার জীবনীয় আত্মপ্রসাদ,
তোমার পক্ষে অমৃতনিষ্যন্দী তা';
এমনতর গ্রহণ
পাপ-প্রদায়ক নয়,
বরং পুণ্যের পবিত্র আহ্বান। ৮৯১৭।
৩০।৭।১৯৫৮, রাত ৭-৩৭

যে-ব্যাপারেই হো'ক,
তোমার শুভার্থী যিনি বা যাঁ'রা
ব্যস্ত ব্যগ্রতা নিয়ে থাকেন
বা চলেন,
তুমি বিশেষ ক্ষিপ্র তৎপরতা নিয়ে
তাঁর বা তাঁদের ঐ ব্যস্ত ব্যগ্রতার
প্রশমন-তৎপর হ'য়ে চ'লো—
শুভ-সার্থকতায়;
তোমার ব্যথায় ব্যথিত যা'রা
তাদের ব্যথা-প্রশমনে
বিমুখ হ'য়ো না,
অনুকম্পীরা প্রস্বস্তি লাভ করবে,
তুমিও তৃপ্তি পাবে তাতে। ৮৯১৮।
৩১।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-৫

কী করা হ'য়েছে
আর কী করা হয় নি—

প্রত্যহই স্মরণ ক'রো,
আর, যা' করা হয় নি—
বিশেষ সাবধানী ক্ষিপ্রতার সহিত
উপযুক্তভাবে
যাতে সত্বর সেগুলি নির্ব্বাহ হয়,
তা' ক'রো,
কারণ, সমাধানী সুযোগ
সব সময় পাওয়া যায় না,
যে-সুযোগে যেগুলি সমাধান করতে হবে,
ঠিক উপযুক্ত-মত তা' ক'রো ;
বেতালিম করায়
বা গাফিলতির দরুন
ঐ সুযোগ বা সুবিধাগুলিকে
হারিয়ে ফেলো না ;
নয়তো, অসুবিধার হ্যাপা
সামলাতে হবে অনেক,
আর, তা' নিষ্পন্ন করতে
হয়তো এমন দেরী হ'য়ে যাবে,—
যা' কোন কাজেই লাগবে না । ৮৯১৯ ।
৩১।৭।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

তুমি ঠিক জেনো—
উপযুক্ত স্তোতনায়
তোমার আচার্য্য-ব্যক্তিত্বকে
ভাবে, ভাষায়, চারিত্রিক অভিনিবেশে,
দীপী কণ্ঠে
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ ক'রে
যতই পরিবেষণ করতে পারবে—
সমীচীন সমাহারী সুযুক্ত
হৃদয়-পরিস্রবা

বিনয়ী, সবিতা-রঞ্জিত
উর্জ্জী বিনায়নে
তুলনাদীপ্ত, আপূরণী
শ্রেষ্ঠ-নির্ণয়ী প্রতিষ্ঠায়,—
ততই তুমি
লোকহৃদয়ে
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে—
ঐ উর্জ্জী ভক্তির মদমত্ত
সুযুক্ত সমীচীন রাগ-ঐশ্বর্য্য নিয়ে,
আচরণ ও চারিত্রিক দীপালী সজ্জার
অতিশায়নী অনুবেদনায় ;
আর, এতে তোমার
যতখানি খাঁকতি থাকবে,
তোমার চালচলন ও জীবন-অভিনিবেশও
তেমনতর মন্থর হ'য়ে চলবে,
প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্যের
অনুচর্য্যাও হবে
তেমনতর কিন্তু ;
তাই বলি—
দাঁড়াও,
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ধ্বনি ক'রে,
আর বল—
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' ;
এই এমনতরই
উদ্দীপনী অনুরাগ নিয়ে
তুমিও দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
বাঁচ,
দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকেই যেন
তোমার জীবনে
জীবিত হ'য়ে ওঠ । ৮৯২০ ।
১।৮।১৯৫৮, বিকাল ৫-৫৫

কাকে সমর্থন করবে ?
তোমার ইষ্টার্থ যা'তে স্বার্থ হ'য়ে আছে—
তা'কে,
আর, সেই হ'চ্ছে
তোমার প্রথম সমর্থন-পাত্র ;
দ্বিতীয়তঃ, তা'কে সমর্থন ক'রো—
যেখানে ইষ্টার্থ নিশ্চয়ীকৃত হ'য়ে আছে ;
তৃতীয়তঃ, তোমার ইষ্টার্থ
যাতে সমর্থনীভূত,
চতুর্থতঃ হ'চ্ছে সেই—
যার নিজের অন্যান্য স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও
ইষ্টার্থে আহ্লাদমিশ্রিত অনুভাবিতা
ও অন্তর-উৎসারণী আদর বজায় আছে
ও যা'র ব্যতিক্রম কমই হয়। ৮৯২১।
২।৮।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

অশ্রদ্ধা,
অনবধানতা,
অনাচারী অনুচলন,
পরিস্রুত-কৌলিক-মর্য্যাদা-ব্যতিক্রমী
অশিষ্টাচরণ
ও সাধু বীর্য্যবত্তার অভাব,
হীনম্মন্য আত্মম্ভরী গর্ব্বেপ্সা
ও অনুশীলনী সাত্বত কৃষ্টি-পরিচর্য্যায় অবহেলা,
বিক্ষিপ্তচিত্ততা,
অবিনয়ী সাহসদর্শিতা,
অননুকম্পিতা,
অশ্রেয়নিষ্ঠা,—
কৌলিক মর্য্যাদা তোমার ব্যক্তিত্বে
কতখানি অধিষ্ঠিত,

তা'র পরিচয়ই হ'চ্ছে অন্ততঃ ঐ নয় দফাতে । ৪৯২২ ।
৮।৮।১৯৫৮, বিকাল ৫-১৮

তোমার অকম্পিত
উজ্জী উচ্ছল নিষ্ঠা,
বোধিবিকশনী আলোচনা,
অনুকম্পী প্রীতি,
কৃতিমুখর সাত্বত পরিচর্য্যা,
সুসন্ধিৎসু সতর্ক অনুচলন
তোমার ব্যক্তিত্বকে যেন
এমনতরই অন্বিত, বিন্যস্ত ক'রে তোলে,
যা'তে তুমি প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয়ে
উদ্বর্দ্ধনার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ হ'য়ে
প্রত্যেকের নন্দনার উৎস
হ'য়ে উঠতে পার ;
তোমার আগমন-উৎসারণা
প্রত্যেককেই যেন বরেণ্য ক'রে তোলে,
উজ্জী প্রতিভানন্দিত ক'রে তোলে,
বোধ করতে পারে যেন সবাই—
তোমার আগমন যেন দেবদূতের আবির্ভাব । ৪৯২৩ ।
১০।৮।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-২৮

যে-বাদের ঢেউই লাগুক না কেন,
আর, প্লাবনই আসুক না কেন,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের
সুসংহত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তা'র শুভ-সম্বর্দ্ধনী
বাস্তব বৈধী বিন্যাস
যদি না থাকে,
কৃতি-পরিচর্য্যা নিয়ে
কৃষ্টি-উৎসারণী অনুদীপনায়

তা' কিছুতেই গ্রহণ ক'রো না,
মনে ক'রো—
তা' কিন্তু সাংঘাতিক,
সত্তা, জীবন ও জননানুচলন
বিক্ষুব্ধ ক'রে
জাহান্নমকে প্রতুল ক'রে তুলবে কিন্তু তা' ;
তা'কে কোনরকম সমর্থন করতে
লাখ বার ভেবে দেখ,
প্রাচীনস্রোতা বাস্তব বৈধী নিয়মনার সহিত
বিরোধ হ'লে
কিছুতেই সমর্থন করতে যেও না,
তুমি তো জাহান্নমের যাত্রী হবেই,
তা' ছাড়া, পরিবার, সমাজ, পরিবেশ,
এক-কথায়, দেশ ও রাষ্ট্র
সব যা'-কিছুকে
ঐ বিষে সংক্রামিত ক'রে
সর্ব্বনাশে সর্ব্বহারা ক'রে তুলবে ;
তাই বলি—
সাবধান ! ৮৯২৪ ।
১১।৮।১৯৫৮, রাত ৭-৫০

কোন অন্যায়কে
অর্থাৎ অসৎ যা'-কিছুকে
মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিও না,
বরং বিনয়ী সাত্বত আবেদনে
তা'র প্রতিবাদ ক'রো ;
তোমার যে-অবস্থায়
যা' অসৎ বা অশুভ,
প্রত্যেকেরই তেমনতর ব্যাপারে
তা' অসৎ বা অশুভ,—
তা' লোককে উপলব্ধি করতে দিও ;

উপলব্ধি না করলে
মানুষ তৎক্রিয়ও হ'য়ে উঠতে পারে না—
কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে,
চালে-চলনে ;
তাই, অসৎ বা অন্যায় করাও ভাল না,
তা' সহ্য করাও ভাল না,
তা'তে অসৎ বা অন্যায়ই
স্পর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
সাংঘাতিক বিক্রমে ;
লোকের অহিত যাতে হয়, তাইই অসৎ । ৮৯২৫ ।
১২।৮।১৯৫৮, রাত ৭-১৭

দেবতার কাছে
শুধু 'ভক্তি দাও', 'ভক্তি দাও' ব'লে
লাখ বল আর কাঁদাকাটি কর,
তাতে কি ভক্তি হয় ?
ভক্তি চাইতে গেলে
যাঁর কাছে ভক্তি চাও,
তাঁকে ভজতে হবে
অর্থাৎ তাঁর ভজন করতে হবে ;
তাঁর ভজন করতে হবে মানেই
তাঁর সেবা করতে হবে,
অনুচর্য্যা করতে হবে,
বিহিত পরিচর্য্যায় তাঁকে তৃপ্ত করতে হবে ;
এই তৃপণী অনুচর্য্যাই
শ্রদ্ধাবিগলিত হ'য়ে
নিষ্ঠা-অনুকম্পায়
অচ্ছেদ্য অনুরাগ সৃষ্টি ক'রে
ব্যক্তিত্বকে ঐ ভজন-প্রতিভায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে,
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,

উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
ভক্তি চাইতে গেলেই
ক্রমানুচলনশীল হ'য়ে
অনবচ্ছিন্ন উচ্ছল চলনে
অন্তঃকরণের আগ্রহ নিয়ে
এইগুলি করতেই হবে—
বোধচক্ষু নিয়ে দেখে, বিবেচনা ক'রে
উদ্দেশ্যের নির্ণয়ী তালিমে,
তাঁর কাছে না চেয়ে,
নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ ক'রে
বিহিত ত্বারিত্যে ;
একটা নিদেশের পরিপালন,
বিহিত অনুচর্য্যা,
বিহিত তৃপ্তিকর কর্ম্ম—
এর কোন একটা কিছুও বাদ দিলে চলবে না ;
অমনি ক'রেই
পরিচর্য্যাকে পরিপালন কর,
ক'রে পাও,
আর, এমনতর পাওয়াই হ'চ্ছে
কৃপা-লাভ ;
আর, না ক'রে হাজার পেলেও
সে-পাওয়া কি পাওয়া হয় ?
নিজস্ব কিছু হয় ?
তাই, ভক্তি যদি চাও,
ঐ আচরণে,
ঐ করণে চলতে থাক—
ঐ অমনতর অন্তঃকরণের আগ্রহ নিয়ে
ভজন-উৎসর্জ্জনায়,
রাগরঞ্জিত আপ্রাণ সেবানুচর্য্যায় ;
অনুগ্রহ পাও—
আগ্রহ-উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;

ভক্তিরাগরঞ্জিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
রঙ্গিল হ'য়ে উঠতেও পারে। ৪৯২৬।
১৫।৪।১৯৫৪, রাত ৯-১

মন্ত্র মানেই হ'চ্ছে —
যা'র মনন ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে উপনীত হওয়া যায়—
অব্যক্তের একটা ব্যক্ত সমাবেশ নিয়ে ;
আর, তাই মন্ত্রকে
অনেকে নামও ব'লে থাকেন ;
নাম মানে
নামীতে আনত হ'য়ে
যা'র অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্য-অধিগমনে
তদনুগ ক্রিয়া ও অর্থ-সমন্বিত ক'রে
তাত্ত্বিক সমাবেশে
তা'র ব্যক্ত প্রতীকে উপনীত হ'য়ে
প্রতিটি পর্য্যায়ের বিন্যাসের সহিত
সুষ্ঠু ন্যাসে সঙ্গত ও বিনায়িত হ'য়ে
অর্থাৎ সুসংস্থ হ'য়ে
সর্ব্বতোমুখী অবগতি
সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে
বা হ'য়ে থাকে,
আর, তাই তা' মন্ত্র,
কারণ, ঐ কৃতিমুখর আনতি-উদ্বুদ্ধ
মননের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে উপনীত হ'য়ে
তার বাস্তব অর্থ
উপলব্ধি করা যায় ;
তাই, মন্ত্রের তাৎপর্য্য-উদ্ঘাটনই

বাস্তব অনুশীলন—
যার ভিতর-দিয়ে
ঐ অর্থ-অবগতি ঘ'টে উঠতে পারে ;
যেমন, বটগাছের একটি বীজ,
সেইটিই হ'ল ঐ বটগাছের বীজসূত্র,
আর, বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণের
সহযোগ ও সমবায়ে
ক্রমাধিগতিতে
সে বটবৃক্ষে পরিণত হ'ল,
ছোট হ'তে বড় পর্য্যন্ত
তার প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে
বিহিত বিন্যাসে বিনায়িত হ'য়ে
ক্রমান্বয়ে সে ঐ পরিণতি লাভ করল ;
এই বীজের অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
বীজগণিতের মত
বীজ-বিকাশ-পর্য্যায়গুলিকে
একায়িত ক'রে
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিতে
সমষ্টিতে সমীচীন অধিগমন
অর্থাৎ সমগ্র বটগাছটিকে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাই হ'চ্ছে
ঐ মন্ত্রসূত্রের
বাস্তবায়িত তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য-অনুধাবন ;
আর, বিহিত অভ্যাসের ভিতর-দিয়েই
এটা সংঘটিত হ'য়ে থাকে । ৮৯২৭ ।
১৬।৮।১৯৫৮, রাত ৭টা

যেখানেই যাও না কেন,
আর, যেখানেই থাক না কেন,
বিরুদ্ধবাদ বা বিরোধকে
আমন্ত্রণ করতে যেও না ;

এমনতর রকম-সকম দেখলে
চতুর সুন্দর নিয়মনায়
সমীচীন সুন্দর সুযুক্ত
বাক্ ও ব্যবহারের অবতারণা ক'রে
তাকে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে
বাঞ্ছিত ক'রে ফেলো তাকে ;
তোমার সুন্দর সৌম্য ব্যবহার,
সাত্বত অনুদীপনা,
বাক ও বোধদর্শন
যেন এমনতর অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে
হৃদ্য আলোচনায়
ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠে,
যা'তে তাদের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
তৃপ্তিতে ভরপুর হ'য়ে ওঠে ;
তুমি তাদের পরম বান্ধব হ'য়ে ওঠ—
হাতে-কলমে, কাজে-কর্ম্মে,
আর, তা'রাও তাদের সমস্ত সত্তা নিয়ে
তোমার পরম বান্ধব হ'য়ে উঠুক—
অমনতর বাস্তবতা নিয়ে । ৮৯২৮ ।
১৮।৮।১৯৫৮, রাত ৯-২৩

মানুষ কেমনতর অন্তঃকরণ নিয়ে
বসবাস করে,
অর্থাৎ সে কেমনতর মানুষ
তা' বুঝতে হ'লে
দেখে নিও—
আদর ও অনাদরের ফলে
তার ভিতরে কতখানি তারতম্য হয়,
আর, তা'তে তোমার প্রতি
অনুরাগের তারতম্যও বা হয় কতখানি,
আরো দেখবে—

প্রীতি ও ঈর্ষ্যা,
সৎ-প্রণোদনা ও প্রবৃত্তি-প্ররোচনা,
ত্যাগ স্বীকার ও প্রাপ্তি,
ইত্যাদিতে

তার অন্তঃকরণ ও ব্যবহারের
ব্যতিক্রম হয় কেমন
বা সে কেমনতর অনুরাগ নিয়ে
অবস্থান ক'রে থাকে তোমার কাছে—
কতটুকু নিরন্তরতা নিয়ে ;
এমনি ক'রে ঠিক ক'রে নিও—
মোক্তা কথায়, সে কেমনতর মানুষ,
তোমার প্রতি বা তা'র আদর্শের প্রতি
তা'র অনুরাগ ও নিষ্ঠার
স্থায়িত্বই বা কেমনতর,
আর, তুমি ঐটাকে লক্ষ্য ক'রে চলতে থাক—
সাধু সতর্ক অনুচলনে ;
সমস্ত দ্বন্দ্বের ভিতরে
যার অনুরাগমুখর সেবানুসন্ধিৎসা
সক্রিয় আগ্রহ-দীপ্ত থাকে—
নিরবচ্ছিন্ন চলনে,—
আশা করতে পার—
সে একদিন কৃতী হ'য়ে
উঠবেই কি উঠবে । ৮৯২৯ ।
২৮।৮।১৯৫৮, সকাল ৬-৩৫

তোমার নিষ্ঠানন্দিত রাগ-উর্জ্জনা
সন্ধিৎসাপূর্ণ অদম্য উৎসাহে
সক্রিয় তৎপর অভিনিবেশ নিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
যদি অবাধ উত্তাল হ'য়ে না চলল—
শ্রেয়যাজী পরিক্রমায়,

অনুশীলনী অনুচর্য্যার
মহৎ সন্দীপনা নিয়ে,
অবিশ্রান্ত উচ্ছল দক্ষ কৃতকার্য্যতায়
নিজেকে চলন্ত রেখে,—
তাহ'লে তোমার সার্থকতা কোথায়
তা' কি ভেবে দেখেছ ? ৪৯৩০।
২৮।৮।১৯৫৮, রাত ১০টা

আবার বলি—
স্তবের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
আদর্শপুরুষের গুণ ও কর্ম্মগুলিকে
শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে
বিহিত স্মরণ, মনন,
জল্পনা ও চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বোধ ও পরিচর্য্যা নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বে
প্রতিফলিত ক'রে তোলা,
যা'তে স্বীয় বৈশিষ্ট্যমাফিক
সেগুলি বিনায়িত হ'য়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
চরিত্রে পরিস্ফুট হ'য়ে পড়ে—
গুণে, কর্ম্মে,
জীবনীয় অনুগমনে,
প্রতিটি পদক্ষেপে,

এক কথায়—
কথায়, বার্ত্তায়,
আচারে, ব্যবহারে,
আদরে, আপ্যায়নে,
চালে, চলনে,
ব্যবহারিক লৌকিকতায়,

প্রতিটি নিষ্পাদনী কর্ম্মপরিচর্য্যায়—
সক্রিয় উৎসারণা নিয়ে ;
স্তব সার্থকতা লাভ করে
স্তাবকের জীবনে
অমনি ক'রেই । ৪৯৩১ ।
২৯।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-২০

আমার মোকথা কথা এই—
শ্রেয়নিষ্ঠ, অনুজ্ঞাবাহী হ'য়ে
সপরিবেশ তুমি যাতে যেমন ক'রে
বেঁচে থাকতে পার—
সমীচীন সম্বর্দ্ধনা নিয়ে,
সৎসন্দীপনায়
পারস্পরিক সাত্বত সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে,—
তেমনি ক'রে চলাই তো
ধর্ম্মাচরণ ;
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর,—
অসৎসন্দীপী অধর্ম্মও সেখানে
জীবনবর্দ্ধনায় বিক্ষোভ নিয়ে এসে
ঐ জীবনবর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ক'রে চলে তেমনতর ;
আর, শ্রেয় তিনি
যিনি এই কল্যাণবার্ত্তা অবগত আছেন—
আচরণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবভাবে । ৪৯৩২ ।
১।৯।১৯৫৪, বিকাল ৫টা

যখনই দেখবে—
কল্যাণপ্রসূ প্রয়োজনীয় যে-কোন কর্ম্মেই
হোক না কেন,
তড়িৎ-তৎপর উর্জ্জী আত্মনিয়োগ

তোমাতে আধিপত্য করতে আরম্ভ করছে,
প্রয়োজনের প্ূর্ব্বেই প্রস্তুতি
তোমার বিবেকী তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
তাতে তোমাকে নিয়োজিত না ক'রেই
থাকতে পারছে না,—

ব্ুঝবে—
তোমার বিধান ক্রমশঃই
ঐ সৎ-বিধায়নায় সংগ্রথিত হ'য়ে
তোমাকে জীবনে
কৃতী ক'রে তুলবার অভিসারে
অভিদীপ্ত হ'য়ে চলেছে ;
তুমি যত্নে ঐ স্বভাবকে
স্ুবিনায়িত ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও শ্ুভ-পরিচর্য্যার
পরম প্রসাদে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
স্বাস্থ্য ও স্বস্তি-সম্পদে
নিজেকে অভিষিক্ত রেখে,
ইষ্টনিষ্ঠার নৈষ্ঠিক আচরণে
অভিদীপ্ত ক'রে তুলে। ৮৯৩৩।
২।৯।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৫

যে-কোন বাদই হো'ক না কেন
বা যে-কোন বাদীই হও না কেন,
১। জীবনীয় অর্থাৎ সাত্বত ধর্ম্মকে
অবহেলা ক'রো না,
আচারে, চরিত্রে তাকে বিহিতভাবে
পরিপালন ক'রো—
শ্ুভপ্রস্ু পারস্পরিক পরিচর্য্যাকে অক্ষ্ুণ্ণ রেখে ;
২। জীবন-সংস্কার, কুল, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে
কখনও ত্যাগ ক'রো না ;

৩। প্রতিলোম বিবাহকে
কখনও প্রশ্রয় দিও না ;
৪। বিবাহ-বিচ্ছেদ যেন
আমল না পায় কখনও ;
৫। বর্ণানুগ সদৃশ ঘরে বিবাহই
কিন্তু সমীচীন বিবাহ ;
৬। অনুলোম বিবাহ
উপযুক্ত ঘর নির্ব্বাচন ক'রে
বিহিতভাবে ক'রো—
যদি করতেই হয় ;
৭। ঐ বর্ণ ও সংস্কার-অনুগ জীবনীয় খাদ্যকে
পরিত্যাগ ক'রো না ;
৮। সব কাজের ভিতর-দিয়েই
পূর্ব্বপুরুষের তর্পণকে
শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে পরিপালন ক'রো ;
৯। ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে
শুধুমাত্র সমাজকেই
সম্বর্দ্ধনার সমীচীন ক্ষেত্র ব'লে মনে ক'রো না,
তা' কিন্তু সব দিক দিয়ে
শুভপ্রসূ নয়কো। ৮৯৩৪।
১০।৯।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

যা'ই দেখ, যা'ই শোন,
যা'ই বল, যা'ই পর বা কর না কেন,
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
তা' লোকের দিক দিয়ে
কতখানি সাত্বত কল্যাণপ্রসূ,
আর, তোমার নিজের দিক দিয়েই
বা কতখানি তা' ;
প্রত্যেকটি ব্যাপারের

অমনতর খতিয়ান ক'রে
যদি চলতে পার—
বিনায়িত সঙ্গতি নিয়ে
কৃতি-সন্দীপনায়,
দেখতে পাবে—
তোমার বিবেচনাবৃত্তি
কতখানি বেড়ে গিয়েছে,
সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও আত্মবিনায়ন
কতখানি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে,
আচার, ব্যবহার, বলা, করায়
আত্ম ও লোক-ধৃতিপরায়ণতা
কতখানি উচ্ছল হ'য়ে চলবে;
আর, তা' যদি না কর,—
তোমার করা, বলা, শোনা, পরা
সবগুলি একটা তাসের খেলা ছাড়া
আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না;
তাই, যা' কর,
অমনতর আগ্রহ-ব্যগ্রতার
প্রভাব নিয়েই তা' ক'রো,
তোমার ঊর্জ্জী অনুদীপনা ও অভিনিবেশ
সম্বৃদ্ধিশালী হ'য়েই চলতে থাকুক। ৮৯৩৫।
১৪।৯।১৯৫৮, সকাল ৮-৬

তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়
সার্থক সংবৃদ্ধি লাভ করুক—
জাতীয় সাত্বত ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে;
তা'র বিহিত চারিত্রিক উৎসর্জ্জনা
সকলকে কৃতি-সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে;
আর, সেই স্থণ্ডিলে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
বিশ্বের যাবতীয় বিদ্যা—

সার্থক সংহতির সুবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
একায়িত সমাধানে সংবৃদ্ধ হ'য়ে ;
আমার একান্ত যিনি
তাঁর জীবনীয় চরণে
আমার এই আকুল প্রার্থনা—
তিনি ঐ প্রার্থনাকে
সার্থক ক'রে তুলুন । ৮৯৩৬ ।
১৪।৯।১৯৫৮, সকাল ১০টা

যে-অবস্থায়ই পড় না কেন,
সম্ভব হ'লে
খুব চেষ্টা রেখো—
দেশ বা প্রদেশকে
নানারকমে বিভক্ত না ক'রে ফেলতে ;
এই বিভক্তি কিন্তু
তার আদিম সংস্থিতিকে
উচ্ছৃঙ্খলই ক'রে তোলে,
নষ্ট-নিয়মনায় তা'কে
ক্রম-উৎসন্নের দিকেই নিয়ে যায় ;
ফলে, তা'র প্রাকৃতিক সংস্থিতি তো যায়ই,
তা' ছাড়া
তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি,
সানুকম্পী পারস্পারিক সম্বদ্ধতার 'পর দাঁড়িয়ে
যে কৃষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছিল,
সবগুলি
জাহান্নমের দিকে এগিয়ে চলে ;
তাই বলি—
দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হও,
তা'র প্রাকৃতিক সীমান্তরেখাকে
কখনও বিধ্বস্ত ক'রে তুলো না ;
তাহ'লে তা'র অন্তঃস্থ সংস্কৃতি—

ভাঙ্গাচোরা যা'ই কিছু থাক্ না কেন,
তাকে আবার গড়ে তুলতে পারবে—
বিশদ বিবর্দ্ধনার দিকে,
সাত্বত একায়নী তাৎপর্য্যে ;
নইলে, ব্যতিক্রম
সবাইকে ব্যতিক্রান্ত ক'রে তুলবে। ৮৯৩৭।
১৪।৯।১৯৫৮, রাত ৭-১৭

নামীর প্রতি যেখানে যেমনতর
অচ্ছেদ্য, অকাট্য, সক্রিয় ঊর্জ্জী আনতি,
নামও সেখানে তেমনি শক্তিশালী—
ঊর্জ্জী উৎসারণশীল,
আবার, আচরণও তা'র তদনুগই হ'য়ে থাকে,
কারণ, নামীর গুণ, চরিত্র ও অনুচলন
যে-বিশেষে যেমনতর বিন্যাস লাভ করে,
তা'র সত্তা ঐ নামীতে
তেমনতরই সংন্যস্ত হ'য়ে চলতে থাকে ;
আর, সেই জন্য নাম মানেও মন্ত্র,
যা'তে মন বিনায়িত হ'য়ে
সার্থক বিন্যাস নিয়ে
সংবৃদ্ধি লাভ ক'রে চলে। ৮৯৩৮।
২২।৯।১৯৫৮, সকাল ৭-২০

যে বোধ ও বিবেচনা-বিনায়িত
অনুচর্য্যা
সাত্বত বিধানকে
ধারণ, পালন, পোষণ ক'রে চলতে পারে—
সমীচীন অনুশীলন-তৎপরতায়,
জীবনীয় সংবেদনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে,—
তা'ই তো ধর্ম্ম। ৮৯৩৯।
২২।৯।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৫-৪৫

পরম পুরুষ—
তিনি পরম দয়াল—
ধারণ-পালন-পোষণার পরম উৎস,
তাই, তিনি পরমপাতা—
রক্ষয়িতা ;
আর, তাঁর ঐ বিকিরণী পরিধিকেও
অনেকে দয়ালদেশ ব'লে থাকেন ;
তাঁর দুটি কেন্দ্র—
একটি স্থাস্নু,
একটি চরিষ্ণু,
স্থাস্নু স্থির,
চরিষ্ণু স্বতঃ-চলৎশীল,
ঐ স্থাস্নু ও চরিষ্ণু কেন্দ্র হ'তে
বিচ্ছুরিত শক্তি
আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও বিরমণের ভিতর-দিয়ে
সংঘাত-পরিক্রমায়
ভাঙ্গাগড়ার আবর্ত্তন
সৃষ্টি করতে করতে
যেখানে যেখানে সংহত হ'য়ে
স্থির ও চরে
যোগনিবদ্ধ হ'য়ে
যে-সব সত্তা বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠল—
ক্রম-পর্য্যায়ে,—
সেইগুলি বহু-পুরুষ,
তাই, বহুপুরুষ বলতে
শুধু মানুষকেই বোঝায় না ;
সৃষ্টির আদিকণা বা অনুকোষ
বিভিন্ন আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে
বিভিন্ন পর্য্যায়ে
বিভিন্ন রকমে
গুচ্ছীকৃত হ'য়ে

যে-সংগঠনে গঠিত হ'য়ে চলতে লাগল—
অবচেতন চেতনা নিয়ে,
গুচ্ছক্রমান্বয়ে
নানা রকমে
নানা রকমারির ভিতর-দিয়ে,—
ক্রমে ক্রমে
তা' থেকেই হ'য়ে উঠল
জগতে
জীবনের বা সত্তার আবির্ভাব ;
তা'র আদি উদ্বোধনাই হ'চ্ছে
সত্যলোক,
সত্তালোক
বা সৎলোক ;
এই ক্রমের ভিতর-দিয়ে
ক্রমে-ক্রমে তা'তে
আত্মবোধনার সৃষ্টি হ'তে থাকল,
অহংবোধের উদ্বোধন হ'তে লাগল—
ক্রম-স্ফুরণায় ;
—তাকে সোঽহংপুরুষ বলতে পারা যায়,
অহংপুরুষও বলতে পারা যায় ;
তাহ'লে এই জীব ও জগতে
যতরকম গুচ্ছের সৃষ্টি হ'য়েছে
সবতার আদিতেই আছে
ঐ সত্তা-সংস্থিতি ;
এমনি ক'রেই নানারকমে
পরিস্ফুরিত হ'তে লাগল
ভরদুনিয়ায় যত রকমের যা'-কিছু আছে—
বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে ;
যাঁর উৎসৃজনী প্রবর্ত্তনায়
এই মূর্ত্তনা সংঘটিত হ'য়ে চলে
তিনিই ব্রহ্মা ;

আবার এই ক্রমগতি,
সংঘাত
ও সংক্রমণ
তাদের প্রত্যেকের ভিতরে
সৃষ্টি করতে লাগল
সংস্কার,
এই সংস্কারে সংন্যস্ত ও সংবদ্ধ হয়ে
যারা যেমনতরভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল,—
সেগুলি সেই সেই গুচ্ছেই
বিন্যস্ত হয়ে চলতে থাকল,
আর, এই গুচ্ছগুলিকে
বর্ণও বলা যেতে পারে ;
আবার, এই গুচ্ছ-সংযোজনায়
ব্যতিক্রম যেখানে হয়েছে,
সেখানেই হ'য়েছে সঙ্কর,
সঙ্কর মানেই ব্যতিক্রম-রঞ্জিত,
তার ভিতর বর্ণানুগ সংস্কারের
বিশুদ্ধ রূপরেখার
ন্যূনতাই দেখতে পাওয়া যায়,
দেখা যায়, ব্যতিক্রম-অনুযায়ী
অনুক্রমণ,
তা' ভালও হ'তে পারে,
মন্দও হ'তে পারে—
মিশ্রণ-তাৎপর্য্যানুপাতিক ;
যে যা'র আপূরয়মাণ
তাকে যদি সে
ঐ ব্যতিক্রম-সংক্রামিত ক'রে তোলে,
ঐ আপূরয়মাণ সংহতি বা সংবর্দ্ধনা
ক্রমশঃ লোপ পেয়েই চলে—
পুরুষ ও নারীর বিসদৃশ জনি-সংযোগ-সম্ভূত
রক্তদুষ্টির ভিতর-দিয়ে ;

তাই, তাকে বলে প্রতিলোম,
শাস্ত্রে তাই আছে—
'প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতা',
আর্য্যবিগর্হিতা মানেই
কৃষ্টিবিগর্হিতা ;
এই গুচ্ছকে অমনি ক'রে যতই
ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে,
ব্যতিক্রমও তেমনি
নারকীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে
তোমাকে—
তোমার বর্দ্ধনাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
ক্রমশঃ ক্ষীণ ক'রে তুলতে
থাকবেই কি থাকবে ;
সঙ্কর—
যে আপূরয়মাণ যা'-কিছুকে
সংক্রামিত ক'রে
তা'কে ক্ষীণবীর্য্য ক'রে তুলেছে,
সে
দুনিয়ার বুকে
কৃষ্টিহারা, ব্যতিক্রমদুষ্ট,
বিষাক্ত অনুচলনে
বিষিয়ে বিষিয়ে
নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে
বা নিয়ে যেতেই থাকে ;
তাই, বিজ্ঞানই বল
আর শাস্ত্রই বল,—
সব দিক দিয়েই
সদৃশ বংশে বিবাহই
শুভ ও সংবর্দ্ধনীয় ;
সদৃশ বংশ মানেই হ'চ্ছে

সমজাতীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কারসম্পন্ন
বিভিন্ন সবর্ণ গোত্রধারা,
যে-ধারার ভিতর-দিয়ে
ক্রম-পর্য্যায়ে
সেই সেই বংশীয়েরা
সপরিবেশ নিজেদের উৎসর্জ্জিত ক'রে
ক্রম-বর্দ্ধনায়
অমনতর শিক্ষাদীক্ষায়
দক্ষ ক'রে তুলে
আপূরয়মাণ ক'রে তুলেছে ও তুলছে ;
আর, এই সদৃশ সংযোজনার ফলে
সন্তান-সন্ততিও
ঐ আপূরয়মাণ সংবর্দ্ধনার ভিতর-দিয়েই
আচরণ ও চরিত্রকে
অক্ষুণ্ণভাবে কর্ষণ ক'রে
জীবনে, বর্দ্ধনে
সব দিক দিয়ে
সমুন্নত হ'য়ে
অমৃত পন্থায়
অমৃততপা হ'য়ে
নিজেরা অমৃত উপভোগ ক'রে
পরিবেশকেও অমৃতপায়ী
ক'রে তুলতে থাকে,
তাই বলি—
যদি বাঁচতেই চাই,
বাড়তেই চাই,
সাত্বত পন্থাই সবারই পন্থা—
সদৃশ সংযোজনার ভিতর-দিয়ে ;
এমন-কি, অনুলোম-বিবাহের বেলাতেও
ব্যতিক্রমদুষ্ট নয় এমনতর বংশ,
সংস্কৃতি, কৃষ্টি

ও আচরণ-পদ্ধতি ইত্যাদির
সঙ্গতিশীল সমীচীন সমাবেশ দেখে
ঐ সদৃশ সংযোজনার
মূল উদ্দেশ্যকে
অব্যাহত রেখেই চলতে হবে,
অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কুলের ছেলের সাথে
তদপেক্ষা ন্যূন কৃষ্টি-সম্পন্ন ঘরের মেয়েকে
বিবাহ দিতে হবে,—
যদি তাদের ভিতর সুষ্ঠু সঙ্গতি
সুপ্রকট হ'য়ে থাকে,
মনে রাখতে হবে,
সদৃশ মানে কিন্তু
অবিকল এক বা সমান নয়কো ;
এই আমি যা' বুঝি,
যা' দেখেছি,
যা' হ'য়ে থাকে—
তদ্বিষয়ে আমার যা' ধারণা ;
সৃজনপ্রকরণ খামখেয়ালী নয়কো,
প্রকৃতির বিধি-বিনায়িত
নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়েই
যা'-কিছু সংঘটিত হ'য়ে থাকে—
প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানবিৎ দ্রষ্টাপুরুষের
দর্শনের ভিতর-দিয়ে
যা' আমরা জানতে পারি ;
সত্তার সাংগঠনিক সংস্থিতি ও প্রকৃতিকে
যা' বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে
এমনতর মিশ্রণ
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তেই দেখা যায় ;
তাই বলি—
সৃষ্টিটা অনাসৃষ্টি নয় কিন্তু,
অনাসৃষ্টি যা'-কিছু—

আমাদেরই বেকুব বুদ্ধির
দুর্ব্বিনীত গর্ব্বী প্রবৃত্তির
অসাত্বত অভিযান-সম্ভূতই হ'য়ে থাকে—
সাধারণতঃ,—
এই যা' বুঝি । ৮৯৪০ ।
২৩।৯।১৯৫৮, সকাল ৯টা

জপ মানেই
সশ্রদ্ধ রাগনিষ্ঠ নতির সহিত
যে-বিষয়ে জপ করছ,—
তা'র পুনঃপুনঃ চিন্তন, মনন,
আর, তদনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তেমনতরই বোধ-বিনায়িত অনুচলন,
—এই হ'চ্ছে জপের তাৎপর্য্য ;
ঐ আনতি, মনন ও করণের ভিতর-দিয়ে
সিদ্ধি স্বতঃই উৎসারিত হ'য়ে থাকে—
জপ্তাকে ঐ একে অনুনীত ক'রে । ৮৯৪১ ।
২৬।৯।১৯৫৮, বেলা ১১-৩৫

যা'রা নিজের
সাত্বত ঐতিহ্য ও প্রাচীন কৃষ্টিকে
অবজ্ঞা ক'রে
অন্য কৃষ্টি ও আচারে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে থাকে,
তা'রা যত বড়ই পণ্ডিত হো'ক না কেন
বা মহৎ হো'ক না কেন,
তাদের ব্যক্তিত্ব
দাসসুলভ পরপদলেহী পরগর্ব্বী ;
আর, যা'রা নিজের ঐতিহ্য,
কুলকৃষ্টি

প্রাচীন কৃষ্টির
শুভ সঙ্গীতিতে বিনায়িত ক'রে
সাত্বত নিয়মনায়
সমীচীন বিনায়নে
তুলনামূলক সমালোচনী অবগতির ভিতর-দিয়ে
অন্য দেশীয় কৃষ্টিকে
নিজ কৃষ্টি ও সাত্বত ঐতিহ্যের
সঙ্গতিশীল অর্থান্বিত অনুনয়নে
দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী
সেগুলির সমীচীন বিন্যাস ক'রে
উন্নত পরিপুষ্টি-পরিস্রবা হ'য়ে থাকেন,
তাঁরাই কিন্তু শ্রেয়-পুরুষ,
শ্রেষ্ঠ তাঁরা,
মহৎ তাঁরা ;
তাঁরা অন্যের সাত্বত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকেও
কি ক'রে শ্রদ্ধা করতে হয়,
তা' জানেন,
আর, শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ ও মহতের
মহিমাময় ব্যক্তিত্ব নিয়েই
বসবাস করে থাকেন,
তাই, তাঁরা লোকের পুণ্যতীর্থ । ৮৯৪২ ।
২৯।৯।১৯৫৮, রাত ৯টা

ঈশ্বরের দয়ায় সব হয়—
তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তাঁর ধারণ, পালন ও পোষণ-সম্বেগসিদ্ধ
আকূতি-উন্মাদনা
যখন মানুষের অন্তরে জেগে ওঠে,
সে তখন কৃতি-সন্দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে
বিশেষ বিনায়নে চ'লে

যাতে ঐ নিষ্পাদন সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা'ই ক'রে থাকে ;
এই করার ভিতর-দিয়েই
সে উন্নতির অধিনায়ক হ'য়ে ওঠে ;
আবার, কৃতিশৈথিল্য বা ব্যত্যয়ে
অবনতিতে অবশায়িত হ'য়ে থাকে ;
ঐ উন্নতির ধাতাই হ'চ্ছে—
এই ধারণ-পালনী সম্বেগের
সুসিদ্ধ অন্তঃস্থ অধিগমন,
যা' আকূতি-উদ্দীপ্ত উন্মাদনার ভিতর-দিয়ে
জীবনকে তৎপ্রণোদনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
কৃতি-সন্দীপনায়
নিষ্পাদনী আত্মপ্রসাদের
অধিকারী ক'রে তুলে থাকে ;
আর, অহৈতুক কৃপা মানে—
করার ভিতর-দিয়ে
কোন কিছু হ'য়ে চলেছে,
তুমি তা' জান না,
হেতু না-জানা, না-বোঝা সত্ত্বেও
তা' তোমার সম্মুখীন হ'ল—
তা' প্রাকৃতিক কৃতিসম্বেদনার
ভিতর-দিয়েই হো'ক
বা তোমার করার ভিতর-দিয়েই হো'ক ;
তাই, দয়া পেতে হ'লেই
পরম দয়াল যিনি,
আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে
তাঁকে অনুসরণ করতে হবে—
অবিচ্ছিন্ন প্রণোদনা নিয়ে,
আর, তা'তে তোমার অন্তঃস্থ আকূতিও
স্ফীত উদ্দীপনায়

বোধ ও কৃতি-অনুশীলন-প্রবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
দয়া
উৎসারণ-অনুকম্পায়
তোমাকে প্রসার-উচ্ছল ক'রে
চলতে থাকবে। ৮৯৪৩।
২।১০।১৯৫৮, রাত ৭-৪৫

প্রীতির মাধ্যমে যা'র
প্রাপ্তি-প্রত্যাশা পেয়ে বসে,
সে কৃতিহারা প্রীতি
অর্থাৎ সেবাহারা প্রীতি
তাকে বিপাক-পরামৃষ্টই ক'রে তোলে। ৮৯৪৪।
৪।১০।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৯

মনে রেখো—
তোমার পিতৃপিতামহ—
এক কথায় পূর্ব্বপুরুষ যাঁরা ছিলেন,
তাঁরা এখনও জীবিত আছেন—
তোমার ঐতিহ্য, সংস্কার ও কৃষ্টির
অন্তঃস্থ উৎসারণী জীবনীয় অভিনিবেশে;
অর্থাৎ
ঐ বীজবাহী উৎসারণার ভিতর-দিয়ে
ঐ তাঁদেরই ছন্দানুবর্ত্তী তোমাদের
উৎক্রমণী আচরণ-নন্দিত অনুষ্ঠান-উৎসারণা
ও উৎসাহ-অনুবেদনী তৎপরতায়
তাঁদের প্রত্যেকে
তোমার ও তোমার বংশীয় প্রত্যেকের ভিতরেই
ঐ সংস্কার, সাত্বত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির
বীজবাহী ধৃতি নিয়ে
জীয়ন্তভাবে অনুস্যূত হ'য়ে আছেন;
আর, তোমাদের জীবনই হ'চ্ছে

তাঁদের জীবনীয় উৎসারণা,
তাই, তাঁদের শুভ তর্পণ-নন্দনাই
তোমরা,
কারণ, তোমাদের ঐতিহ্য, সংস্কার
ও কৃষ্টি-অনুগ উৎসারণী অস্তিত্বে
তাঁরা সঞ্জীবিত হ'য়ে চ'লে থাকেন ;
তাই বলি—
নিজের সাত্বত ঐতিহ্য,
সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে
কখনই নিপাত দিতে যেও না ;
তোমাদের অধিগমন
ঐ অধিনিয়মনার ভিতর-দিয়েই
উৎসাহিত হ'য়ে উঠুক—
পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
দীপালী দ্যোতনায় পরিভূষিত ক'রে,—
আর, তাতেই সজাগ থেকো ;
আহরণ যা' কর—
ঐ সাত্বত-অনুবেদনী
বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত যা'-কিছু—
সেগুলিকে সুসঙ্গত সন্দীপনায়
পোষণ-পরিদীপনী ক'রে
বিহিত অর্থান্বিত অভিনিবেশের সহিত
গ্রহণ ক'রো—
ঐ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে
সুপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃদ্ধ ক'রে ;
আর, ঐ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে
যদি রক্ষা করতেই চাও,
সম্বৃদ্ধই ক'রে তুলতে চাও,
তা'র গোড়ার অনুষ্ঠানই হ'চ্ছে—
অসগোত্র সদৃশ
বা অনুপূরক উচ্চ কুলে

কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করা
এবং পুরুষরাও যা'তে
অসগোত্র সদৃশ
বা সঙ্গতিশীল পরিপোষণী
নিম্নকুলে বিবাহ করে
সেদিকে লক্ষ্য রাখা ;
আবার বলি, মনে রেখো—
পিতৃপুরুষ ও পিতৃকৃষ্টিকে
নিষ্পেষিত ক'রো না,
ধ্বংস করতে যেও না,
নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলো না ;
বল—
"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" ;
মাভৈঃ-রবে
ঐ সাত্বত শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে
সমস্ত ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদকে
অতিক্রম ক'রে
তোমাদের জীবন-অভিযান
অব্যাহত হ'য়ে চলুক। ৮৯৪৫।
৫।১০।১৯৫৮, সকাল ৮-৭

যে কোন মত বা বাদই
তোমার কাছে আসুক না কেন,
তা' একটা প্লাবন সৃষ্টি করুক
আর নাই করুক,
বেশ ক'রে বুঝে নিও—
তা' ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি-জগতের
সাত্বত সমৃদ্ধি-সূচক কিনা,
তা' প্রাচীন সাত্বত আচারের

সাত্বত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির
পরিপোষক, পরিরক্ষক ও পরিবর্দ্ধক কিনা,
তা' জীবন, বিবাহ ও জননের
সমীচীন সার্থকতায়
সুসংবদ্ধ কিনা,
একটা সমৃদ্ধিসূচক উদ্বর্দ্ধনী
অনুশীলনাত্মক কৃতি-অভিযানসম্পন্ন কিনা,
প্রতিটি ব্যষ্টিকে নিয়ে
সমাজের সার্থক সন্দীপনায়
পারস্পরিক সুসম্বদ্ধ অনুনয়োদ্দীপ্ত কিনা,
তা' মানুষের বৈশিষ্ট্যপালন
ও বর্দ্ধন-বিনায়নায়
সুপ্রতিষ্ঠিত কিনা,
জীবনীয় ধৃতির
সুচারু সমীচীন পরিবেশনে
অনুচলন-উদ্দীপনায়
অটল ও উচ্ছল কিনা ;
আর, প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে বুঝে নিও—
তা' প্রলোভন-প্রলুব্ধ দাসত্বসুলভ
আত্মধ্বংসী উচ্ছৃঙ্খলাদুষ্ট
ও বিপর্য্যয়ী শঙ্কা-সম্পন্ন কিনা,
বৈশিষ্ট্যব্যত্যয়ী বিবাহ-বিচ্ছেদশীল
তৎপরতা-সম্পন্ন কিনা;
আবার, তোমাদের জীবন-বর্দ্ধনার
প্রতিটি স্তরের
সার্থক সঙ্গতিশীল অর্থনায়
বিনায়নী তাৎপর্য্যে
সেগুলি সুনিবদ্ধ কিনা;
এক কথায়, সেগুলি
অসৎ অর্থাৎ যা' সত্তা ও সংস্থিতিকে
সংক্ষুব্ধ করে—

তা'র প্রশ্রয়ী বা নিরোধী কিনা,
প্রশ্রয়ী যদি হয়
তার আশ্রয় কিন্তু বিপদাত্মক ;
এই জাতীয় সবগুলির
খুঁটিনাটি বিবেচনা ক'রে
কীই বা গ্রহণীয়
কীই বা গ্রহণীয় নয়
বুঝেসুঝে যা' করবার তা' ক'রো । ৮৯৪৬ ।
৬।১০।১৯৫৮, রাত ৮-১৮

যে নীতি, বিধি বা অনুশাসন—
যা'ই হো'ক না কেন,
তা' যদি জীবনীয় ধৃতিস্ফূর্ত্ত না হয়
অর্থাৎ ধারণ, পালন ও পোষণস্ফূর্ত্ত না হয়—
সহজ ও সলীল উৎসারণায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,—
তা' কিন্তু খুঁতদুষ্ট,
তাকে
ঐ খুঁত বা ব্যতিক্রম এড়িয়ে
পরিশুদ্ধ ক'রে যদি না নাও,—
তা' জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না,
ধারণ-পালন-পোষণসিদ্ধ হ'য়ে
উঠবে না,
তাই, আত্মিক উৎসারণী হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, নীতি, বিধি বা অনুশাসন—
তা' রাজনীতিই হো'ক
আর কুটনীতিই হো'ক,
প্রত্যেকটি হিসাবেই হো'ক
আর সামগ্রিক হিসাবেই হো'ক,
সব সময়েই নজর রেখো—
তা' যেন সাত্বত উৎসারণশীল হ'য়ে ওঠে,

জীবনীয় ধৃতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
শ্রমসুখসন্দীপনা নিয়ে,
ধারণ-পালন-পোষণ-সংরক্ষণী হ'য়ে ওঠে—
প্রাচীনের পাদমূলে দাঁড়িয়ে,
কৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত না ক'রে,
ঐতিহ্যের সাত্বত বেদীপীঠে
অধিষ্ঠিত থেকে,
সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত
অভিদীপনী উৎসর্জ্জনা নিয়ে
অব্যাহতভাবে,
ঐ প্রাচীনেরই নবায়িত নবীনের
নব দ্যোতনায়,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
কাউকে অযথা বিব্রত ক'রে না তুলে ;
এর খাঁকতি
জীবন-চলনার ব্যতিক্রমই
নিয়ে আসবে কিন্তু ;
উৎকর্ষ ও উদ্বর্দ্ধন
যাতে ধৃতি-নিয়মনায়
সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাই ক'রে চ'লো—
ঊর্জ্জনার জীয়ন্ত তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত থেকে ;
আর, তাইই কিন্তু
কল্যাণপ্রসূ সম্বর্দ্ধনার
দীপালী অভিযান । ৮৯৪৭ ।
৭।১০।১৯৫৮, রাত ৬-৫৫

শিশুরা
যখন হাঁটাচলা করতে শেখে,
অনেকখানি পরিষ্কার
কথা বলতে শেখে,

যখন তাদের মনে
নানারকম প্রশ্ন ও চাহিদার উদয় হয়,
জিজ্ঞাসা করে—
এটা কী ?
ওটা কী ?
এটা লাল কেন ?
এটা কালো কেন ?
এটা কেন এমনতর ?
ওটা কেন অমনতর ?
এটা দাও, ওটা দাও,
আমি দেখব এর ভিতর কী আছে—
ইত্যাদি,
প্রকৃতি তখন থেকেই
তাদের ভিতর
শিক্ষার উন্মাদনার
উন্মেষ ক'রে দিতে থাকে ;
তাই, ঐ উদ্বোধনার সময় হ'তেই
বাপ-মা-অভিভাবক যাঁরা
তাঁদের একটু সন্ধিৎসাপূর্ণ
সাবধানতার সহিত
ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া ভাল ;
অবাস্তব অসঙ্গতিশীল উত্তর দিয়ে
বা অযথা শাসন করে
কিংবা অন্যায্য তোষণ করে
তাদের ঐ সন্ধিৎসাকে
বিকৃত ক'রে দেওয়া ভাল নয়কো,
কিন্তু সব সময় তাদের কাছে
তৃপ্তিপ্রদ থেকে
এমনতর সমীচীনভাবে উত্তর দিতে হয়,
যাতে তা'রা বুঝতে পারে,
বুঝে সুখী হয়,

আর, কোন্ জিজ্ঞাসার সাথে
কোন্ জিজ্ঞাসার
কতখানি মিল,
কতখানি গরমিল,
কোন্ বস্তুর সাথে
কোন্ বস্তুর
কতখানি মিল,
কতখানি গরমিল,
কোন্ ব্যবহার সুন্দর,
তা'র কেমন ভাল লাগে,
কী করলে তার ভাল লাগে না,
কোন্‌টা চাওয়া উচিত,
কোন্‌টা চাওয়া উচিত নয়—
সেগুলি তা'রা বোধ করতে পারে—
এমনভাবে উত্তর দিয়ে
তাদিগকে ক্রমসম্বদ্ধ
ক'রে তোলাই সমীচীন ;
বাস্তব সমীচীন সঙ্গতিকে
কিছুতেই অবহেলা করতে নেই,
বিহিতভাবে তাদিগকে
তাদের রকমে
বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হয়
এমনভাবে
যাতে তাদের অন্তর স্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঐ বয়সে ঐগুলিকে
অগ্রাহ্য ক'রে
কতকগুলি বিভ্রান্তিকর
আজগবী ভূতুড়ে সমাধান দিয়ে দিলে,
তাদের ভবিষ্যৎও ঐ রকমের
বিভ্রান্ত বোধনপুষ্ট হ'য়ে উঠতেই থাকবে ;
তাই বলি—

অলস হ'য়ো না,
আবোল-তাবোল কথা ক'য়ে
তাদের প্রশ্নগুলিকে
বা চাহিদাগুলিকে
জংলা ক'রে তুলো না,
বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহারা
ভূতুড়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে
তাদের মস্তিষ্ককে
অপদেবতার ভাণ্ডার ক'রে তুলো না ;
আর, যাতে সহজভাবে
তাদের সহজ বোধনার উন্মেষ হয়,
তেমনি ক'রেই চলতে দিও
ও চ'লো—
সমীচীন সতর্ক দৃষ্টি রেখে,
যা'তে তারা আপদ-বিপদ
এড়িয়ে চলতে পারে
এমনতর বোধনার উন্মেষ ক'রে ;
সঙ্গে সঙ্গে
কি ক'রে ভক্তি করতে হয়,
কি ক'রে শ্রদ্ধা করতে হয়,
ভক্তিশ্রদ্ধা কেমন ক'রে করে,
প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ
কেমন ক'রে করতে হয়,
যোগ্যতা কেমন ক'রে বাড়াতে হয়—
খেলাধুলা, গল্পগুজব
ও বাস্তব আচরণের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি তাদের ভিতর
সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট থেকো —
তাদের মত ক'রে,
আর, তাদের বাস্তব চলনায়
এগুলি কতখানি আয়ত্ত হ'চ্ছে—

সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রেখে চ'লো—
বিহিত সংযমন ও প্রবোধনাকে
অবহেলা না ক'রে ;
এমনতর যদি কর,
যদি পার,
দেখবে—
তা'রা ক্রমশঃই
সঙ্গতিশীল সহজ বোধের ভাণ্ডার হ'য়ে
চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব অর্জ্জনের পথে
অগ্রসর হ'চ্ছে—
অনেক আবর্জ্জনাকে অতিক্রম ক'রে ;
—বুঝলে ? ৮৯৪৮ ।
১১।১০।১৯৫৮, সকাল ৯-২

তোমাকে যে ভালবাসে,
সে তোমার প্রিয় যে
কিছুতেই
তার পক্ষে ক্ষতিকর হয় না ;
প্রীতির রীতি এমনতরই । ৮৯৪৯।
১১।১০।১৯৫৮, বেলা ১০-৫৫

প্রত্যেকটি বিষয়
যেমন ক'রে যা' কর,
ও যেমন ক'রে যা' হয়—
একটু সন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে দেখো
বিবেচনা ক'রে—
কোথায় কী ক'রে, কী হ'ল না,
আর, কী করলে কী হ'তে পারত,
আর, পেরেছই বা কোথায়—
কী ক'রে, কখন, কী অবস্থায় ;
সেগুলি বেশ ক'রে অনুধাবন কর,

আর, বিনায়িত ক'রে
তোমার বোধে রেখে দিও,
যা'তে বিহিতভাবে
যা'-কিছু ক'রে
বিহিত ফল পেতে পার,
এবং তার সুব্যবস্থা নিয়ে
অন্ধি-সন্ধি যা'-কিছু মিলিয়ে
প্রত্যাশিত ফল যা'তে
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে
তা' করতে চেষ্টা কর ;
প্রথম প্রথম অনেকটা গোলমাল
হয়তো হ'তে পারে,
ক্রমে ক্রমে দেখো—
তোমার বোধ ও কৃতিচলন-পরিশুদ্ধির
সাথে-সাথে
তুমি অনেক পরিমাণে
কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠতে থাকবে,
সমীচীন তৎপরতায়
কৃতী হ'য়ে উঠবে তুমি,
সার্থকতা
সঙ্গতিশীল অর্থ নিয়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলে
চলতে থাকবে । ৪৯৫০ ।
১১।১০।১৯৫৪, বেলা ১১-৩৫

বহুত্বের একায়িত সুসঙ্গতিই হ'চ্ছে
জীবনীয় ও বর্দ্ধনীয়,
যা' প্রতিটি ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে
কৃতি-অনুচলনে
পারস্পরিক পোষণায়
সুসন্দীপ্ত ক'রে

ঐ ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
সাত্বত সম্বৰ্দ্ধনায়
প্রকৃষ্ট ক'রে তুলে থাকে ;
ঐ ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের ক্রমবিন্যাস
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
অব্যাহত পোষণায়
আপূরণী তাৎপর্য্যে
যত ও যেমনতর
প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,
তা'
ব্যষ্টিই বল,
আর, সমষ্টিই বল,
প্রত্যেকটিকে
অব্যাহত সংযোজনায় সংবৃদ্ধ ক'রে
ঐ ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবনের
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট আলিঙ্গনে
শুভ-জনন-উৎসৰ্জ্জনায়
বিশেষ বিশাসন-বিশাসিত হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতরে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলতে থাকবে;
এই সামগ্রিক সংহত জীবনই
ব্যষ্টি ও সমষ্টির আয়ু,
আর, তা'র বিকৃতিই হ'চ্ছে—
ব্যাধি, বিড়ম্বনা
ও মরণ-অভিসারী অনুগমন ;
তাই, সংবৰ্দ্ধনাই যদি চাও,
প্রতিটি ব্যষ্টির ধৃতিকে
ধারণ-পালন-পোষণায় সংবৃদ্ধ ক'রে
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
একায়িত উৎসৰ্জ্জনায়
প্রতিটি নিজ-সহ পরিবেশকে

সুষ্ঠু, সুপুষ্ট ও সংবৃদ্ধ ক'রে
সলীল ক'রে তোল—
সমীচীন তাৎপর্য্যের
শুভ অভিনিবেশ নিয়ে,
কৃতি-চলনদ্যুতির
সমাধানী যাগ-ঐশ্বর্য্যে
নিজেকে আহুতি দিয়ে ;
এই আহুতিই হ'চ্ছে জীবনের ডাক । ৮৯৫১ ।
১১।১০।১৯৫৮, রাত ৮-২

শাসক হ'তে হ'লেই
আগে তোমাকে তোষক হ'তে হবে,
সেবক হ'তে হবে—
প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে ;
ঐ তোষণ ও সেবা যেন
এমনতর সৌজন্যপূর্ণ
আপ্যায়নী অনুকম্পী হয়—
বাস্তব চর্য্যাকুশলতায়,
যা'তে তোমার নামে
প্রত্যেকের হৃদয় ভরপুর হ'য়ে ওঠে,
তোমাকে দরদী সাত্বত বান্ধব ব'লে
অনুভব করতে পারে ;
সেবা-সৌকর্য্যকে এমনতর
ধাতস্থ ক'রে নিও,
যা'তে তোমার নীতি, বিধি বা দণ্ড
মানুষের কাছে একটা তৃপ্তিপ্রদ
উপঢৌকনের মত হ'য়ে ওঠে,
দণ্ডও যেন তা'রা অবনত মস্তকে
তোমার দেওয়া আশীর্ব্বাদের মতন
বোধ করে—
হৃদয়ভোলা অভিব্যক্তি নিয়ে ;

অন্যায় ক'রেও
তোমার কাছে না বললে
যেন তাদের একটা অতৃপ্তি লেগেই থাকে,
অন্তরের কাছে রেহাইও না মেলে,
আবার, ঐ দ্বন্দ্বও যেন
স্বস্তি-পন্থী হ'য়ে ওঠে,
তোমার আন্তরিক কল্যাণদীপী
আচার্য্যনিষ্ঠা,
শুভ-সন্দীপনী সন্ধিৎসা,
ভরসাপূর্ণ ভৃতিপোষণা,
অভয়হস্ত-প্রসারী প্রীতিচর্য্যা,
বিধি-বিজৃম্ভী চলন-সৌকর্য্য
চরিত্র-স্বঙিল হ'য়ে
যদি এমনতরই হ'য়ে ওঠে,
দেখবে—
ক্রমশঃই তোমার পরিবেশ
কেমনতর দৃপ্ত হৃদয়ে
ওজঃপূর্ণ পরাক্রম নিয়ে
নিষ্ঠার উজ্জয়িনী কল্যাণকৃষ্টিদীপনায়
অদম্য উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
যা'তে এই মর্ত্ত্যই মনে হবে
তাদের কাছে স্বর্গ—
শুভনন্দনার প্রায়শ্চিত্তে অবগাহন ক'রে ;
তাই, শাসক নিয়োগকালে দেখতে হবে—
তা'রা দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম-সমন্বিত কিনা,
অর্থাৎ সুসংস্কৃত বৈধী পরিণয়-প্রসূত
শুভসংস্কার-সম্পন্ন কিনা,
এবং সাত্বত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি
তা'রা স্বতঃই সশ্রদ্ধ কিনা,
কারণ, অমনতর যা'রা,
তাদের প্রভাবই

বাস্তবে লোককল্যাণকর হ'য়ে থাকে । ৮৯৫২ ।
১৩।১০।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

তুমি যাজনই কর,
আর, প্রার্থনাই কর,
তা' যতক্ষণ
বাস্তব কর্ম্মের মধ্য দিয়ে
ফুটন্ত না হ'য়ে উঠল—
সমস্ত পরিবেশকে স্পর্শ ক'রে,—
ততক্ষণ তা' অর্থান্বিতই হ'য়ে উঠবে না । ৮৯৫৩ ।
১৪।১০।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৪০

শোন বলি—
শ্রেয় যাঁরা,
মহৎ যাঁরা,
বিদ্বৎমণ্ডলী যাঁরা,
তাঁরা পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
অনুকম্পী সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজেদের মতান্তরে
মনান্তর সৃষ্টি না ক'রে
প্রত্যয়-প্রবোধনায়
সকলকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে
অচ্ছেদ্যভাবে
পারস্পরিক শ্রদ্ধায়
যদি সুসংহত না হ'য়ে ওঠেন—
কথায়, বার্ত্তায়,
চালচলনে,
আচারে-ব্যবহারে
সব দিক দিয়ে,
—একজনের আপদ-বিপদে
অন্য যাঁরা আছেন

তাঁরা যদি সক্রিয়ভাবে
এগিয়ে না যান,
বিহিতভাবে
বিহিত অনুচর্য্যায়
তাকে যদি সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে না তোলেন,—
আর, তার ভিতর-দিয়ে
বান্ধবতাকে অকাট্য ক'রে
না তুলতে পারেন,
তবে,
যা'রা ছোট,
অল্পশিক্ষিত
বা অশিক্ষিত,
যা'রা ঐ মহৎ বা বিদ্বৎমণ্ডলীকে
অনুসরণ ক'রে থাকে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
তা'রা কি কখনও
ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে,
না, হবে কখনও ?
জ্ঞান যদি
বাস্তবতাকে অবলম্বন ক'রে
তারই সুসঙ্গত
বোধ-বিনায়িত প্রত্যয়ে
উপস্থিত না হয়—
সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে,
সে-জ্ঞান পাখীর বুলির মত ছাড়া
কি অন্য কিছু হতে পারে ?
যা' কুলতাৎপর্য্য
ও ঐতিহ্যকে অবহেলা ক'রে,
কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে,
জনন ও শিক্ষাকে বিদ্রূপ ক'রে,
একটা বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক

ব্যালোল ব্যতিক্রমে
সকলকে ছন্নছাড়া ক'রে রেখেছে,—
তা' কি কখনও
সক্রিয় অনুকম্পী সম্বেদনার ভিতর-দিয়ে
একায়িত ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে
জনগণকে
যুতশক্তির অধিকারী ক'রে তুলে,
উর্জ্জী স্ফুরণায়
সক্রিয় তৎপরতায়
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
স্বস্তিকে সুসমৃদ্ধ স্ফোটনায়
স্ফোটদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে ?
তাই বলি—
ঐ শ্রেয় যাঁরা,
ঐ মহৎ যাঁরা,
ঐ বিদ্বৎমণ্ডলী যাঁরা—
তাঁদের ভিতর
যাতে অমনতর নিষ্ঠাসমৃদ্ধ
উর্জ্জী-সন্দীপনা জাগ্রত হ'য়ে
সবাইকে জ্ঞান-বিভায় বিদীপ্ত ক'রে
প্রতিভার কিরণে সুদীপ্ত ক'রে তুলে
স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা,
সংহতি ও উর্জ্জী পরাক্রম নিয়ে
মাথাতোলা দিয়ে চলতে পারে
তা'র ব্যবস্থা কর ;
যদি ভালই চাও,
আর, ভাল চাওয়া
যদি প্রত্যেকের অন্তরেই থেকে থাকে,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার আশা
যদি প্রত্যেক অন্তরে
পরিপোষিতই হ'য়ে থাকে,

কৃতিদীপ্ত অনুশীলনার
সুনিষ্পাদনী বিভায়
নিজেরা উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমাদের প্রতিভা
প্রত্যেককে
ঔজ্জ্বল্যে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
যাতে ঐ ঊর্জ্জী সন্দীপনা
স্বস্তির পথে
সাত্বত-দীপনায়
সবাইকে অমৃতপন্থী ক'রে তোলে ;
আমি বলি—
যদি চাও তো কর,
আর, যদি এমনতর না কর,—
জাহান্নমের পথকে আর ডাকতে হবে না,
সে আপনিই এসে থাকবে ;
তাই, তোমার প্রতিটি চিন্তায়,
প্রতিটি কাজে,
আচার, ব্যবহার, চরিত্রে
শিবসুন্দর ফুটে উঠুন,
আর, তার বিভা
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
বিভাবিত করে তুলুক,
আর, ঐ প্রতিভা
প্রীতিভা বিস্তার ক'রে
প্রত্যেককে আপনার ক'রে নিয়ে চলুক,
মর্ত্ত্য স্বর্গ হ'য়ে উঠুক ;
আর, ঐ স্বর্গের আগমনের অগ্রদূত হ'চ্ছে
ঐ শ্রেয়,
মহৎ
ও বিদ্বৎমণ্ডলী যাঁরা,
তাঁদেরই ব্যক্তিত্বের কৃতিবিভা,

অনুকম্পারঞ্জিত লোকপ্রীতিভা—
যা' জীবনকে অমৃতপন্থী ক'রে তোলে ;
মনে রেখো গীতায় শ্রীভগবানের বাণী ঃ—
"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" ৮৯৫৪ ।
১৫।১০।১৯৫৮, বেলা ১০-৩৫

যে সম্বেগ
জীবন-চেতনাকে
বা জীবন-গতিকে
এক কথায়—বিধানকে
সঞ্জীবিত রাখে,
সচেতন রাখে—
সংরক্ষণায়,
পালন-পোষণায়,
পুষ্টি সংগ্রহ ক'রে,—
তা'ই তো দয়া ;
দয়া মানেই হ'চ্ছে—
ঐ গতি,
ঐ সংরক্ষণা,
ঐ পরিপালনা,
ধারণ-পালনী অনুগ্রহ-উৎসর্জ্জনা,—
অর্থাৎ বস্তুকে
যা' অধিকার ক'রে
বাস্তব ক'রে রাখে ;
আর, তা'র উৎসই দয়াময় । ৮৯৫৫ ।
১৫।১০।১৯৫৮, রাত ৯-৩

তোমার চিত্তের চিন্তাস্রোতকে
শব্দে স্ফুরিত না ক'রে
এমনতরভাবে যন্ত্রারূঢ় ক'রে

তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা কর—
যাতে তা'
বস্তু বা বিষয়কে
সমীচীনভাবে বিনায়িত ক'রে
অভীষ্ট কিছুর অনুকূলে
বাস্তব পরিবর্ত্তন
সংঘটিত ক'রে তুলতে পারে ;
তোমার অন্তর্নিহিত বিধান-ব্যবস্থিতি
যে-ধারায় জীবনীয় হ'য়ে চলেছে—
যে সম্পদস্রোতা হ'য়ে,
তা'র বিন্যাস-বিভূতিতে
কী সংঘটিত হ'তে পারে,
ক্রম-অনুধ্যান ও বিনিয়োগে
কী হ'তে পারে—
কী হয়—
ঐ আণবিক অনুনয়নের মত,—
বুঝবার ও দেখবার যন্ত্র নিয়ে
তা' বুঝতে পার,
দেখতে পার । ৮৯৫৬ ।
১৭।১০।১৯৫৮, সকাল ৭-৫৫

আগ্রহ,
বোধ,
কৃতিচলন,
উপযুক্ত সময়ে সমীচীন নিষ্পাদন
—অদৃষ্টেরই স্রষ্টা । ৮৯৫৭ ।
১৮।১০।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

তুমি যে হও,
আর, যা'ই হও,
সবারই শুভচর্য্যী হ'য়ে চল,

অন্ততঃ এতটুকুও তোমার
জীবন-অভিযান হ'য়ে থাকুক ;
বিপন্ন যে,
তা'র কাছে যাও,
তাকে সাহস দাও,
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোল,
বিপন্মুক্ত করতে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে
অমনতরই কৃতি-চলনে চলতে থাক—
কোন প্রত্যাশা না রেখে ;
দেখবে,
ঐ বিপন্ন যে
সে যখনই সুপন্ন হ'য়ে উঠবে,
তা'র ঐশী অভয় হস্ত,
বিষ্ণু-বিক্রমী হৃদয়-স্পন্দন,
ঐ ব্যাপন-দীপনা
ক্রম-পরিস্রবণায়
দৃঢ় দীপ্তি নিয়ে
পরিচর্য্যায় তোমাকে প্রসন্ন ক'রে
তোমার ও সবার সংকট-মোচনের জন্য
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে চলতে থাকবে—
শুভংকর তৎপরতায়,
শুভ-সন্দীপনী শিবসুন্দর অনুকম্পা নিয়ে ;
ঐ শুভ-সম্বেগই ঐশী হস্ত ;
আর, অমনতর পরিচর্য্যা
যদি না কর,
স্বতঃ-অনুকম্পার ঐ শুভ আবাহন হ'তে
বঞ্চিত থাকবে কিন্তু;
অস্তিত্বের অনাবিল আশ্রয়—
ঐ শুশ্রূষা,
ঐ সংকটমোচনী অনুচর্য্যা,

ঐ আদর্শনিষ্ঠ
ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগসিদ্ধ
অনুচর্য্যী কৃতিচলন,
ঐ অস্তিত্বেরই
সাত্বত অভিদীপনা ;
বল—"শুভমস্তু" । ৪৯৫৮ ।
২০।১০।১৯৫৮, সকাল ৭-৫০

প্রকৃতি ও লোক-অন্তর আলোড়িত ক'রে
যে অনুপ্রেরণা
ধারণ, পালন ও পোষণ-সম্বেগে
উচ্ছল হ'য়ে
আপদ-মুক্তির কৃতিচলনে
জীবনের সংকট মোচন ক'রে থাকে,—
তাইই ঐশী হস্ত । ৪৯৫৯ ।
২০।১০।১৯৫৮, বিকাল ৪-৪৫

আগে বিরোধ মীমাংসা ক'রে
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর,
পরে, সেবা ও প্রার্থনার জন্য
ঠাকুর-মন্দিরে যাও,
কা'রো প্রতি বিরুদ্ধ অন্তর নিয়ে
মন্দিরে ঢুকো না,
তোমার পূজা
পূত হ'য়ে উঠবে না তা'তে । ৪৯৬০ ।
২০।১০।১৯৫৮, রাত ৭-৫

কাউকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না—
নেহাৎ শুভপ্রসূ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে ;
বিশ্বাসিত হৃদ্য ব্যবহারে
যথাসম্ভব তৃপ্ত ক'রে তুলতে

চেষ্টা কর সবাইকে ;
কেউ যদি তোমাকে ক্ষুব্ধও ক'রে তোলে
তুমি যথাসম্ভব
ক্ষুব্ধ না হওয়ার দিকেই নজর রেখো—
সুযুক্ত হৃদ্য ব্যবহারের
বিহিত পরিবেষণে ;
ক্ষুব্ধ চিত্ত
অন্তরে ক্ষোভ-আবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রে
পরিবেশ ও ক্ষোভকারীর চিত্তে
উৎক্ষেপ সৃষ্টি ক'রে তোলে,
যা'র ফলে—
নানাপ্রকার বিকৃতির
সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
আর, সে
ঐ ক্ষোভ-বিশাসিত পরিবেশে
বিকৃত বোধ সৃষ্টি ক'রে
তা'র চেতন অর্থাৎ চিৎ-তরঙ্গের
ঘূর্ণি-প্রেরণায়
তাদিগকে ক্ষোভ-ভ্রান্তিদুষ্ট ক'রে
বিপর্য্যয়ে নিয়ে যায় ;
এমন-কি, যা'রা
ক্ষোভ সৃষ্টি করে না,
বরং ক্ষোভ-প্রশমক,
ঐ বিকৃত ক্ষোভদুষ্টদের
আরোপিত বিড়ম্বনায়
অনেক সময়
তাদিগকেও বিব্রত হ'তে হয়,
যদিও তা' ঐকতানিক অনুনয়নে
সাময়িক বিকৃতির আবেশ
সৃষ্টি ক'রে থাকে মাত্র ;
তাই বলি—

বুদ্ধিমত্তার সহিত
চতুর দৃষ্টি নিয়ে
সমীচীন ভঙ্গিমায়
যা'র সাথে যেমনতর ব্যবহার
তৃপ্তিপ্রদ হয়,
তা'ই ক'রে চল—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
শুভ তাৎপর্য্য নিয়ে ;
জঞ্জাল অনেক এড়াবে । ৮৯৬১ ।
২০।১০।১৯৫৮, রাত ৯-৩৫

যদি শুভপ্রসূ না হয়,
বিষাক্ত সংস্রবে
কাউকে সংক্রামিত হ'তে দিও না,
বিশেষতঃ সৎ-সন্দীপী যা'রা—
তাদের তো নয়ই ;
এমন কি,
শাসনের জন্যও
যদি বিষাক্ত সংস্রবে রাখ,
তাতেও ঐ অন্তঃকরণের ছোঁয়াচ লেগে
তাদের অন্তর-বৃত্তি
ঐ বিষাক্ত সংক্রমণদুষ্ট
কিছু-না-কিছু
হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
তা'দের ব্যক্তিত্বকে
কিছু না করতে পারুক,
তথাপি একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে
অন্ততঃ কোন-না-কোন রকমে
কিছু-না-কিছু
তা'র বিকাশ হবেই কি হবে ;
কারাগারে ভগবান কাঁদেন,

শয়তান হাসে ;
তাই, ঐ বিষাক্ত সংস্রব হ'তে
সৎ-অভিদীপনী যা'রা,
তাদের যথাসম্ভব দূরে তো রাখবেই
এবং ঐ সৎ-এ
যা'তে তারা সমীচীনভাবে
স্বাধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠতে পারে—
স্বতঃ-সলীল গতিতে,—
তার দিকে নজর রাখবেই কি রাখবে ;
সৎ যা'রা—
কল্যাণস্রোতা ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যা'রা চ'লে থাকে,
সৎ-সমাহিত সিদ্ধ সংস্কার যাদের আছে,
যা'রা সংক্রামিত হয়ই না প্রায়,
হ'লেও তা' হ'তে মুক্ত হ'তে
কিছু লাগে না যাদের—
ঐ পাঁকাল মাছের মত,—
প্রয়োজন হ'লে
তাদের বরং
ঐ দুষ্ট সংস্রবে দিতে পার,
যাতে ঐ দুষ্ট-সংস্পর্শ
শিষ্ট আবহাওয়ায়
ঐ বিশিষ্ট রাগ-প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
কল্যাণ-প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে। ৮৯৬২।
২১।১০।১৯৫৮, রাত ৯-৪৫

তুমি চাও বা না-চাও,
শ্রদ্ধানিষ্যন্দী উৎসুক ফুল্লতা নিয়ে
যদি তোমাকে কেউ কিছু দিতে আসে,
আনন্দ-অভিব্যক্তির সহিত
তা'র তা' গ্রহণ ক'রো ;

ফিরিয়ে দিও না—
নেহাৎ অগ্রহণীয় না হ'লে ;
স্মরণ রেখো—
ঐ দেবার উৎসুকীভাব,
পারস্পরিক অনুচর্য্যার
দম্বলবাহী সন্দীপনা
স্বেচ্ছাক্রমে বা তোমার চাহিদায়
ফুল্ল ও কৃতার্থ হ'য়ে
যা' দিয়ে সে সুখী হয়
তেমনতর দেবার অভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে
তাকে তা'র পরিবেশের
ব্যষ্টি হ'তে ক্রমশঃ সমষ্টিতে
প্রসারিত করতে থাকবে ;
তা'র কৃতি-হৃদয়ের
সন্দীপ্ত দীপ্তি—
চর্য্যাসন্দীপ্ত চয়ন
প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
হৃদয়কে ব্যাপ্তির দিকে
প্রসারিত ক'রে তুলতে থাকবে,
তাতে সেও তৃপ্ত হবে,
পরিবেশও
ব্যষ্টি সহ সমষ্টি নিয়ে
তাকে আলিঙ্গন করতে পারবে ;
আবার, তুমিও দিও—
যেখানে যেমন দেওয়া উচিত,
—সেই হ'চ্ছে শিক্ষার ইন্ধন ;
দৈনন্দিন দেওয়া-নেওয়ার
এই লীলা-উৎসবের ভিতর-দিয়ে
এমনি ক'রেই
সমাজ বা পরিবেশে
ঐ সুর-সন্দীপনা

ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকবে,

যা'র ফলে
যে পরিচর্য্যায়—
যে উদ্বোধনী অনুকম্পায়
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টি পর্য্যন্ত
সাত্বত সন্দীপনায়
বসবাস করতে পারবে—
তৃপ্তির সৌরভ বহন করতে করতে। ৮৯৬৩।
২১।১০।১৯৫৮, রাত ১০-৪০

সার্থক সাত্বত-সন্দীপী
ঊর্জ্জী অনুচলন
উচ্ছল পরাক্রমী হ'য়ে
যেখানে যে-ব্যক্তিত্বে
স্ফীত, ফুল্ল হ'য়ে উঠেছে—
কৃতি-দীপনায়,
স্থিত ধী নিয়ে,—
বুঝে নিও—
সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা
ধারণ-পালনী সম্বেগ-স্রোতা হ'য়ে
উপচে উঠে চলেছে ;
আর, সেই সঙ্গীতিতে
যারাই সুসন্দীপ্ত কৃতিবোধন-উচ্ছল,
প্রবুদ্ধ যা'রা—
তা'রাই তার প্রত্যক্ষ কৃতি-সুত। ৮৯৬৪।
২২।১০।১৯৫৮, সকাল ৭-৫৫

যদি কারো প্রতি
ক্রুদ্ধই হ'য়ে থাক,
এক তিথিও ঐ ক্রোধকে
স্থিতিশীল হ'তে দিও না,

মৈত্রী সংস্থাপন ক'রে
প্রসন্ন হৃদয়ে
মন্দিরে প্রবেশ ক'রো—
সৎ-অর্চ্চী তৎপরতায় ;
মনে রেখো—
মৈত্রীই তোমার জীবনের সম্পদ,
বৈরিত্ব নয়,
আর, ঐ বৈরিত্বই আপদ । ৮৯৬৫ ।
২২।১০।১৯৫৮, সকাল ৮-৫৫

ধর্ম্মশিক্ষা মানে—
ধৃতিবিদ্যা শিক্ষা ;
যাতে অস্তিত্বকে
সুন্দর সমীচীনতায়
ধারণ-পালন-পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে
অমৃত-উপভোগী হ'তে পার,—
সব জীবনের তাইতো চাহিদা ;
তাই, যাই কর আর তাই কর,
জীবনকে ধৃতিশীল ক'রে তোল—
ঐ ধৃতিবিদ্যায় তৎপর হ'য়ে ;
তুমিও বাঁচ,
তোমার পরিবেশও বাঁচুক,
স্থিত-ধী হ'য়ে ওঠ তুমি । ৮৯৬৬ ।
২২।১০।১৯৫৮, সকাল ৯টা

যেমন ক'রে যা' যাকে ধ'রে রাখে—
বাস্তবে বিশেষিত ক'রে,
তা'ই তো তা'র ধর্ম্ম ;
ধর্ম্মটা কি হাওয়ার লাড়ু
যে, যা' ভাববে তাই হবে ?
এই সাত্বত বিধৃতিই ধর্ম্ম,

তাই, ধর্ম্মদানের বাড়া বড় দান
কিছু নেইকো । ৪৯৬৭ ।
২২।১০।১৯৫৮, বিকাল ৩-৪০

পরম-প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী
৺বিজয়া উপলক্ষে

মায়ের পূজা হ'ল,
এইই তো সেই নন্দনার বিজয়-উৎসব,
তাই, মা আমার আনন্দময়ী ;
৺বিজয়া মায়ের বিলয় নয়কো,
বিসর্জ্জন,
বিসর্জ্জন মানেই হ'চ্ছে
বিশেষ বিসৃষ্টি ;
যে মৃন্ময় মূর্ত্তি
আমরা পূজা করি—
কল্পনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে,—
তিনি দশভূজা,
দশপ্রহরণ-ধারিণী
ঐ আমাদের মায়েরই প্রতীক—
আমাদের ঘরে ঘরে
যে মা অধিষ্ঠিতা
তাঁরই বিনায়িত সুসঙ্গত প্রতীক ;
তাই, ঐ মায়ের পূজা মানেই হচ্ছে—
যে মা আমার,
যে মা তোমার,
যে মা ঘরে ঘরে
দুর্গা হ'য়ে অধিষ্ঠিতা,
দুর্গতি-নাশিনী হ'য়ে

দশ-প্রহরণ ধারণ ক'রে
সন্তান-সংরক্ষণায় নিয়োজিতা,
সেই মায়েরই পূজা ;
তাই বলি—
প্রতি ঘরে ঘরে
নবীন উদ্যমে
আনন্দের নবীন উৎসর্জ্জনায়
নিষ্ঠার নিনড় সংস্থিতি নিয়ে
ঐ মায়ের পূজানিরত হও,
স্বচক্ষে দেখে নিও
মা তোমার দশপ্রহরণ-ধারিণী কিনা,
বিজয়া উৎসবে
তোমার সমস্ত সংসার
উচ্ছল ক'রে তুলে থাকেন কিনা,
দেখে নিও—
তিনি তোমার
আনন্দময়ী কিনা ;
বিজয়া তাইতো ব'লে দিল—
দেখ—
ঘরে ঘরে আমি আছি ;
নিষ্ঠানন্দনায়
আমাতে তোমরা সংস্থিত থাক,
ভক্তির ভজনদীপনায়
অনুসরণ কর আমাকে,
আমার উৎসর্জ্জনার
নৈবেদ্য হয়ে ওঠ তোমরা,
এই তোমাদের
ঐ গুণগুলি যা' আছে
সবই আমার প্রহরণ হয়ে উঠুক,
আমি দুর্গা,
আমার দুর্গে

আমার ভক্তি-অনুশাসনে
অনুশাসিত হ'য়ে চল,
শক্তি পাবে
সিদ্ধি পাবে
সংবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে
অযুত-আয়ু হ'য়ে ;—
মায়ের এই জীবনবাণী—
তোমরা বেঁচে থাক,
বেড়ে ওঠ,
আপদমুক্ত হও,
আপদ-বিহীন হও,
জয়-জলুস বিকিরণ ক'রে
বিজয়ার প্রতিষ্ঠা কর ;
তোমাদের ঐতিহ্য,
তোমাদের কৃষ্টি,
তোমাদের অনুধায়নী অনুবেদনা
অধ্যয়ন-অধ্যাপনী তপশ্চর্য্যায়
তরঙ্গায়িত হ'য়ে
জ্ঞান-বিভবে
তোমাদিগকে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
স্বস্তি,
স্বধা,
স্বাহা,
তোমাদের মঙ্গল-গীতিকায়
দশদিক ভরপুর ক'রে তুলুক ;
তাই বলি—
ওঠ,
জাগ,
অলস থেকো না,
চল,
কর,

অমৃতসন্ধানী হ'য়ে
পারস্পরিকতায়
সুসংবদ্ধ হ'য়ে
কৃতি-অনুশাসনের
দীপালী সজ্জায়
সব যা'-কিছুকে বিভূষিত ক'রে
বিভব-বিভূতির অধিকারী হও,
শান্তির অধিকারী হও,
স্বাস্থ্য ও অযুত-আয়ুর অধিকারী হও ;—
মায়ের তৃপ্তি
মায়ের আনন্দ
মায়ের উৎসর্জ্জনা তো তাতেই ;
ঐ মায়ের কাছে
আমার আকুল প্রার্থনা—
তোমরা সবাই
সুস্বাস্থ্য নিয়ে
আপদ-বিজয়ী হ'য়ে
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাক,
সংবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সংবৃদ্ধ ক'রে তোল—
তোমার আশপাশে
যে যেখানে আছে তাকে ;
অসৎদলনী
অসুরনাশিনী
আত্মম্ভরী-দম্ভবিজয়িনী মহিষমর্দ্দিনীর
সন্তান তোমরা ;—
অসৎকে বিদলিত ক'রে
আসুরিক বীর্য্যের অবসান ক'রে
দেব-বিকিরণায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,

উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,
উত্তাল হ'য়ে ওঠ,
আবার বলি—
তোমরা বেঁচে থাক—
অযুত-আয়ু হ'য়ে
সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও,
ঐ মায়ের ভাব-বিভূতি
তোমাদের অন্তঃকরণে
জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠুক—
কৃতিদীপনী নিষ্ঠা-নন্দনায়
আবার দেবজাতি হ'য়ে ওঠ,
আবার দেবজাতি হ'য়ে ওঠ,
অমৃতস্পর্শী বিজয়োল্লাসে
আবার দেবজাতি হয়ে ওঠ । ৮৯৬৮ ।
২৩।১০।১৯৫৮, সকাল ৭টা

সৎ-সন্দীপী যাঁ'রা,
মহৎ যাঁ'রা,
শ্রেয়-পুরুষ যাঁ'রা,
সাধু মনীষী বিদ্বৎ-মণ্ডলী যাঁ'রা,
তাঁদের বেদনার কারণ হ'য়ো না,
কোথাও বেদনার কারণ থাকলেও
তৎক্ষণাৎ তা'র অপনোদন ক'রো,
অন্তরের এই আকুল আগ্রহ
ও কৃতিচলন-তৎপরতা
তোমাদিগকে মহীয়ান ক'রে তুলবে ;
বাস্তব বিকাশের উদাত্ত প্রেরণা
ঐ তাঁরাই,
ঐ প্রবুদ্ধ অনুবেদনা তোমাদিগকে
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে
পরিচর্য্যায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলে

অন্তর-বাহিরের
সেবা-সন্দীপ্ত অধি-অয়নাকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
নিষ্ঠায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ক'রে নিয়ে
সাত্বত কৃষ্টিকে শুভমণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
তাই,
চকিত সন্ধিৎসার সহিত
নজর রেখো—
তাঁ'রা ব্যথিত না হন,
বিধ্বস্ত না হন ;
স্বস্তির আহুতি
হোম-ইন্ধনে
তোমাদিগকে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলুক ;
যদি বিকাশবুদ্ধ হ'তে চাও—
স্বস্তির হোতা হ'তে চাও—
তবে ভুলে যেও না,
অমনতর দৃঢ়প্রচেষ্ট প্রতিজ্ঞা নিয়ে চল । ৮৯৬৯ ।
২৩।১০।১৯৫৮, সকাল ৯-৫০

যাঁরা ধৃতিবিদ্যাবিশারদ,
সার্থক সঙ্গতিশীল সমীচীন তৎপরতায়
যাঁরা ধৃতিকে বাস্তবভাবে
দর্শন করেছেন,
অনুভব করেছেন,
অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা যাঁরা,
যাঁরা বস্তু-ধর্ম্মকে
বাস্তব প্রত্যয়ী বিনায়নে
নিয়মন করতে পারেন—
ধৃতি-তাৎপর্য্যকে

বিহিত অভিনিবেশের সহিত
বোধবিনায়িত ক'রে,
ঋষি তো তাঁরাই । ৮৯৭০ ।
২৪।১০।১৯৫৮, সকাল ৬-৩২

শাসক হ'তে যাচ্ছ—
খুবই ভাল কথা,
কিন্তু হিসেব করে কি দেখেছ—
তুমি নিজে কেমনতর কতখানি
বিশাসিত ?
তুমি কি জান
ধর্ম্ম কাকে বলে ?
প্রতিটি ব্যষ্টি-হিসাবে
ঐ ধর্ম্ম বা ধৃতি কেমনতর হ'য়ে থাকে ?
ধর্ম্ম জীবনের উপর
কী প্রভাব বিস্তার করে—
বাঁচায়-বাড়ায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সংশ্রয়ে ?—
ধর্ম্ম কী বিশেষত্ব নিয়ে
কোন্ বস্তুতে কেমনতর হ'য়ে চলছে—
তা' কি বুঝেছ ?
আর, ধর্ম্মকে যদি উড়িয়ে দাও,
অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মকে যদি উড়িয়ে দাও—
এক-কথায়, ঐ সত্তাকে যদি উড়িয়ে দাও
তবে ধর্ম্মের কী হয় ?
আর, প্রতিটি সত্তায়
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে পারলে
কী হয়—
তা' কি জান ?
অবশ্যই জেনে থাকবে,
কারণ, তা' জানাই উচিত

সব দিক দিয়ে
সব সময়ে ;
আবার, প্রাচীনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে
তুমি নবীনকে দেখতে জান কিনা ?
সাত্বত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে
তোমার কতখানি অনুরাগ ?
লোক-সম্বর্দ্ধনায়
তা'র প্রয়োজন কতখানি—
সত্তার ধৃতিকে সুসম্বর্দ্ধনায় বিনায়িত করতে,
তা' কি তুমি জান ?
তুমি কি তোমার কুলমর্য্যাদা পছন্দ কর ?
আত্মপ্রসাদ অনুভব কর ?
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিক্ষিপ্ত না বিনায়িত ?—
আদর্শনিষ্ঠ না আদর্শহীন ?
তোমার মন
দুষ্ট একগুঁয়ে নয় তো !
সৎ বা শুভের
স্তাবক কিনা তুমি—
না—উদ্ধত মদগর্ব্বী ?
বিধির বৈশিষ্ট্যমাফিক বিনিয়োগে
প্রবৃত্তি আছে কিনা তোমার !
আর, তা'র ঔচিত্যও বুঝতে পার কিনা !
তুমি কি ভীরু ?—
তা' কোথায় কতখানি কেমনতর ?
ঊর্জ্জীতেজা হ'য়ে
ধর্ম্মভীরু হওয়া বরং ভালই,
কিন্তু স্বার্থভীরু হওয়া ভাল না,
কারণ, নিজের লাভ-লোভের
ব্যাঘাত হলেই
তা'দের ভয়ের সঞ্চার হয়

এবং তারা ঐ লোভে
যেখানে-সেখানে
মুসড়ে যেতে পারে
বশীভূত হ'য়ে ;

সুপ্রত্যয় নিয়ে
মানুষকে ও তার প্রয়োজনীয় যা'-কিছুকে
সাত্বত সঙ্গীতিশীল তাৎপর্য্যে
কি অনুভব করতে পার ?
মানুষের সেবা ও সাহায্য করতে
তোমার বিজ্ঞ মত্ততা
কেমনতর আপূরয়মাণ হ'য়ে
তার অন্তঃকরণ স্পর্শ ক'রে থাকে—
তা' সে তথাকথিত অপরাধী হোক
বা সৎ লোকই হোক ?
এই কাজে তোমার আনন্দই বা কতখানি ?
তাতে কি শ্রমসুখপ্রিয়তা আছে তোমার ?
কা'রও কষ্ট-দুঃখে
তোমার চারিত্র্যশীল আবেগ
কতখানি জীবনীয় হ'য়ে উঠেছে ?
আর, সেই জীবনীয় উদ্দীপনা
তোমার জীবনে
কতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করল ?
মানুষের দুঃখকষ্ট ও সুখ-সমৃদ্ধিকে
বিবেচনা করতে গিয়ে
ভাবদীপনায় তোমার নিজের উপর
তা' প্রয়োগ করলে
তোমার অন্তর কতখানি সুন্দর
ও সন্তৃপ্তিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
তা-ও কি ভেবে দেখেছ ?
বা মুহূর্ত্তে সেগুলিকে
বিবেচনা ক'রে দেখে

তা'র সমীচীন ব্যবস্থা করার
তোমার সক্রিয় আগ্রহ কতখানি ?
তা' কি কোথায়ও প্রয়োগ ক'রে দেখেছ ?
মানুষ ও মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে
তোমার দৃষ্টি কতখানি তীক্ষ্ন—
আন্দাজ ক'রে দেখেছ কি তা' ?
জীবনের ধৃতিদর্শন তোমার কতখানি আছে ?
বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে
সরল রাখার ভিতর
কতখানি কৌটিল্যগতি নিহিত আছে—
তা' কি মেপে দেখেছ ?
বুঝে দেখেছ ?
ভেবে দেখেছ ?
তোমার কূটদৃষ্টি
মানুষের মঙ্গল-অভিযানে
কতটুকু সার্থক হ'য়ে উঠেছে ?
বাস্তব ভবিষ্য-দৃষ্টি কেমনতর তোমার ?
তুমি কি আন্দাজ করতে পার—
এখন যেমন চলছে
সেই চলনের গতি
কতদিন পরে
কেমনতর আকার ধারণ করতে পারে ?
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের ভিতর-দিয়ে
লোকসেবা কি তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠেছে ?
অসৎ-কে সৎ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে
তোমার লালসা কতখানি কার্য্যকরী ?
অসৎ-নিরোধ কি ক'রে করতে হয়—
যথাসম্ভব লোকপীড়ক না হ'য়ে—
তা' কি বুঝতে পার ?
ক'রে দেখেছ হাতে কলমে ?

অর্থ, প্রতিষ্ঠা বা প্রভুত্বের লোভে
শাসক হ'তে চাও—
না, ধৃতিমুখর লোকসেবায়
আত্মপ্রসাদের জন্য
শাসক হ'তে চাও ?
অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্বের প্রলোভনে
যদি শাসক হ'তে যাও,
তবে না যাওয়াই ভাল,
কারণ, যতদিন অমন চলবে—
লোকপীড়ক বা লোকদূষক
হ'তেই হবে তোমাকে ;
ভাব,
বোঝ,
কর,
যদি পার,
শাসকপদে অভিষিক্ত হও তো
খুবই ভাল !
তোমার শাসনে প্রতিটি ব্যষ্টিকে
সার্থক ক'রে তোল—
জীবনে, স্বার্থে, সম্বৃদ্ধিতে । ৮৯৭১ ।
২৪।১০।১৯৫৮, সকাল ৭টা

ধর্ম্ম কিন্তু বাস্তব—
আজগুবী কিছু নয়কো—
তা' আত্মিক সাত্ত্বিক দুই-ই,
বিধানের ধৃতিশক্তির সমীচীন পরিচর্য্যাই
ধর্ম্মচর্য্যা ;
এই ধৃতি যাতে অমৃতস্পর্শী হয়—
ধর্ম্মের ভিতর সে-উদ্দেশ্য
ওতপ্রোতভাবে নিহিত ;
এই বাস্তব পরিচর্য্যা বাদ দিয়ে

যা' করবে—
বিধানের পরিপূর্ণষ্টি না ক'রে,
তা'তে কিন্তু ফাঁকিবাজিতেই পড়তে হবে ;
সপরিবেশ নিজের
এই ধৃতি-পরিচর্য্যায়
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনায় নিরত থাক—
কৃতিতর্পিত পরিচর্য্যা নিয়ে,
নিষ্পন্নতার সাধু উদ্যমে ;
আর, সব লাভের গোড়াই ঐ । ৮৯৭২ ।
২৪।১০।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬টা

বিধি মানে তা'ই
যা' নাকি বিশেষভাবে ধারণ করে
বিধানকে,—
বিহিত নিয়মনায়
ধারণে-পালনে উচ্ছল ক'রে ;
এই নিয়ন্ত্রিত চলন ও করণই
বিধি,
বিধির উদ্দেশ্য অপলাপ নয়
বরং উচ্ছল ক'রে তোলা—
ঐ অপলাপী যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
নিয়ন্ত্রিত ক'রে । ৮৯৭৩ ।
২৪।১০।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৩৫

তোমরা ইষ্টানুগ চলনে
সাত্বত শ্রেয়পন্থী হও,
নিষ্ঠায় অটুট হও,
চিন্তা ও সংকল্পে অমোঘ দূরদর্শী হও,
বোধ ও বিজ্ঞানে সঙ্গতিশীল সূক্ষ্মদর্শী হও,
বিদ্যায় বাস্তব আচরণশীল হও,

কর্ম্মে তীব্র নিপুণ হও,
ব্যক্তিত্বে সৌম্য হও,
বিক্রমে বিশাল হয়ে ওঠ। ৮৯৭৪।
২৭।১০।১৯৫৮, সকাল ৮-৪৭

চাও কী তা' ঠিক ক'রে নাও,
তারপর সেই চিন্তার দ্বারা
চিত্তকে প্রভাবিত করে তোল,—
এমনতরভাবে
যাতে তুমি তা' নিষ্পাদন করতে
স্ফীতকর্ম্মা না হয়েই পার না,
সমস্ত জঞ্জালকে
অর্থাৎ যা' ঐ চাহিদাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে—
সেগুলিকে এড়িয়ে
উপযুক্ত সঙ্গতিশীলতায়
ঐ চাহিদার আপূরণ যাতে হয়,
তেমনি ক'রেই
তোমার কর্ম্মগুলিকে
নিয়ন্ত্রণ করতে থাক—
বিহিত ত্বারিত্যের সহিত
সুযোগের অবহেলা না ক'রে,
বরং সুযোগের সমীচীন
সংযোগ স্থাপনে ;
এমনি ক'রে
চাহিদায় উপনীত হও,
তখন তা'র প্রাচুর্য্যের চেষ্টায়
সমীচীনভাবে চলতে থাক
কৃতিচলন নিয়ে,
এমনি ক'রে
কৃতকার্য্যতায় নিজেকে

ধন্য ক'রে তোল,
এইতো পাওয়ার তুক । ৮৯৭৫ ।
২৭।১০।১৯৫৮, সকাল ৯-৪১

অভ্যাস ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যা' তোমাতে স্বভাবগত হ'য়ে
সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
সহজভাবে অবস্থিতি লাভ করে,
তা'ই কিন্তু তোমার প্রকৃতিসঙ্গত হ'য়ে থাকে—
অবচেতন হ'য়ে,
যার অভিব্যক্তি
প্রয়োজন বা তার ভাব-উদ্দীপনায়
প্রকট হ'তে দেখা যায় ;
তাতেই তুমি অভ্যস্ত,
আর, চরিত্রগতও তা'ই তোমার,
আর, তাইই তোমাতে প্রকৃতি-সঙ্গতি
লাভ করেছে—
তোমার বিদ্যমানতাকে বিদীপ্ত ক'রে ;
তাই, এই প্রকৃতি-সঙ্গতিকেই
লোকে ব'লে থাকে—
স্বভাব প্রকৃতিরই দ্বিতীয় পর্য্যায় । ৮৯৭৬ ।
১৮।১১।১৯৫৮, সকাল ৬-১৫

তোমার ভাববোধনবৃত্তির
দ্যোতন-অনুরণন
সার্থক শব্দ সংগ্রহ ক'রে চলুক,
যা'র আবৃত্তিতে
ঐ অনুরণনার সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই শব্দই
তোমার ভাববোধনার অভিব্যক্তি

বা বিকাশ

সৃষ্টি করুক । ৮৯৭৭ ।

১৮।১১।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

তোমাতে বিদ্বেষভাবাপন্ন যে,
তোমাকে হীনচক্ষুতে দেখে যে বা যা'রা,
ঠিক তেমনতর রকমেই যদি তার
প্রতিশোধ নিতে চাও,—
তা' নিষ্ফলই হবে,
ঐ বিরোধ ক্রমশঃই
উগ্রতর হ'য়েই চলতে থাকবে—
সে দুর্ব্বলই হোক,
সবলই হোক ;
এর প্রশমকই হ'চ্ছে—
তা'র সহিত সৎ ও সুন্দর ব্যবহার করা,
আর, যে-প্রয়োজন তাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে,
সেই প্রয়োজনে তাকে
সমীচীনভাবে সাহায্য করা,
এবং সেই সংঘাত হ'তে
তা'কে স্বস্তিতে সন্দীপ্ত ক'রে
আপ্যায়নায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা ;
এই বান্ধব-ব্যবহারই
ঐ শত্রুদীপনার বা হীনদৃষ্টির
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিশোধ ;
তখন, তোমার প্রতিরক্ষক হ'য়ে দাঁড়িয়ে
তোমাকে শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলাই হবে
তার স্বস্তি ও কল্যাণের
হৃদয়জুড়ানো দ্যুতিদ্যোতনা ;
কর, দেখ, তৃপ্তি পাবে,
অন্যকেও তৃপ্তির অধিকারী ক'রে তুলবে । ৮৯৭৮ ।

১৯।১১।১৯৫৮, সকাল ৮-৪০

জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সাত্বত সংস্কারই
সংস্কৃতি,
যা' সাত্বত ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
কৃতি-অনুশীলনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নে
অখণ্ড উন্নতিতে পরিচালিত হ'য়ে থাকে ;
—সংস্কৃতির তাৎপর্য্যই তো এই । ৮৯৭৯ ।
২০।১১।১৯৫৮, রাত ৭-৩০

যিনি আগ্রহ-অনুকম্পা নিয়ে
লোকের সাত্বত অনুচর্য্যায়
রাগসন্দীপী অনুনয়নে
নিজেকে উৎসর্জ্জিত ক'রে
আত্মপ্রসাদ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলেছেন,
তাঁর সেবা যদি তুমি না কর,—
তুমি কি পাপদুষ্ট হ'য়ে উঠবে না ?
যিনি তোমার ধারণপালনী রক্ষণায়
ব্যস্ত সন্দীপনা নিয়ে
নিষ্ঠা-প্রসাদ-উদ্দীপ্ত,
তিনি তো করুণাস্রবা,
করুণাময়ের মূর্ত্ত প্রতীক তিনি ;
করুণাই যদি চাও—
করুণাময়ের পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চল । ৮৯৮০ ।
২০।১১।১৯৫৮, রাত ৮-৫০

ধ্বনি যখন আন্দোলিত হ'য়ে
ধ্বননে ঐ ধ্বনিকেই প্রতিফলিত ক'রে তোলে,
প্রতিধ্বনি তো তাইই ;
তুমি কল্যাণক্রিয় হও—
আচার্য্যনিষ্ঠায়

নিজেকে সক্রিয়ভাবে নন্দিত ক'রে,
প্রতিফলনে তাইই পাবে ;
—নয় কি ? ৮৯৮১ ।
২০।১১।১৯৫৮, সকাল ১০টা

তোমাকে যা'র ভাল লাগে—
সৎ-দীপনায়,
তা'র আপ্যায়ন-উচ্ছল হ'য়ে যদি না চল—
অন্তরের ভাল লাগার উৎসারণা নিয়ে,—
তুমি বুঝে দেখ—
তুমি কি তোমাকে ঘৃণা করছ না ?
বঞ্চনাই কি তোমাকে
আমন্ত্রণ করছে না ? ৮৯৮২ ।
২০।১১।১৯৫৮, রাত ৮-৫৫

ঐশী বিচ্ছুরণায়
দীপন-সম্বেগ—
স্থাস্নু-চরিষ্ণুর আবর্ত্তনী সংঘাত
যা' পরিমাপণী আবর্ত্তনে
ঘূর্ণায়মাণ হ'য়ে
সেই আবর্ত্তনের ভিতর
সংহত উৎসৃজনী বিবর্ত্তনে
প্রকট হ'য়ে
নানারকমে বিসৃষ্ট হ'য়ে
সমীচীন স্বতঃ-পরিণতিকে
সুসংশ্লিষ্ট ক'রে
সংস্রোত-সন্দীপনায় চলেছে,
ঐ বিবর্ত্তনের ভিতরে যে সংস্থিতির
সংসৃষ্ঠু জীবনীয় সম্বেগ,
তা'ই তো যা'-কিছুর জীবনের
জীবনস্রোত ;

আর, ঐ ঐশী বিচ্ছুরণাই—
যা' স্থাস্নু-চরিষ্ণুর আবর্ত্তন-সংঘাতের
ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রে তোলে,
তা'র অন্তঃস্থ ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগ-সম্বৃদ্ধ
ঈশ্বরের
পরিমাপণী সংগর্ভস্থ
ধারণপালনী জীবনধারা ;
তাই, ঈশ্বর সব যা'-কিছুর ভিতরে
নিজেকে ঐ মূর্ত্তনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
ঐ ধারণপালনী স্রোতদীপনায়
নিজেকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছেন—
ভাববৃত্তি-বোধনদ্যুতির কৃতিসম্বেগে
অধিরূঢ় হ'য়ে ;
আর, এর বেত্তাপুরুষ যিনি
তিনিই পুরুষোত্তম—
ব্যক্ত ঈশ্বর ;
তাই, তোমার সাত্বত সম্বেগই হ'চ্ছে—
ধারণ-পালন-আকূতি-অভিদীপ্ত
ঐ তাঁরই
জীবনীয় অভিসার । ৮৯৮৩ ।
২১।১১।১৯৫৮, সকাল ৬-৫৯

যতদিন বা যতক্ষণ
তোমার কৃতি-অনুশীলন
তোমাকে উপযুক্ত ক'রে না তুলছে—
সহজ সন্দীপনায়,
ততদিন বা ততক্ষণ তুমি
তোমার উপর-পদের জন্য
লোভ করতে যেও না—

গর্ব্বেপ্সার আপূরণ-অভিসারে ;
এমনতর যাঁ'রা,
তাদের প্রায় ঠ'কেই চলতে দেখা যায় ;
অধীন হ'য়ে উচ্চকে আয়ত্ত কর—
তারই নিদেশ ও অনুশাসন মেনে চ'লে ;
—ঠকবে কমই । ৮৯৮৪ ।
২১।১১।১৯৫৮, রাত ১০-১৫

তোমার বংশ ও কৃষ্টির পক্ষে
অনাচরণীয় যা',—
তা' তুমি যতখানি করবে,
তুমি ও তোমার সন্ততির ভেতরে
ঐ ব্যতিক্রম
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলবে । ৮৯৮৫
২২।১১।১৯৫৮, সকাল ৮-৫৫

তোমার বংশ ও বিবাহের মাধ্যমে
যেখানে যেমন ব্যতিক্রম থাকুক না কেন,
তোমার সন্ততিদিগকে
তা' ঐ ব্যতিক্রম-ঝোঁকা ক'রে তুলে থাকে
প্রায়শঃই ;
আর, এই ব্যতিক্রম যেখানে নেই,—
ভালও হ'য়ে থাকে সেখানে
তেমনই । ৮৯৮৬ ।
২২।১১।১৯৫৮, সকাল ৯-১০

যে বিষয়ে
যাঁর যে-প্রভাব বা দ্যুতি আছে,—
তিনি তদ্বিষয়ক দেবতা,
দান, দীপন ও দ্যোতন যাঁতে আছে
তিনিই দেবতা,

বেদ
এঁকেই দেবতা ব'লে আখ্যায়িত করেছেন। ৮৯৮৭।
২২।১১।১৯৫৮, সকাল ১০টা

আনতিশীল অধিকৃতি
যাতে যে-বিষয়ে যেমনতর জাগ্রত,
নাম, জপ, ধ্যান তাদের কাছে
তেমনতরই সার্থকতায় পর্য্যবসিত হয়। ৮৯৮৮।
২২।১১।১৯৫৮, বেলা ১০-২০

ঈশ্বর,
যিনি যা'-কিছুর ধারণ-পালন-সম্বেগ—
তন্নিঃসৃত স্থির-চরের আবর্ত্তনী প্রবাহ
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
যেখানে যেমনতর বিনায়িত
ও বিবর্ত্তিত,—
সৃষ্টিও সেখানে তেমনতরই,
আর, বিসদৃশ ও বিরুদ্ধ সংযোগই
বিকৃতির কারণ ;
ঈশ্বরের সৃষ্টি-সংস্থা দ্বৈত,
কারণ, স্ত্রী-পুরুষের শুভ-বিন্যাসই
সৃজন-উৎকর্ষের শুভ ধৃতি ও ধারা ;
আবার, এই স্থির ও চর
এই নিরপেক্ষ বিশেষের মাধ্যমে
আলিঙ্গিত হ'য়েও
যেমনতর সংস্থিতি লাভ করে—
ঐ নিরপেক্ষ যা'
তা'কে অতিক্রম ক'রে,—
যতক্ষণ বা যত সংঘাতে
তা'র ঐ ধৃতি বিশ্লিষ্ট না হয়,
তার সংস্থিতি বা জীবনস্রোতও

স্থায়িত্ব লাভ করে থাকে
তেমনই—
ঐ গতিসম্পন্ন হ'য়ে ;
আবার, যে-কোন ডিম্বকোষকে
যার দ্বারাই হো'ক
উপযুক্তভাবে উত্তেজিত করলে,—
যে-জন্তুর ডিম্বকোষকে
উত্তেজন-বিদ্ধ করলে—
সেই জাতীয়েই রূপায়িত হ'য়ে উঠতে পারে ;
কিন্তু তা'
জীবন-সম্পদে
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
শীঘ্রই নষ্ট হ'য়ে যায় ;
তা' হয় কেন ?
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
ঐ ডিম্বকোষের অন্তঃস্যূত
পিতৃপুরুষের যে শুক্রকীট ছিল সুপ্ত হ'য়ে
তারই সন্দীপনায়
যেটুকু হ'তে পারে,
তাইই হয় ;
তাই, স্ত্রীর ডিম্বকোষ
উপযুক্ত সদৃশ ও পরিপূরণী সঙ্গতি-সম্পন্ন
শুক্রকীট-সম্বিদ্ধ হ'লে
তখন সে
জীবন-সম্পদে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে ;
ব্যতিক্রমে বিপর্য্যয় ছাড়া
আর কী হ'তে পারে ?
আর, তারই ফলে
বিহিত সবর্ণ বা অনুলোম-সম্মিলন-সঞ্জাত
জাতকের ভিতর যেমন

পিতৃপুরুষের গুণাবলীর
প্রাখর্য্য ও প্রাধান্য
এবং অবগুণের স্তিমিতি
পরিলক্ষিত হয়,
তেমনি বিসদৃশ প্রতিলোম-সংযোগ-জাত
জাতকের ভিতর
পিতৃপুরুষের গুণাবলীর অপসৃয়মানতা
ও অস্তিত্ব-অপলাপী অবগুণসমূহের
প্রাখর্য্য ও প্রাধান্যই
দেখতে পাওয়া যায় ;
এই তো আমি যা' দেখি,
আর, দেখেশুনে যা' মনে হয় । ৮৯৮৯ ।
২২।১১।১৯৫৮, বেলা ১০-২৫

যা' হ'তে
বা যা'র সাহায্যে পাও—
তা'কে যদি পরিচর্য্যা না কর,
তোমার প্রাপ্তি যে সহজেই মূঢ় হ'য়ে উঠবে,
তা' কি ভেবে দেখেছ ?
আর, তুমি যা'র কাছে
কখনও কিছু পাও নি,
সে যদি বিব্রত হ'য়ে থাকে,—
যথাশক্তি তুমি তা'কে সাহায্য করতে,
কিছু দিতে
কসুর ক'রো না । ৮৯৯০ ।
২২।১১।১৯৫৮, বেলা ১১-১৫

তুমি যাতেই নিষ্ঠ থাক না কেন,
সে-নিষ্ঠার মাধ্যম যদি কেউ থাকেন,
আর, তিনি যদি বিক্ষোভক না হন,
তবে তিনিও যেমন—

তোমার নিষ্ঠার ভবিষ্যৎও তেমনি,
আর, তা' সংহতও তেমনতর,
আর, বিক্ষোভক হ'লে
ঐ নিষ্ঠা ভঙ্গুর ও ছিন্ন অতি নিশ্চয়,
কারণ, ইষ্ট বা শ্রেয় হ'তে যেগুলি পাও,
সেগুলি বিনায়িত হয়
ঐ মাধ্যম দিয়ে,
মাধ্যম তাকে যেমনতর
বিনায়িত করে,
তুমি তেমনতর গ্রহণ ক'রে থাক—
তা' জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ;
তুমি ঐ শ্রেয় বা ইষ্টভাবরঙ্গিল
হ'য়ে উঠতে পার না,
তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তি
ব্যাহতির অঙ্কশায়িত হ'য়েই চলেছে । ৮৯৯১ ।
২২।১১।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

নিজেকে নিয়ে
ও নিজ পরিবার-পরিজনকে নিয়ে
তোমার মিতি-চলন
কত সুন্দর ও সুব্যবস্থ—
সব দিক দিয়ে,—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার সাধারণ মাপকাঠি,
মোকথাভাবে তুমি কেমনতর—
ভাল-মন্দ প্রবৃত্তির
সঙ্গীতিশীল ক্রম-তাৎপর্য্যে । ৮৯৯২ ।
২২।১১।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৩৮

মানুষকে যা'রা সইতে পারে না,—
তা'রা তাদের বইতেও পারে না,

ছিন্ন অনুচর্য্যা-অনুরতি নিয়েই
চ'লে থাকে তা'রা,
কারণ, তারা দেখে
কা'র ভিতর কতখানি দোষ
বা কী ত্রুটি আছে,
আর, তাদের পক্ষে
যা' সুবিধাজনক হ'য়ে ওঠে না,
ক্ষোভও হ'য়ে থাকে তাদের তাতেই ;
তাই, তাদের বান্ধবতাও
টেকসই নয়কো ;
মানুষ যদি সইতে চাও,
যদি বইতে চাও,
তাদের যা'-কিছু সম্পদ থাকুক—
তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক,
সবতা'র মাধ্যমে
তাদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হও ;
যেমনতর পার,
কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে অর্থাৎ কাজে-কর্ম্মে
তাদের অনুচর্য্যা নিয়ে চল—
একটু মিষ্টি কথা,
একটু বান্ধব-বন্ধন নিয়ে ;
তবে তো তা'রা তোমাকে সইবে,
তা'রা তোমাকে বইবে,
তাদের যা'-কিছু আছে
তা'ই নিয়ে
তোমাতে প্রীতিপ্রসন্ন অনুকম্পাপরায়ণ
হ'য়ে চলবে,
আর, এই প্রীতির বন্ধন নিয়ে
তাদের ত্রুটিগুলির
সংশোধন যতখানি করতে পার—

সমীচীন সুনিয়মনায়,—
বুঝে নিও—
সেটুকুই তোমার লাভ ;
আর, ক্ষোভে বা ঘৃণাবশতঃ
তাদের প্রতি অনুকম্পার ত্রুটি
যতটা না হয়,
ততটা ভাল ;
এটা তোমার ভাল,
তাদেরও ভালর সূচীদ্যোতনা । ৮৯৯৩ ।
২৩।১১।১৯৫৮, রাত ৬-৫০

নিষ্ঠা-অচল আপ্যায়না নিয়ে
প্রীতিনন্দিত ঊর্জ্জী ওজোদ্যোতনায়
মানুষের অন্তঃস্থ ভাববৃত্তির ভিতরে
দ্যোতন-দক্ষতায়
সুযুক্ত সম্বেগে
সাত্বত সম্বেদনাকে—
কৃতি-জাগরণে
যদি জাগিয়ে তুলতে পার—
পারস্পরিকতার বান্ধব-পরিচর্য্যায়,—
দেখবে—
ঐ পরিচর্য্যী প্রদীপনায়
তোমার পরিবেশের প্রত্যেকের হৃদয়
থৈ থৈ প্লাবনে প্লাবিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তাৎপর্য্যে
সুসম্বদ্ধ ও সুসংবর্দ্ধিত
হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বহু এক-এ সংন্যস্ত হ'য়ে,
এক বহুতে সংন্যস্ত হ'য়ে
এমনতর একটা অচ্ছেদ্য
ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি ক'রে তুলবে,

যা' তোমরা কখনও আশা করনি,
দেখ নি,
বুঝতেও পার নি ;
—অবশ্য যদি
বৈধী অনুশাসনকে
সুদীপ্ত প্রীতি-পরিচর্য্যায়
পরিবেষণ ক'রে
তাদিগকে স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পার—
সেই বেদগাথাকে স্মরণ ক'রে—
"সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, সং বো মনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।" ৮১১৪।
২৩।১১।১৯৫৮, রাত ৭-৩০

শুধু বই প'ড়ে
পণ্ডিত হ'তে যেও না,
উপযুক্ত আচার্য্য, গুরু, অধ্যাপক
বা ঐতিহ্যশালী চরিত্রবান যারা,
শ্রদ্ধাপূত সেবাচর্য্যী পরিক্রমা নিয়ে
তাদের কাছে বই প'ড়ে,
শুনে,
দেখে, বুঝে, ক'রে
যদি শিখতে পার,
তবেই তো পণ্ডিত,
তবেই তো আচার্য্য ;
নইলে, ঐ পড়াই হয়তো
তোমার অস্তিত্বের ঐতিহ্যকে মেরে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে,
বিপর্য্যয়ে পরিণত ক'রে,
কুৎসিত পরিণাম সৃষ্টি করতে পারে ;

তাই সাবধান!

বুঝে চল। ৮৯৯৫।

২৫।১১।১৯৫৮, বেলা ১০-৩০

সন্তর্পণে

আরাধনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যারই করুণালাভ কর না কেন,
সে-করুণা করুণাময়েরই প্রবাহ—
ঐ তার ভিতর দিয়ে;
তাই, শ্রদ্ধাপূত হও,
সমীচীন সন্তর্পিত হও,
অনুচর্য্যাপরায়ণ, আরাধনাপ্রাণ হ'য়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
দেখ, শোন, বোঝ, কর,
আর, তা' হ'তে
প্রাজ্ঞ অভিদীপনায়
অমৃতসন্ধানী হও,
খোঁজ, দেখ—
ঐ অমৃতপন্থার কিছু পাও কি না;
প্রাজ্ঞ পরিবেদনায়
এমনি ক'রেই পরিপুষ্ট হও,
অন্যকেও পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
প্রাজ্ঞ-পরিস্রবা হ'য়ে। ৮৯৯৬।

২৫।১১।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

উপাদান ও উপকরণ-সংঘটিত বস্তু
ও তার গুণ ও গঠনের
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নেই
তা'র ধর্ম্ম নিহিত;
তাই, ধর্ম্মকে জানতে হ'লে
তার সবগুলিকে জেনো,

তবে তো তার সাত্বত বিহিত যা'
তাকে বুঝতে পারবে,
আর, বিপরীত কী
তা'কেও জানতে পারবে,
জেনে, তার সৎ ও অসৎ
যা'-কিছুকে অবলম্বন ক'রে
অসৎ-এর হাত হ'তে তাকে রেহাই ক'রে
ঐ অস্তিত্বে
বা সৎ-সঙ্গীতির সংরক্ষণায়
উপনীত যেই হ'তে পারলে—
বিহিত পরিচর্য্যায়,
ধর্ম্ম তোমার বোধদীপ্ত জ্ঞানগোচরে
তখনই তো আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, বস্তুকে তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে জান,
তা'র সংরক্ষণায় বিপরীত যা'-কিছু এড়িয়ে
রক্ষণ অর্থাৎ বজায় থাকার
যা'-কিছু মরকোচকে অবগত হও,
ধর্ম্মকে জান। ৮৯৯৭।
২৬।১১।১৯৫৮, রাত ৭-৩৫

তোমাদের সুযুক্ত অর্থান্বিত
বাক্, ব্যবহার ও আচরণ
যেন এমনতর প্রীতিমধুর, ওজোদীপ্ত
আপ্যায়নী অনুচর্য্যাপরায়ণ হয়,
যাতে তোমরা প্রত্যেকের হৃদয়ে
একটা স্বস্তি-সম্পাদনী
সুন্দর উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে
কৃতি-উৎসর্জ্জনায়
সবাইকে সুসম্পর্কান্বিত ক'রে তুলতে পার ;
আর, এইটিই হ'চ্ছে
তোমাদের জীবনের প্রাথমিক

শিক্ষার চলৎশীল সম্বেগ,
যার উপর দাঁড়িয়ে তোমাদের
জীবনের যা'-কিছু
তুমি-সহ তোমাদের সবাইকে
অমৃতপন্থী ক'রে তুলবে—
কৃতি-উৎসর্জ্জনার
সুসঙ্গত আবেগময়ী উদ্দীপনী অনুশীলনায় । ৮৯৯৮ ।
২৭।১১।১৯৫৮, সকাল ৫-১০

যা'রা স্বার্থপুষ্টির পরিপ্রেক্ষায়
বান্ধবতাকে অবহেলা করে,
তা'রা অতিশয় হীন । ৮৯৯৯ ।
২৯।১১।১৯৫৮, সকাল ৭-৫৫

যাদের ব্যক্তিত্বে মর্য্যাদাই কম,
ওজনই কম,
অর্থাৎ সদ্‌গুণ-বিন্যাসই অকিঞ্চিৎকর,
প্রতিপদক্ষেপে তা'রাই সহজেই
অপমান বোধ করে বেশী,
এক-কথায়, ঠুনকোমানী যাকে বলে তা'ই । ৯০০০ ।
৩০।১১।১৯৫৮, সকাল ৭-৩৮

মৈত্রীভাব রেখো সবার উপরেই—
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
কিন্তু বান্ধবতা রেখো তার সাথে
যে তোমার দরদী,
তোমার শুভানুধ্যায়িতাই যার
স্বতঃ-প্রণোদনা ;
আর, তা' যদি তোমার থাকে,
অন্যের ভিতরেও সেই প্রবৃত্তি

জাগ্রত হ'তে থাকে ;
সয়ে ব'য়ে চলতে পারলেই হয়। ৯০০১।
৩০।১১।১৯৫৮, রাত ৭-৬

ঘৃণা, অত্যাচার, আত্মস্বার্থলোলুপতা
কা'রো ভিতর অনুশাসনী ধৃতিকে
প্রতিষ্ঠা করতে পারে না,
অর্থাৎ অনুশাসিত হওয়া বা করার
লোলুপতার সৃষ্টি করতে পারে না,
এক-কথায়,
তা' দুর্ব্বল ছাড়া কাকেও
শাসন বা সংযত করতে পারে না ;
শাসন ক'রে থাকে—
প্রীতি-অনুকম্পা,
দরদী অনুবেদনী অনুচর্য্যা। ৯০০২।
৩০।১১।১৯৫৮, রাত ৭-১০

ভীমতেজা কৃতী হও,
পরপরিচর্য্যী হও,
আচরণ ও ব্যবহারে সৎ থাকতে
ত্রুটি ক'রো না ;
অত্যাচার বা অন্যায়ের
প্রতিরোধ ক'রো—
নিরোধী পরাক্রমে,
কিন্তু যথাসম্ভব সাত্বত অনুকম্পা নিয়ে,
দশের প্রতি কল্যাণদৃষ্টি রেখে,
অশুভের নিরসন ক'রে। ৯০০৩।
৩০।১১।১৯৫৮, রাত ৭-২৭

বিপদ এলেই ভেবো না—
অদৃষ্টে ছিল,

তাই বিপদে পড়েছি ;
বরং ভেবে বুঝে
পরিবেশকে পরিমাপ ক'রে দেখ
তোমার ত্রুটি কী ছিল
বা কী আছে,
আর, তাকে সংশুদ্ধ করার চেষ্টা কর,
এতে তোমার কৃতি-বিভব বেড়েই যাবে ;
যদি না ভাব,
আর, না কর,
তবে অন্তঃস্থ ভজনদীপনা
বাড়বে তো না-ই,
বরং নিথরই হ'তে থাকবে ;
ঐ অন্তঃস্থ ভজনপূজাই
ভগবানের পূজা,
তাই, তন্নিষ্ঠ থেকোই কি থেকো । ৯০০৪ ।
৩০।১১।১৯৫৮, রাত ৭-৪৯

নিজেদের নিরাপত্তার জন্য
প্রস্তুত তো থাকবেই—
তা' তো সব সময়েই,
কিন্তু ঐ প্রস্তুতি যেন
অন্যের আপদের কারণ না হয়,
আর, আপদ-স্রষ্টাকে যেন
নিরোধ করতে পার—
বিহিত দক্ষ ত্বরিত
তৎপরতা নিয়ে । ৯০০৫ ।
৩০।১১।১৯৫৮, রাত ৯-৩০

যা'রা মিথ্যা চিন্তা করে,
বাস্তব যা' তাকে বোধ করেও—
অবাস্তব তাৎপর্য্যে,

তা'রা দেখেও তা'ই,
তাই, তাদের দেখা কথাও
বাস্তব-প্রতিম, অবাস্তব, গলদভরা । ৯০০৬ ।
১।১২।১৯৫৮, সকাল ৬-৫

সতর্ক থাক—
শুভ-সন্দীপনা নিয়ে,
ঐ সাবধানী সন্দীপনাকে
ধাতস্থ ক'রে নিয়ে—
দক্ষ অবধানে ;
—দৃষ্টি, বোধ, বিবেচনাকে এড়িয়ে
কোন-কিছুই যেন ফস্‌কে না যেতে পারে,
প্রয়োজন-অনুপাতিক
যা'-কিছুকে বিহিতভাবে
যেন ব্যবহার করতে পার—
কল্যাণকলতানে
সপরিবেশ নিজেকে
সুকম্পিত ক'রে । ৯০০৭ ।
১।১২।১৯৫৮, সকাল ৮-৫১

যাহার জন্য
বা যাহার দ্বারা
কোন বস্তুর সংগঠন ও সংস্থিতি
জীবন ও বৃদ্ধিকে নিয়ে
সংসাধিত ও অবস্থিত হয়,
তা'ই তা'র ধৃতি বা ধর্ম্ম । ৯০০৮ ।
১।১২।১৯৫৮, সকাল ৯-১২

শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠা তোমার
আচার্য্যে থাক্‌,
আর, প্রীতি-অনুকম্পায়
শ্রেয়ের প্রতি তো শ্রদ্ধা থাকবেই,

অশ্রেয় যা'রা—
তাদের প্রতিও
অনুকম্পাপরায়ণ থাকবে । ৯০০৯ ।
৩।১২।১৯৫৮, সকাল ৮-৫৩

তপের দ্বারা সবাই
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে—
কৃতিতপা হ'য়ে,
এবং তাদিগকে বলে—
অমুকোপেত ব্রাহ্মণ । ৯০১০ ।
৩।১২।১৯৫৮, সকাল ৮-৫৫

ইষ্টে
সক্রিয় সন্ধিৎসাপূর্ণ নিরলস
অটুট নিষ্ঠা যেমন,
জীবনও সচল তেমন । ৯০১১ ।
৪।১২।১৯৫৮, সকাল ৮-১১

দুঃখই
সুখের চেতনা এনে দেয় । ৯০১২ ।
৪।১২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৩৬

মরণই
জীবনকে
স্থায়িত্ব-আকাঙ্ক্ষী ক'রে তোলে । ৯০১৩ ।
৪।১২।১৯৫৮, রাত ৭-৩৮

স্থারিত্যের আসনে
সুকৃতির উপাসনা কর,
আর, সৎ-আচার্য্যই
তোমার ভর্গদেব হ'য়ে উঠুন,

নিষ্ঠানন্দিত সেবানুসরণের ভিতর-দিয়ে
তোমার যা'-কিছু সমস্তই
সার্থক হ'য়ে উঠুক তাঁতেই ;
আর, ঐ নিষ্পাদনই হো'ক
তোমার অর্ঘ্যাঞ্জলি । ৯০১৪ ।
১১।১২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-২৪

অন্যের যন্ত্রণা বা বিদ্বেষের
কারণ না হ'য়ে
যে দায়িত্বশীল অনুবর্ত্তন
তাতেই আছে বাস্তবভাবে
ছন্দানুবর্ত্তিতা
বা প্রিয়-অনুবর্ত্তিতা । ৯০১৫ ।
১৩।১২।১৯৫৮, রাত ১১-১৫

নিজেকে ধারণ-পালন কর—
বিধানের সুবিনায়িত পোষণ দিয়ে,
স্বস্তির অধিকারী হও—
শরীর ও মনের সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
সপরিবার নিজেকে
আয়ুষ্মান ক'রে তোল,
আর, ঐ চলন
সমস্ত পরিবেশের ভিতর সুসিঞ্চনে
সবাইকে
তাতেই অভিষিক্ত ক'রে তোল,
কৃতিচলনে তা'রাও যেন
অমনতর চর্য্যায় অভ্যস্ত হয়—
তা' সব দিক দিয়ে,
সব রকমে,
সৌষ্ঠবনন্দিত স্বস্তি-সন্দীপনায় ;
জীবনের এই ধৃতির

সমীচীন পরিপোষণাই হ'চ্ছে
ধর্ম্মাচরণ,
আর, এর ব্যত্যয়ী যা'
তাইই অধর্ম্ম ব'লে আখ্যায়িত হয়। ৯০১৬।
১৫।১২।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৫

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন
জীয়ন্ত মূর্ত্ত বেদ,
তাঁর চালচলন, কথাবার্ত্তা যা'-কিছু
সহজ জ্ঞান-উচ্ছল
সন্দীপ্তির দীপন দ্যুতি ;
তাঁকে ভালবাসার অছিলায়
বা ভক্তির অছিলায়
অভিজ্ঞ বেদগরিমা নিয়ে
তাঁর সত্তাকে
আচ্ছাদিত ক'রে ফেলতে চাই—
আত্মগরিমার তামস আকৃতিতে,—
তখনই কিন্তু আমরা ঠিক,
তিমিরই তরতরে হ'য়ে
আমাদের আবৃত ক'রে ফেলে ;
তিনি পুরুষোত্তম,
উর্জ্জী প্রীতিদীপ্ত ছন্দানুবর্ত্তিতা নিয়ে
যদি তাঁকে অনুসরণ করি,
তাঁর সব কিছুরই অর্থ
ক্রমশঃই পরিস্ফুট হ'তে থাকে
আমাদের কাছে—
এই কৃতিজীবনে,
এই ভাবদীপনায়,
এই বোধসত্তায় ;
তাই বলি—

ঢের তো ঠকা গেছে,
আরো কি ঠকতে হবে? ৯০১৭।
১৬।১২।১৯৫৮, রাত ৭-৫৩

শোন কন্যা!
যখন তুমি বিবাহিতা হ'লে,
সদৃশ কুলে পরিণীতা হ'য়ে
তোমার বংশমর্য্যাদাকে অটুট
ও অক্ষুণ্ণ রেখে
সাংস্কৃতিক অনুচলনকে
উচ্ছল ক'রে তুলে
পালন-পোষণ ও সত্তা-সংরক্ষণায়
সন্দীপ্ত ক'রে
ভরণে আপূরিত ক'রে
উচ্ছল উদাত্ত তৃপণায়
সন্তান-সন্ততিকে বিভাজিত ক'রে
দারাত্বের সার্থকতায়
সব দিক দিয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে চ'লে
সম্বর্দ্ধনার তৃপণ-ছন্দে
ধৃতিপোষণী নন্দনার
ভাবদীপনাকে
উচ্ছলতায় সৌষ্ঠবমণ্ডিত করাই
তোমার ব্যবস্থ জীবনের
পরম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম;
যে-প্রীতি
অন্যকে ক্ষুব্ধ না ক'রে
ধীরলক্ষ্যে ঐ স্বামীকে
যিনি তোমার সত্তার পরম বিভূতি—
তাঁকে
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধির

সেবামুখর কৃতি-আরতি নিয়ে
তৃপ্ত ক'রে তোলে,
তেমনতর প্রীতিমুখর চলনে চলাই কি
তোমার সার্থকতা নয় ?
ঐ স্বামীই অপত্যরূপে
জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন
উপযুক্ত সন্তান-সন্ততিতে,
তাই, তুমি আখ্যায়িত হও 'জায়া' ব'লে,
তুমি আখ্যায়িত হও 'বধূ' ব'লে,
তুমি আখ্যায়িত হও 'পত্নী' ব'লে,
তুমি আখ্যায়িত হও 'ভার্য্যা' ব'লে,
আখ্যায়িত হ'য়ে থাক 'দারা' ব'লে,
তুমি ঐ স্বামীরই স্ত্রী-মূর্ত্তি ;
তাই, স্মরণ রেখো—
তোমার সত্তার দায়িত্ব কতখানি,
লক্ষ্য রেখো—
সে-দায়িত্বকে আপূরিত করতে পার—
কোথায়, কখন, কেমন ক'রে,
সংসারের মিতি-চলনশীল
ব্যবস্থ বিনায়নে,
স্বস্তিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তাঁকে ;

আর, অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক
তোমার জীবন তাতেই
সব দিক দিয়ে
সব রকমে ;
জীবনীয় ধৃতি-অনুশাসনকে
অক্ষুণ্ণ রেখে
জীবন-যাগ উদ্‌যাপন করতে ত্রুটি না হয়—
নজর রেখো,

তোমার এই স্বামী-যাগ
চিরদিনই অচ্ছেদ্য,

তাই, তুমি ছেদহীনা,
তাই, তোমার সত্তাই দানদীপ্তা, যাগপূতা । ৯০১৮ ।
১৬।১২।১৯৫৮, রাত ৯-১২

তোমার পিতৃপুরুষের ঊর্জ্জনাদীপ্ত ওজঃ
সঙ্গতিশীল ডিম্বকোষে অবশায়িত হ'য়ে
কোষের ক্রমবিভাজিত বর্দ্ধনায়
যে-বিধান সৃষ্টি করে দিল—
একটা সমীচীন সুসঙ্গতি নিয়ে,
যাতে তোমার
সাত্ত্বিক দ্যুতি
বিধৃত হ'য়ে
সংরক্ষিত হ'য়ে
সমৃদ্ধ হ'তে হ'তে চলেছে,
তা' যে-সংস্কৃতির অভিশায়নায়
যে-সহজ অভিনিবেশ
সৃষ্টি ক'রল—
ভাববৃত্তির দ্যোতনদীপ্তির ভিতর দিয়ে,
স্ফুরণ-তাৎপর্য্যে,—
তা'ই কিন্তু তোমার সংস্কার
বা যাকে সহজাত সংস্কার (instinct) বল তা'ই,
যে-দ্যোতনা
কৃতি-উন্মুখ হ'য়ে চলতে থাকে ;
তাই, ভিন্নগোত্রীয় সমকৃষ্টিসম্পন্ন সদৃশ কুলে
বিবাহই সমীচীন,
আর, ঐ সংস্কৃত গর্ভকোষ
যা' ঐ ওজদীপনাকে
অন্তঃস্থ ক'রে
সংবর্দ্ধিত হ'য়ে
চলতে লাগল,

তা'ই কিন্তু তা'র ধৃতিশক্তি
বা ধারণাশক্তি,
বোধবিদীপ্ত মেধায়িত স্মৃতি-সৌষ্ঠব
অর্থাৎ ধারণাবতী বোধ-সৌষ্ঠব—
শারীর-সংস্থিতি ;
এই হ'ল সংস্কার ও স্মৃতির
বোধায়িত ধৃতিকথা—
আমি যেমন ক'রে বুঝি । ৯০১৯ ।
২৩।১২।১৯৫৮, বেলা ১১-৪৫

অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা-সম্বৃদ্ধ প্রীতিপ্রেরণাই
কৃতিদ্যোতনার স্রষ্টা—
যা' মানুষকে
সঙ্গতিশীল অজস্র সম্বেদনায় সম্বৃদ্ধ ক'রে
অজচ্ছল ক'রে তোলে । ৯০২০ ।
২।১।১৯৫৯, রাত ৯-৩০

যে বস্তুবিধানকে জানে—
সে জ্ঞানী,
আর, যে বস্তু-বিধানের
সঙ্গতিশীল অন্বিত
ক্রিয়া-তাৎপর্য্যকে জানে—
তা'র সাত্বত প্রয়োগ-কুশলতা নিয়ে,—
সে বিজ্ঞানী । ৯০২১ ।
৭।১।১৯৫৯, সকাল ৮-৫৪

মানুষকে অসৎ ক'রে তুলো না,
তাতে অসুবিধা হবে
তোমারই বেশী ;
আত্ম-পরিচর্য্যা তো করবেই,
কিন্তু পরিবেশকে পরিচর্য্যা ক'রে

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থ, শিষ্ট, সবল ও কৃতী
ক'রে না তুলছ,
ক্ষতি কিন্তু তোমারই,
সার্থক সম্বৃদ্ধি লাভ করবে না কিছুতেই । ৯০২২ ।
৭।১।১৯৫৯, সকাল ৯-৩০

যাও—
কিন্তু হজমশক্তিকে দুর্ব্বল ক'রো না,
তাহ'লে কিন্তু গায়ে লাগবে না তা' ;
খাদ্য যদি জীবনীয় না হয়,
তা' কিন্তু সত্তারই
সর্ব্বনাশ ক'রে থাকে । ৯০২৩ ।
৭।১।১৯৫৯, সকাল ৯-৫০

তোমার বিধানের
জীবনীয় ঘাঁটিগুলিকে
সমীচীন সৌষ্ঠবসুন্দর
ক'রে রাখ—
যদি জীবনকে
অক্ষুণ্ণ চলনে চালাতে চাও । ৯০২৪ ।
৭।১।১৯৫৯, সকাল ১০টা

সশ্রদ্ধ কৃতিমুখর
উর্জ্জী যাজন
মানুষকে সবল ও কৃতী ক'রে তোলে । ৯০২৫ ।
৭।১।১৯৫৯, সকাল ১০-২৫

নিটোলভাবে আত্ম-পরিচর্য্যা কর—
বোধদীপ্ত কৃতিচলন-পটু হ'য়ে,
আর, পরিবেশকেও সঙ্গে-সঙ্গে
অমনি ক'রে তোল ;

তুমি পটু না হ'লে
পরিবেশ কি ক'রে
পটু হ'য়ে উঠবে—
তোমার পরিচর্য্যায় ?
নিজে পটু হও,
অন্যকেও পটু ক'রে তোল । ৯০২৬ ।
৭।১।১৯৫৯, রাত ৯-৪৫

নিষ্ঠাসম্বুদ্ধ হ'য়ে
তুমি যে-বিষয়ে
যতই না তীক্ষ্ন বিশেষজ্ঞ হও,
সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত
পরিবেশের প্রতি
অনুকম্পী পরিচর্য্যাপরায়ণ
যদি না থাক—
ব্যাপকভাবে,—
তোমার প্রখর ধী
কিন্তু ধৃতিসম্বেগ নিয়ে
তোমাকে লোকসমাজে
উপযুক্তভাবে
প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলতে পারবে না ;
ঐ খাঁকতি
তোমার বাড়তির অন্তরায় হ'য়ে উঠবে । ৯০২৭ ।
৮।১।১৯৫৯, সকাল ৭-৩৯

ভজনহীন ভক্তি
আর, পরাক্রমহীন শক্তি—
দুইই অকৃতীর সম্পদ । ৯০২৮ ।
৯।১।১৯৫৯, সকাল ১০টা

জীবন চায়—
অটুট অস্তিত্ব—
নিজে থেকে বেড়ে চলতে
সমীচীনভাবে ;
সে চায় সুখ,
সে চায় তৃপ্তি,
সে চায় আত্মপ্রসাদ—
প্রতিষ্ঠায় সমাসীন থেকে,
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে। ৯০২৯।
২১।১।১৯৫৯, বেলা ১১টা

প্রতিকূল বা মন্দ অবস্থাকে
শুভসুন্দরে অতিক্রম ক'রে
যিনি মাঙ্গলিক হোতা হ'য়ে ওঠেন—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির মাঙ্গলিক অভিযান নিয়ে,—
সেই তো উত্তম পুরুষ,
আর, ঐ সৎ-সন্দীপনাই
তাঁর পূজা-অর্ঘ্য। ৯০৩০।
২৩।১।১৯৫৯, সকাল ৭টা

সত্য-যাজ্ঞিক হও—
বাক্ ও কর্ম্মে,
সত্য কথা বল ঠিক ততটুকু
যাতে কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে,
সত্য বলতে গিয়ে
বা সৎ-ক্রিয় হ'তে গিয়ে
অকল্যাণের আড়কাঠি হ'তে যেও না। ৯০৩১।
২৩।১।১৯৫৯, সকাল ৭-৫

সম্যক ভজন-সন্দীপী অর্থ-সমন্বিত
বাক্ই বাণী। ৯০৩১।
২৯।১।১৯৫৯, বিকাল ৪টা

উর্জ্জী নিষ্ঠা নাই,
উর্জ্জী কর্ম্ম নাই,
উর্জ্জী পারস্পরিক সংহতি নাই—
এ দিয়ে নিজেদেরই
অমৃতত্বের অধিকারী করা যায় না,
দুনিয়াকে তো দূরের কথা। ৯০৩২।
৩১।১।১৯৫৯, রাত ১০-১৫

ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমে
পারিবেশিক পরিচলনের
উপযুক্ত অবগতির ভিতর-দিয়ে
বোধ-পরিচর্য্যায়
বিহিত সমঞ্জসা অনুচলনে
যে
নিজের প্রয়োজন-আপূরণী তাৎপর্য্যে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
শুভ-সন্দীপনাকে আহরণ ক'রে
সার্থকতায় সমুচ্ছল ক'রে তুলতে পারে,
বুদ্ধিমান তো সেই-ই;
সার্থকতা অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'কে অভিনন্দিত ক'রে থাকে
প্রায়শঃই। ৯০৩৩।
১।২।১৯৫৯, বেলা ১২টা

প্রীতিপরায়ণ হও—
কিন্তু অসৎ-নিরোধী হও,
প্রীতি যদি উর্জ্জীতেজা না হ'য়ে
অসৎ যা'-কিছুর সাথে
আপোষরফায় চলতে থাকে,
আর, তা' যদি
চারিত্রিক চলন থেকে

সরিয়ে না দিতে পার—
তোমার প্রীতি হবে
কাপুরুষোচিত,
সে-প্রীতি কল্যাণকৃৎ হ'য়ে
জীবনযজ্ঞের
হোমবহ্নি হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই আবার বলি—
ঊর্জ্জী প্রীতিপরায়ণ হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে চল । ৯০৩৪ ।
৩।২।১৯৫৯, সকাল ৯-৩৫

প্রীতি যেখানে নিষ্ঠাহীন,
প্রীতি যেখানে ঊর্জ্জী নয়,
প্রীতি যেখানে সেবাপটু ভজনদীপ্ত নয়,
প্রীতি যেখানে অসৎনিরোধী নয়,—
সে প্রীতি ক্লীবধর্ম্মী,
দুর্ব্বল,
আর, অসতের উদ্‌গাতা,
তাতে সংক্রামিত হয়
পরিবার-পরিবেশ সহ
সারাটি দেশ । ৯০৩৫ ।
৩।২।১৯৫৯, বেলা ১০-৩৫

ঐতিহ্য-অনুগ কৃষ্টিতপ্ত ব্যক্তিত্ব
যতই উচ্ছল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতিও
ক্রম-চলনে
বাড়তে থাকবে তেমনি—
প্রতিটি পরিবারকে পরিচ্ছন্ন করতে করতে । ৯০৩৬ ।
৯।২।১৯৫৯, সকাল ১০-২০

জীবনের যন্ত্রণ-ক্রিয়াকে
জান কি—
যাতে বিধান ও ব্যক্তিত্ব বেঁচে থাকে—
স্মৃতিচেতনার স্রোতানুবর্ত্তনায় ?
তা' যদি জান—
কৃতিতৎপরতা নিয়ে,
তাহ'লেই
বিশেষ সংশোধনে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে যা'-কিছুকে
এমনতরভাবে
যাতে সাত্বত সন্দীপনায়
জীবনীয় হ'য়ে
বর্দ্ধনায় চলৎশীল হ'য়ে চলবে তা'—
বৈশিষ্ট্যসঙ্কুল সংবেদনী
স্মৃতিচেতন-সন্দীপ্ত হ'য়ে ;
বাঁচতে চাইলেই,
বাড়তে চাইলেই,
ঐটাকেই আগলে ধ'রে চলতে হবে,
যেখানে এর ব্যতিক্রম—
সপরিবেশ তোমাকে সেখানে
ব্যতিক্রমপন্থী হ'য়ে
আত্মবঞ্চনায় প্রতারিত হ'তে হবে । ৯০৩৭ ।
১৩।২।১৯৫৯, রাত ১১-৩০

আমি যা' দেখেছি,
যেমন দেখেছি,
যা' শুনেছি,
যেমন শুনেছি,
—এই দেখে, শুনে যা' ভাবি ও বুঝি
তা' হ'চ্ছে এই—

বিপ্রই বল,
ক্ষত্রিয়ই বল,
বৈশ্যই বল বা শূদ্রই বল—
ইষ্টানুসরণ ও কৃষ্টি-অনুশীলনের অভাবে
ব্যতিক্রমী চালচলনের হ্যাপায় প'ড়ে
যে, অনেকেরই অপগতি হয়েছে
বা অনেকেই দোষদুষ্ট হয়েছে,—
তা' যদিও অতিনিশ্চয়,
তথাপি এই বিপ্র, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্রের ভিতর
বহুলোকে এখনও
সদৃশ ঘরে বিবাহ-পদ্ধতিকে
ত্যাগ করে নি ;
এবং তা'র ফলে তাদের
অন্তর্নিহিত সংস্কারের
অভিজাত জৈবী-সংস্করণ
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
আত্মবিকাশ ক'রে আছে ;
তাই, অপগতি হ'লেও
সেগুলি প্রায়শঃ ঐ
ইষ্টানুগ কৃষ্টি-অনুশীলনের অভাবে
এবং বহুদিনের পরাধীনতায়
দাসমনোবৃত্তিতে যে ঘটেছে,
তা' ঠিকই ;
ভাবলে অবাক হ'তে হয়,—
এমনতর দাসমনোবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও
নিজেদের এই ধারা-বৈশিষ্ট্যকে
বজায় রাখা
কি কম অনুশীলন-তৎপরতার
ভাণ্ডারের সাক্ষী ?
কত অত্যাচার, অবিচার, অনাচারের

ঝড় বয়ে গেছে,
ব্যতিক্রমের বন্যা বয়ে গেছে
এদের উপর দিয়ে—
তা'র কোন ইয়ত্তা নেই,
তা'ও রুদ্ধ-কণ্ঠে
রিক্ততপা হ'য়ে
তপের সৎধারা যেগুলি
তা'রা সে-সব রক্ষা ক'রে এসেছে—
কোথাও বেশী,
কোথাও কম ;
তাই, পুরাজীবন অর্থাৎ যাদের বংশধর তোমরা
তাদের ইষ্টতপের কৃষ্টি-অনুশীলন
যে, কত প্রগাঢ় ছিল
আমার মতন ক্ষুদ্র জীবের
তা' ভেবে অবাকই হ'তে হয় ;
যে সব ঘর
ঐ রকম সদৃশ ঘরে
বিবাহাদি ক'রে এসেছে এবং আসছে,
এবং দেশের নানা পরিণতি সত্ত্বেও
স্বাভাবিক অনুশাসনের নিয়মনায় চ'লে
নিজেদের ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তে দেয় নি,
তা'রা কি কম কৃতিত্বের অধিকারী ?
ফল কথা, শুক্রকীট
সঙ্গতিশীল ডিম্বকোষের ভিতর
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
যে সর্ব্বাঙ্গীণ সম্বেদনার সৃষ্টি ক'রে
অনুপ্রেরণায় যে সহজ গঠন সৃষ্টি করে—
সংস্কারের অনুলেখা আশ্রয় ক'রে,—
তাই তো জীবের দেহ-সম্বলিত জীবন ;
আর, যা'র যেমনতর সংস্কৃতি
সে আবার

দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকটি সংঘাতকে
উপযুক্তভাবে নিয়ে
নিজেও তদনুগ
অনুপ্রেরিত সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
আত্মরক্ষার পটুদীপনায়
যা'র যা' যেমনতর সম্ভব
তেমনি ক'রে খেটেখুটে খেয়ে
বেঁচেবর্ত্তে থাকে—
বাঁচতে, বাঁচাতে,
ব্যতিক্রমী সাড়াগুলিকে
অপনোদন ক'রে
সম্বর্দ্ধনী যা'-কিছুকে
সত্তায় সংসিদ্ধ ক'রে তুলতে—
শারীর উপকরণের ভিতর-দিয়ে
তাকে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে ;
আমরা এখন যেমনতর অবস্থায় নেমে এসেছি—
তা' কিন্তু দুরদৃষ্টেরই দুঃখদীপনা ;
যা' একদিন ভজনায়
ভাগ্যকে চরিতার্থ ক'রে
সৌভাগ্য-সন্দীপ্ত অমর আলোকের উদ্দেশ্যে
ছুটেছিল,—
এখন যদিও তা' অতি কৃশ,
তবুও তা' ঐ পুরাতনেরই সাক্ষী,
সেই ভজন-উৎসর্জ্জনারই কুট নমুনা ;
তাই বলি—
এখনও যদি ফিরি,
এখনও যদি চলি,
এখনও যদি নিজের ঐতিহ্য, ইষ্ট, কৃষ্টির
উপর দাঁড়িয়ে
দুনিয়ার প্রজ্ঞাকে বিনায়িত ক'রে
আয়ত্ত করতে শিখি,

সে-সুদিনের আশা করা
একদম পাগলামি হবে ব'লে মনে হয় না ;
আবার, যা'রা ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়েছে—
সদৃশ বিবাহকে পরিত্যাগ ক'রে
বা সমীচীন উন্নত সমকুলে
বিবাহ না ক'রে,
অর্থাৎ এক-কথায়, প্রতিলোম-বিবাহকে
আশ্রয় ক'রে
অবনতিকে আলিঙ্গন ক'রে চলেছে—
সৎ-সুন্দর গোঁড়ামি যা' তা'কে ত্যাগ ক'রে,—
তা'রা নিজের তো শত্রু বটেই,
আর, ঐ সংক্রমণে
অনেককেই সংক্রামিত ক'রে
জাহান্নমের রাস্তা
সুন্দর পূতি-পঙ্কিল ক'রে চলেছে—
যে সৌন্দর্য্যে
আত্মবিবেক যাদের আছে
তা'রা কিছু-না-কিছু
শিউরে ওঠেই,
কারণ, প্রতিলোম অথবা বিসদৃশ বিবাহে
মানুষ ঐ বিষম-সংস্কারবাহী হ'য়ে
বিকৃতির এক একটি
বিকট সংস্করণে পরিণত হ'য়ে থাকে :
আমার কথা এই—
সুষ্ঠু বৈধী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
এখনও চল,
ইষ্টকৃষ্টিকে আঁকড়ে ধর,
অনুশীলন-তৎপর হও,
কৃতী হও,
উত্তাল উদ্যমে
যতটুকু ক্ষমতা তোমাতে নিহিত আছে

অমৃত-অনুসন্ধানে
তা'কে সার্থক করে তোল ;
আবার, যা'রা ব্যতিক্রমদুষ্ট—
জৈবী-সংস্থিতির উন্নয়নের ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে ক্রম-নিয়মনায়
ভজন-উচ্ছল ক'রে তুলতে
ত্রুটি ক'রো না ;

আবার, ভজন মানেই—
অনুরাগ, সেবা, দান, আশ্রয়, বিভাজন ;
এমনি ক'রেই স্বাধীনতাকে
সার্থক করে তোল ;
স্বাধীনতার মূল কথাই হ'চ্ছে
স্ব অর্থাৎ সত্তার অধীনতা—
সাত্বত বিধানের অনুবর্ত্তনা,
অর্থাৎ বৈধী চলনে চ'লে
স্বকে সমীচীনভাবে
ধারণ-পালন-বর্দ্ধনে
নিয়োজিত করা,
পরিচর্য্যা করা ;
পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে
সাত্বত যা'-কিছুকে
শুভ-সঙ্গীতিতে এনে
সন্দীপ্ত ক'রে তোলা—
জীববিজ্ঞানের উপযুক্ত বিজ্ঞ পরিচর্য্যায় ;
তাহ'লেই তুমি, আমি সবাই
জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠব,
আর, সে-সার্থকতার সৌধ
নিজের দেশকে বিদীপ্ত ক'রে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে
সব দেশের সবাইকে ;
এই চলনেই সার্থকতায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে ?

না, জাহান্নমকে সার্থক করে তোলাই,
সর্ব্বনাশকে সার্থক ক'রে তোলাই
অপগতিকে অর্থান্বিত ক'রে তোলাই
জীবনের ভজনসঙ্গীত হ'য়ে উঠবে ?
তামস ধান্ধার মূক জড়ত্বে
অন্তর-বাহিরকে
পূতি-ধূমায়িত ক'রে
নিজেদের সর্ব্বনাশের দিকে
জাহান্নমের দিকে
এগিয়ে দেওয়াই কি
তোমাদের সার্থকতা হ'য়ে উঠবে ?
না, জীবনে, বর্দ্ধনে
শোভন সন্দীপনায়
সৌষ্ঠব-অন্বিত সামসঙ্গীতে
নিজেদের অনুশীলনগীতিকে
উচ্ছল ক'রে তোলাই
তোমাদের অন্তর-বাহিরের
রাগপ্রেরণা হ'য়ে উঠবে ?
ভেবে দেখ,
বুঝে নাও ধীর মস্তিষ্কে,
যেমন মন লাগে,
তা'ই কর । ৯০৩৮ ।
১৭।২।১৯৫৯, রাত ৭-৫০

জীবনীয় কৃষ্টি-কাঠামো—
যা'র 'পর দাঁড়িয়ে
পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গতিশীল জীবনীয় সম্পদকে
আরোর দিকে পরিচালিত করা যায়—
সুচারুভাবে,
তা'কে যদি ঐতিহ্য বা tradition বলি,

তাহ'লে কি ভুল হবে ? ৯০৩৯ ।
২৩।২।১৯৫৯, বিকাল ৫-২২

যে-দেশেই হো'ক না কেন,
আমার মনে হয়—
চাকুরী যাদের একমাত্র জীবিকা,
এমনতর লোক যতই বেড়ে চলবে—
তাদের শিক্ষা-দীক্ষা থাকুক বা নাই থাকুক,
বা যেমনতরই থাকুক,
সে-দেশের বিধান-ব্যবস্থা
সৌষ্ঠবমণ্ডিত নয় ;
কিন্তু সৎ সাবলম্বীদের সংখ্যা
যেখানে সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে—
ঐ চাকুরীজীবীদিগকে অতিক্রম ক'রে,—
সেই লক্ষণ দেখে বুঝে নিও—
দেশ কতখানি উন্নত ও উদ্দীপিত
হ'য়ে চলেছে । ৯০৪০ ।
২৪।২।১৯৫৯, রাত ৭-৩৫

সদৃশ বর্ণে ও সমীচীন অনুলোমক্রমে
যৌন-সংস্রব না হ'লে
বোধ ও ভাববৃত্তির
বিষম ব্যতিক্রম সংঘটিত হ'য়ে থাকে,
ব্যক্তিত্ব, মর্য্যাদা, দক্ষতা
ও অনুশীলনী কলাকৌশলও
বিষম ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
এক-কথায়, স্ব-এর ভাবই
বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
স্বভাবেও তাই
বিপর্য্যয় দেখতে পাওয়া যায় ;

বোধ ও ভাববৃত্তির বিপর্য্যয়-হেতু
ব্যক্তিত্বের সঙ্গতিশীল পর্য্যায়ী অনুচলন
ঐ দোষাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে ;
এই এমনতর লোকের কাছে গিয়ে
কখন কিরকম সাড়া পাওয়া যাবে,
তা'র কোন ঠিক-ঠিকানা নাই ;
তাই, তা'র কৃষ্টিও
অনাসৃষ্টির স্রষ্টা হ'য়ে ওঠে—
একটা ক্রমহারা বীভৎস ব্যক্তিত্বের হ্যাপায় প'ড়ে। ৯০৪১।
২৪।২।১৯৫৯, রাত ৯-৪০

অনুশীলনাত্মক কৃষ্টি হ'তেই
সংস্কারের উদ্ভব,
আবার, ঐ সংস্কার যতই
সঙ্গতিশীল,
বোধ-বিনায়িত,—
জ্ঞানেরও তেমনতরই বিকাশ হ'য়ে থাকে ;
আর, ঐ জ্ঞানোদ্ভব
যা'র যত বিশেষভাবে
জ্ঞাত হ'য়ে উঠেছে—
তা' আনাচ-কানাচ সব-কিছু দিয়ে—
তিনিই বিজ্ঞানী ;
আর, ঐ বিজ্ঞতার
সুনিবন্ধ প্রাজ্ঞ চেতনাই হ'চ্ছে—
প্রজ্ঞা। ৯০৪২।
২৬।২।১৯৫৯, বিকাল ৪-১২

সাত্বত যত যা'ই পড় না কেন,
প'ড়ে, বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে দেখ—
তা'র ভিতর তোমার কী কী করণীয় আছে ;

তোমারই হো'ক
বা অন্যেরই হো'ক,
জীবনীয় ধৃতিবর্দ্ধনার জন্য
বেশ ক'রে প'ড়ে-শুনে ভেবেচিন্তে
করবার যদি কিছু থাকে,
সেগুলি ক'রে চল ;
যা'র কাছে যেমন সাহায্য নিলে
সেগুলি সমীচীনভাবে সংঘটিত ক'রে তুলতে পার,
তা'তে একটুও দেরী ক'রো না ;
ঐ জীবনীয় অধিষ্ঠিতির
ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
করার ভিতর-দিয়ে
তাকে রূপায়িত ক'রে তোল ;
তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তির
রূপায়িত করার আগ্রহকে
বাস্তবে যতই রূপায়িত ক'রে তুলতে পারবে,
তুমি তো সাধুতপা হ'য়ে উঠবে ততই,
তা' ছাড়া, তোমার সঙ্গে যা'রা যা'রা
এই কৃতিযজ্ঞে যোগ দিয়ে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠবে,
বাস্তব কৃতিবিদ্যায় তা'রাও
গজিয়ে উঠবে অমনতরভাবে ;
নয়তো, পড়াশুনা যদি
পড়াতেই বিলীন হ'য়ে যায়,
সে-পড়া প্রাণদ হ'য়ে ওঠে না কখনও,
পুণ্যপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না কখনও ;
তাই বলি—
পড়ার যদি ঝোঁক থাকে,
করার ঝোঁককে তা'র সাথে
সজাগ, সম্বুদ্ধ ও অনুশীলনতপা ক'রে তোল,
আলসে পড়া

আলস্যেরই ওরফ-দোস্ত । ৯০৪৩ ।
২৬।২।১৯৫৯, রাত ৮-৩০

তোমার বোধদীপ্ত সঙ্গতিশীল
শুভ-সম্বর্দ্ধনী কথা যদি থাকে,—
তা' অন্যের কথা উল্লঙ্ঘন ক'রে
যত না বল, তত ভাল,
বরং তাদের যেমনতর বুঝ
সে-বুঝকে তহবিল ক'রে নিয়ে
তোমার ঐ বোধদীপ্ত সঙ্গতিশীল
যা'-কিছু কথা থাকে,
সেগুলিকে তাদের রকমে উস্‌কে তুলে
যাতে তাদের
শুভ-সম্বর্দ্ধনী তৃপ্তির উদ্‌ভব হয়,
তা'ই ক'রে
সেগুলিকে যত
সুচারুভাবে বলতে পারবে—
প্রয়োজনানুগ ভাবভঙ্গীর
রকম-সকম নিয়ে,
সবারই মনোজ্ঞ পরিবেষণের সহিত,—
ততই কিন্তু
তাদের অন্তঃকরণকে
আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারবে ;
বিপরীতভাবে যদি
কোন ভাল কথাও বল,—
বোধ বা বুঝের অভাবে
তা'ও কিন্তু নাকচই হ'য়ে দাঁড়ায় ;
সুচারু কায়দায় ঐ কথার টিকগুলিকে
ঠিকঠাক ক'রে ধ'রে সাজিয়ে
তাদের মনোমত ক'রে
যদি তাদের অন্তরে সাজিয়ে তোল,—

তৃপ্তি পাবে,
কল্যাণের অধিকারী হবে তা'রাও,
সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও। ১০৪৪।
২৬।২।১৯৫৯, রাত ৯-২৫

মানুষ চলতে চায়,
বলতে চায়,
বুঝতে চায়,
জানতে চায় কেন ?
কারণ, তা'র অন্তঃস্থ সমস্যাগুলিকে
বিনায়িত ক'রে,
শুনে, বুঝে, সুঝে
সুনিশ্চিত স্বস্তিচলনে চ'লে
তাকে সঙ্গতিশীল ক'রে নিয়ে
অন্তরের বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
নির্দ্ধারণ করতে চায়—
তা'র বাঁচবার ও বাড়বার পথ কী !
নিরোধ করতে চায়
ঐ বাঁচবার ও বাড়বার বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে ;
তাই, দেখতে পাবে—
সাধারণতঃ মানুষের
দেখবার, শুনবার, বুঝবার,
এক-কথায়, সমস্যা-সমাধানী প্রবৃত্তি বহুত ;
আর, এর ভিতর-দিয়ে
তা'র অন্তঃস্থ গ্রন্থিগুলির
এলোমেলো ভাবগুলিকে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
সেদিকে চ'লে-ফিরে
কৃতী হ'য়ে
সে কৃতার্থ হ'য়ে উঠতে চায় ;

আর, এ যার যত যেমনতর
তার ঐ আগ্রহও তেমনই ;
অন্ধ বোবা বধির হ'য়ে থাকা
তার পক্ষে ভীষণ কষ্টপ্রদ ;
তাই, বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
দেখে, শুনে, বুঝে
তা'র বুদ্ধিকে অকাট্য ক'রে তুলতে চায় ;
আবার, যার অন্তঃস্থ সংস্কার যেমনতর,
ভাববৃত্তিকেও সেই রঙে রাঙিয়ে
বেছে-বেছে সেই চলনকেই
ঠিক ক'রে নেয় ;
থেকে—
বাঁচাবাড়ার আকুতি নিয়ে
তরঙ্গায়িত তরতরে আগ্রহকে
উচ্ছল ক'রে
অন্তরের উদ্‌গ্রীব সন্ধিৎসা-আকুতি নিয়ে
উদ্বিগ্ন হ'য়ে সে যে চলতে থাকে,—
তার মরকোচই ওখানে,
তাই কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারে
তা'র ঐ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতাকে
যে যত প্রশমিত করতে পারে—
সমস্যার মীমাংসার দিকে আশ্বস্ত ক'রে,—
সেও প্রসন্ন হ'য়ে থাকে
তা'র প্রতি তেমনই ;
আর, তার ঐ ক্রমচলনকে
মুসড়ে দিয়ে
ঐ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতাকে
যতই কঠোর ক'রে কেউ তোলে,
বিরক্তও হয় সে তা'র প্রতি তেমনই ;
তাই, তার ঐ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতাকে
অবহেলা ক'রো না,

মীমাংসায় সরল ক'রে তোল,
আশায় উচ্ছল ক'রে তোল,
তার ঐ অন্তঃস্থ উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্নতার
অবসান ক'রে দিয়ে
চলবার পথকে
পরিষ্কার ক'রে দাও ;
সুকৃতির পরিচলনে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে
অন্তরের শঙ্কিত বেদনার
অবসান হ'য়ে উঠুক তার ;
তুমি ধন্য হও অমনি ক'রে—
শুভ-সন্দীপনায়
তা'কে কল্যাণযাত্রী ক'রে,
দায়িত্বশীল অনুবেদনায় । ৯০৪৫ ।
৯।৩।১৯৫৯, সকাল ৮-১৫

বুঝমান হও,
বোধমান হও—
তা' যে-বিষয়েই হো'ক না কেন—
সব দিক দিয়ে,
যা'তে তোমার করণীয়
একায়িত হ'য়ে ওঠে—
কর্ত্তব্যের কৃতিচলনে ;
আবার বলি—
বুঝেও বুঝতে চেষ্টা কর,
জেনেও জানতে চেষ্টা কর,
ক'রেও আরোতর হ'য়ে চল ;
এমনি ক'রে—
বলাই হো'ক,
বোঝাই হো'ক,
জানাই হো'ক,
করাই হো'ক—

সব যা'-কিছুকে সব দিক দিয়ে
সুসঙ্গতির সহজ তাৎপর্য্যে
নিজেকে চৌকস ক'রে তোল,
তোমার প্রশ্ন যেন মীমাংসাতেই
আত্মবিলয় করে,
তবে তো ?
ফল কথা, তোমার ব্যক্তিত্ব
ঐ রঙেই রঙিল হ'য়ে উঠুক । ৯০৪৬ ।
৯।৩।১৯৫৯, দুপুর ১২টা

দোলোৎসব-উপলক্ষে প্রদত্ত বাণী

আজ সেই
শ্রীভগবানের দোললীলার
পূত স্মারক-তিথি,
আর,
এই পুণ্য তিথিতে
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শুভ-আবির্ভাব
তাঁরই স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে ;
সেই পুরুষোত্তমের কাছে
আমার একান্ত প্রার্থনা—
এই দোলস্মৃতি
সবার অন্তরকে
সুদোলায়িত ক'রে
পরিচর্য্যায়
প্রত্যেক হৃদয়কে
আন্দোলিত ক'রে তুলুক ;
আর, পারস্পরিকতার
সঙ্গতিশীল সুখ-অনুবন্ধনে

সবাই সাত্বত সমন্নীতি নিয়ে
তাঁরই অনুরঞ্জনায়
প্রতিপ্রত্যেককে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক ;
আমি দীন,
অতি নগণ্য,
কিন্তু জানি—
নগণ্যের শুভ সন্দীপনাকেও
তিনি সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে থাকেন ;—
আমার এই প্রার্থনা-অঞ্জলিও
তিনি গ্রহণ করবেন । ৯০৪৭ ।
১০।৩।১৯৫৯, বিকাল ৫-৫৫

ইষ্ট, সদ্‌গুরু বা সৎ-আচার্য্যের
সেবানন্দিত স্বস্তিকে
সম্বৃদ্ধ ও সুচারু ক'রে
সর্ব্বতোভাবে যাতে নিষ্পন্ন করতে পার,
সে ব্রতকেই গ্রহণ কর—
সন্দীপনী সঞ্চারণ নিয়ে :
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ তাতে,
আত্মপ্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে
তাইই উপভোগ কর ;
এই অমনতর ক'রে তাঁকে গ্রহণ
তোমার গ্রহদোষগুলিকে
অনেকখানি প্রশমিত ক'রে তুলবে,
বোধদ্যোতনই বিভূতিতে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে অনেকখানি,
রেহাইও পাবে অনেকটা ;
তুমিও স্বস্তি-অনুরঞ্জিত হবে—
স্বস্তি পরিবেষণ ক'রে সবাইকে । ৯০৪৮ ।
১২।৩।১৯৫৯, রাত ৮টা

তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তিকে
ইষ্টব্রতী ক'রে তোল,
ইষ্টানুশাসনে সমীচীনভাবে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চল—
ধৃতি ও কৃতিকে সুসম্বন্ধান্বিত ক'রে
দ্যোতন প্রভায় প্রদীপ্ত ক'রে নিয়ে ;
অসৎ-নিরোধী হ'য়েও
কৃতি-তৎপরতায়
কৃতি-অনুশাসন নিয়ে
পারস্পরিকতাকে সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনে বেঁধে
প্রতিটি পরস্পরের ভিতর
নিজের এই ভাবপ্রেরণাগুলিকে
উচ্ছল-উদ্দীপ্ত ক'রে
কৃতি-সন্দীপনায়
উৎসব-উদ্যত ক'রে চল—
যা'তে নিপুণ পর্য্যালোচনা নিয়ে
যা'-কিছু করণীয়
সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে
সমীচীনভাবে বাস্তবায়িত ক'রে
তুলতে পার ;
আর, সেই বাস্তব কৃতি-অনুশীলন
এমনতর ফল প্রসব করুক
যা'তে সপরিবেশ তুমি
সুসম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ ;
এমনি ক'রে তোমার বাঁচাবাড়ায়
প্রতিপ্রত্যেকে
বাঁচাবাড়ার অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
তোমার জীবনপ্রভা
প্রত্যেকের জীবনীয় হ'য়ে উঠুক—
ধৃতি ও কৃতি-নন্দনায়
সবাইকে উচ্ছল ক'রে ;

আর, সার্থকতা ওখানেই
স্বতঃ-ফুটন্ত হ'য়ে
তোমাকে অভ্যর্থনা করুক । ৯০৪৯ ।
১২।৩।১৯৫৯, রাত ৮-৩০

যা'রা মানে না,
তা'রা বোঝে না,
বোঝবার প্রয়াসও তাদের কম,
তাই, তা'রা জানতে পারে না,
জানার সূত্রই হ'চ্ছে—
মানা, বোঝা,
ক'রে সেটাকে
জানায় আয়ত্তে আনা,
তবে তো জ্ঞানী;
ফল কথা, জানতে হ'লেই
নিষ্ঠা নিয়ে মানতে হবে,
বুঝতে হবে,
করতে হবে—
সুনিষ্ঠ স্মরণ-মনন-শীল
অনুচর্য্যাব্রতী হ'য়ে। ৯০৫০ ।
১২।৩।১৯৫৯, রাত ১১-৫

এলোমেলো, অগোছাল
প্রবৃত্তিরঙ্গিল চলনে
চললেই হবে না,
হওয়ার প্রথম ও প্রধান হ'চ্ছে—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হওয়া,
ধৃতিচলনে স্বস্তিপ্রসন্ন হ'য়ে চলা,
সঙ্গে-সঙ্গে চাই
কুশলকৌশলী ঊর্জ্জীতেজা
পরাক্রমশালী হ'য়ে

অসৎ-নিরোধী হ'য়ে চলা,
প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে
সজাগ সম্বুদ্ধ ক'রে
বোধবাহী ক'রে তোলা ;
শুধু একটা কাঠের পুতুলের মত
সাধু সেজে ব'সে থাকলে চলবে না,
ধৃতি-অনুশীলন-প্রতুল হ'য়ে
স্বস্তি-প্রসন্ন শিষ্ট চলনে
কৃষ্টির উপাসক হ'তে হবে,
ঐ অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'তে হবে,
যথাসম্ভব হাতে-কলমে
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে চলতে হবে,
তোমার বাক্যকে
সজাগ, সুন্দর, তেজস্বী ক'রে তুলে
প্রত্যেকের অন্তরস্পর্শী ক'রে তুলতে হবে—
চেতনার প্রাণনোদ্দীপনায়
প্রত্যেকের হৃদয় মধুময় ক'রে তুলে ;
এমনি ক'রেই
প্রত্যেকের আত্মীয় হ'য়ে উঠতে হবে—
প্রতিপ্রত্যেককে আত্মীয় ক'রে তুলে,—
অর্থাৎ আত্মার ধারয়িতা, পালয়িতা
হ'য়ে উঠতে হবে,
সত্তার ধারয়িতা হ'য়ে উঠতে হবে,
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে হবে ;
তোমাদের চলনগুলি যদি
এমনতরভাবে
বাস্তবায়িত ক'রে না তোল,
পরবর্ত্তী যা'রা গজিয়ে উঠছে
বা গজাবে,
তাদের অদৃষ্টলেখাকে
সুশীল, পরাক্রমব্যঞ্জক সুলেখায়

সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না ;
বিধ্বস্ত হবে তুমি,
বিধ্বস্ত হবে তোমার সন্তান-সন্ততি,
আর, বিধ্বস্তির আগুনে জ্বলতে জ্বলতে
সারা হবে তোমার দেশ,
যার প্রথম স্থণ্ডিলই হ'চ্ছে
তোমার জন্মভূমি ;
তাই, বিশেষ ক'রে বলছি—
এখনও ওঠ,
এখনও জাগ,
এখনও কর,
নিজে অলসক্লীব না হ'য়ে
পুরুষত্বকে আবাহন কর,
তোমার সমস্ত বিধান
ঐ পুরুষত্বে বিনায়িত হ'য়ে
পুরুষকারে অঢেল হ'য়ে উঠুক ;
এই হ'চ্ছে আসল ধৃতিমন্ত্র—
যা' তোমার স্মৃতিচলনে উচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
উত্তাল সম্বৃদ্ধিতে
সম্বেগশালী করে তুলবে—
সব যা'-কিছুকে নিয়ে ;
স্মরণে রেখো—
না-পারার কৈফিয়তে
রক্ষণ নেই কো,
তাই, তাতে ধৃতিও নাই,
স্বার্থও নাই । ৯০৫১ ।
২৩।৩।১৯৫৯, সকাল ১০-১৫

তোমার চিন্তা, চর্য্যা, চলন
যা'-কিছু সব

কল্যাণপ্রসূ হ'য়ে উঠুক,
কল্যাণপ্রেরণায়
কপিধ্বজ হ'য়ে ওঠ তুমি,
সার্থক সঙ্গতিশীল ধৃতিচলন
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
উৎসারিত হ'য়ে উঠুক—
স্থৈর্য্যশীল উদাত্ত উচ্ছলতায় ;
অমনি ক'রেই জীবন তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
তোমার পরিবেশের প্রত্যেকের
অন্তঃস্থল উচ্ছলিত ক'রে—
দায়িত্বশীল সক্রিয়তায়,
অনুকম্পী অসৎনিরোধী তৎপরতা নিয়ে। ৯০৫২।
২৬।৩।১৯৫৯, সকাল ১০-৬

যে
প্রেষ্ঠনিদেশ সত্ত্বেও
তা' বিহিতভাবে পরিপালিত ক'রে
দায়িত্বশীল আগ্রহে
তা'কে সুমূর্ত্ত ক'রে
বাস্তব বিন্যাসে
বদ্ধপরিকর নয়—
কৃতি-উৎসর্জ্জনা নিয়ে,
বরং অবজ্ঞা-বিধ্বস্ত ক'রেই থাকে,
সে যেই হো'ক
বা যেমনতরই হো'ক না কেন,
তা'র অন্তঃস্থ প্রেষ্ঠ-আবেগ
ভাবদীপ্ত তো নয়ই,
বরং তাঁর প্রিয় হ'য়েও
তাঁকে ব্যতিক্রমী ভাঁওতাবাজিতে
বিধ্বস্ত ক'রে থাকে,

আর, ঐ বিধ্বস্তি
ব্যত্যয়ী বিভ্রান্তি নিয়ে
আত্মসমর্থনের বিকৃত আঘাতে
বহুল ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
বিধ্বস্তিকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
অব্যবস্থ দায়িত্বহীন প্রেম
বিকৃতিরই বিষাক্ত নিঃশ্বাস। ৯০৫৩।
২৬।৩।১৯৫৯, বেলা ১১-৮

তোমাদের জীবন-অভিযান
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের
পরমাত্মীয় হ'য়ে
দৈন্য-দুর্ব্বিপাক সব এড়িয়ে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক ;
প্রত্যেকে বাঁচুক, বাড়ুক,
জীবনীয় কৃতিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
ধৃতিপরিচর্য্যায় উচ্ছল হ'য়ে
সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
এই দুনিয়াটাই
স্বর্গের লীলাভূমি হ'য়ে উঠুক,
—পরম কারুণিক যিনি,
তাঁর কাছে আমার এই একান্ত প্রার্থনা। ৯০৫৪।
২৮।৩।১৯৫৯, বিকাল ৫-৩

মুঙ্গেরের শ্রীকেশব পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্যে
আশীর্ব্বাণী

আপনাদের জীবন-অভিযান
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেক মানুষ
প্রত্যেক মানুষের
পরমাত্মীয় হ'য়ে
দৈন্য-দুর্ব্বিপাক
সব এড়িয়ে
সার্থকতায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক ;
প্রত্যেকে বাঁচুক,
বাড়ুক—
জীবনীয় কৃতিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
ধৃতি-আরাধনায়
উচ্ছল হ'য়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
এই দুনিয়াটাই স্বর্গের
লীলাভূমি হ'য়ে উঠুক ;
পরম কারুণিক যিনি—
তাঁর কাছে আমার
এইই একান্ত প্রার্থনা ।

২৯।৩।১৯৫৯, বিকাল ৫-৩

কে কী অন্যায় করে—
তা' জান,
কিন্তু জেনেশুনে
তা'কে লাঞ্ছিত ক'রো না,
প্রীতি-নিয়মনায়
কথার ভিতর-দিয়ে

সেটা শুধ্‌রে নিতে চেষ্টা ক'রো ;
আলোচনা-প্রসঙ্গে
মিষ্টি-কথায় বল—
'দেখ,
এই অন্যায় না করলে
অন্যের কাছে তুমি
কত সুন্দরই না হ'য়ে উঠতে' ;
লাঞ্ছনার সহিত
তোমার দোষের কথা
যখন কেউ বলে,—
তোমার ভাল লাগে না,
অন্যের বেলায়ও তা'ই,
বুঝমান যে—
তোমার ঐ প্রীতি-পরিচর্য্যী
সাবধান-বাণীতে
বরং সুখী হবে,
শোধরাতে চেষ্টা করবে,
বিরক্ত হবে কমই,—
এই আমার মনে হয়। ৯০৫৫।
৪।৪।১৯৫৯, বিকাল ৪-৪৫

নব-বর্ষের আশীর্ব্বাণী

জীবনের দুন্দুভি-চলন
উত্তাল হ'য়ে উঠুক,
ঐ উত্তাল অভিসার
প্রতিপ্রত্যেককে
উজ্জীতপা আয়ুষ্মান্‌
ক'রে তুলুক,

ধী ও বোধির
বিবেক-বিন্যাসে
সব যা'-কিছুকে
সংহত ক'রে
সন্দীপ্ত বৰ্দ্ধনায়
বিস্তৃত ক'রে তুলুক ;

তোমরা জাগ,
তোমরা ধর,
তোমরা কর,
চর্য্যা-যজ্ঞে
জীবনকে—
ব্রাহ্মী-আহুতির ধূমবহ্নিকে
সরস সন্দীপনায়
সব যা'-কিছুতে
পরিবেষণ ক'রে তোল ;

তুমি আছ,
তুমি থাক,
আর, এই থাকা
অটেল হ'য়ে
উত্তাল অভিসারে
বিস্ফারিত বিস্তার-অন্বয়ে
অভিদীপ্ত হ'য়ে
সবাইকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলুক ;

তুমি এক—
বহুতে পরিব্যাপ্ত হও,
ঐ পরিব্যাপনী প্রত্যেক
তোমারই এক একটি
উজ্জয়িনী অভিসারণাকে
আমন্ত্রণ ক'রে
সবাইকে সবার ক'রে তুলুক ;

আনন্দ—
ঐ আনন্দ-ঘন নিত্যানন্দ
নিত্য দীপনায়
ঊর্জ্জনার উজ্জ্বলন-গতিতে
প্রতিপ্রত্যেককে
বল, বিক্রম ও অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
নিয়োজিত ক'রে তুলুক,—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
শান্তি, স্বস্তির
শুভ-অনুধ্যায়িনী অনুচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
সব কিছুকে
সুন্দরে সন্দীপিত ক'রে তোলে—
ভাববৃত্তির ইষ্টোচ্ছল উন্মাদনায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে ;
তাই আবার বলি—
ওঠ,
জাগ,
উত্তাল হ'য়ে চল,
জীবনীয় তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে
সব অন্তরে অন্তরে
দীপ্ত জীবনে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
জীবনের লুব্ধ উচ্ছিত
বোধ-বিপর্য্যয়ী
ক্ষয় ও ক্ষতি
যা' সাত্বত বর্দ্ধনাকে
বিক্ষোভিত ক'রে তোলে,
তা'কে উত্তাল নিরোধে
নিরোধ ক'রে
অবলুপ্ত ক'রে দাও,

শান্তি, স্বস্তি, স্বধার সামগানে
কৃতি-হোম-উদ্দীপনায়
সমস্ত হৃদয়কে
পরিতৃপ্ত ক'রে তোল ;
আরো বলি আবার—
অলস হ'য়ে থেকো না,
ওঠ,
কর,
চল,
সবার হৃদয়ের কেন্দ্র
ঐ তোমাতেই,
আর, তোমাদের প্রত্যেকের
হৃদয়-কেন্দ্র
যেন দীপালী দীপনায়
সজ্জিত হ'য়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
ঐশ্বর্য্যের অঢেল উচ্ছলায়,
বল ও বিক্রমের
বহ্নি-দীপনায়,
মেধা, বোধ ও বিবেকের
বীচি-চলনে
সব যা'-কিছুকে
সংহত ক'রে
কুলস্পর্শী হ'য়ে ;
এই উত্থান
সমস্ত পতনকে
অবদলিত ক'রে
উদ্দীপনী তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
আমার এই অকাট্য প্রার্থনা—
আমার এই পরম আকুত নিবেদন

যিনি সবার একান্ত—
আমারও এক অদ্বিতীয়,
তাঁর চরণে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
সব জীবনে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
কর,
করুণার অধিকারী হও,
দয়ার অধিকারী হও,
পাওয়ার অধিকারী হও,
দেওয়ার অধিকারী হও,
বলার অধিকারী হও,
চলার অধিকারী হও,
বোধ ও মেধার অধিকারী হ'য়ে
প্রাজ্ঞ চেতনায়
সব যা'-কিছুকে
প্রজ্জ্বালিত ক'রে তোল—
সবাইকে আপদ্‌শূন্য ক'রে—
নিরাপদ ক'রে
শুভ স্থণ্ডিলে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলে ;
প্রার্থনা আমার—
সেই পরমকারুণিক
পরমপিতা
যিনি সব যা'-কিছুরই বপ্তা—
আমার,
তোমার,
প্রত্যেকেরই—
তাঁর করুণা-নির্ঝর
সব অন্তরে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
সবাইকে

সাধু কৃতি-উদ্দীপ্ত
ক'রে তুলুক ;
দয়াল আমার !
করুণাময় তুমি,
কৃতি-উদ্দীপনা তুমি,
ভাববৃত্তির স্বতঃসম্বেগ তুমি,
সবাইকে
শুভের
কল্যাণের
অধিকারী ক'রে
মাঙ্গলিক আবহাওয়ায়
দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত ক'রে তোল ;
শান্তি,
স্বস্তি,
তৃপ্তি,
একাধারে মাঙ্গলিক যা'-কিছু আছে,
সবই যেন উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
তোমার করুণা-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;
দয়াল !
আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর,
আমি যে চাই তোমার কাছে,
আমি যে সন্তান,
আমি কার কাছে চাইব বল ?
তুমি ছাড়া
আর কি কেউ আছে ?
তাই, চাইতে হ'লেই
তোমার কাছে চাইতে হয় ;
দয়াল !
আবেদন আমার মঞ্জুর কর,
সবাইকে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
সুন্দর ক'রে তোল,

সুশোভন ক'রে তোল,
সবার উপরে—
সবাই কৃতিসুন্দর হ'য়ে
বোধদীপ্ত হ'য়ে
আয়ুষ্মান্ হ'য়ে
অমরার
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠুক,
—এইতো আমার
একান্ত প্রার্থনা । ৯০৫৬ ।
১০।৪।১৯৫৯, সকাল ৮-৫২

তোমাদের সাজগোজ, পোষাক-পরিচ্ছদ
স্বকীয় ঐতিহ্য-নিংড়ানো সুন্দর-সমাবেশী
ও সঙ্গতিশীল যতই হ'য়ে উঠবে,
তোমাদের অন্তঃস্থ বোধদীপনার
ঊর্জ্জী-উন্মাদনাও তেমনি
অন্তঃস্থ ভাববৃত্তিকে
পৌরুষমণ্ডিত ক'রে চলতে থাকবে ;—
ঐ স্বকীয় ঐতিহ্যের
অনুবেদনী চিন্তায়
সঙ্গতিশীল ক'রে যা'-কিছুকে
দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রবৃত্তির
প্ররোচনা ও পরিবেদনাকে
ঐ জাতীয় উৎসারণায়
উচ্ছল আবেগ-সম্পন্ন ক'রে । ৯০৫৭ ।
১২।৪।১৯৫৯, রাত ৭-৩০

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
কৃতিদীপ্ত অধ্যবসায়ে
উন্নীত ক'রে যা'-কিছুকে
একার্থে সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,

এই ইষ্টার্থ-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়
চারিত্র্যে সমাধান-তৎপর হ'য়ে
উচ্ছল উদ্যমী পরাক্রমে
বাস্তবে—
হাতেকলমে
সব কিছুকে সুবিন্যস্ত ক'রে
ঐ কল্যাণ-মন্ত্রে
অভিষিক্ত ক'রে তোল—
যা'তে প্রতিটি অন্তঃকরণ
সহজে বুঝে নিতে পারে,
ধ'রে নিতে পারে,
প্রত্যেক হৃদয়ের রণন-উচ্ছ্বাস
প্রত্যেকের ভিতর
সন্দীপিত অনুকম্পার সহিত
উৎসারণায়
সবাইকে সিদ্ধকাম ক'রে তোলে—
ঐ ইষ্টার্থ-কৃতি-অনুচর্য্যায়
নিরতিভরা অনুচলনে ;—
পরমপিতার কাছে
আমার এই একান্ত প্রার্থনা । ৯০৫৮ ।
১৭।৪।১৯৫৯, সকাল ৮-৩০

শ্রেয়সন্দীপনী যে-ভাব
বোধবিচ্ছুরণা নিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ করে নি,
তা' জীবনীয় মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে
শ্রেয়-জলুসে
দুনিয়াকে কি দেদীপ্যমান ক'রে তুলেছে ? ৯০৫৯ ।
২।৫।১৯৫৯, বিকাল ৫-৩৫

কিসে কী হয়,
কিসেই বা কী হয় না,
আর, হয়ই বা কখন কেমন ক'রে,
হয় না-ই বা কেন,
কোন্ সময়,
কি ক'রে,
সব বিষয়ে খেয়াল রেখে
হাতেকলমে নির্দ্ধারণ ক'রে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সংযোগ ও বিয়োগগুলিকে
বেশ ক'রে খতিয়ে নিয়ে
পারস্পরিক সঙ্গতি-সহকারে
বিন্যাস ক'রে তুলতে
ত্রুটি ক'রো না ;
এর ভিতর-দিয়ে
অনেক বিষয়ে অনেকখানি
ঐ কৃতি-অনুচর্য্যায়
স্থির ক'রে ফেলতে পারবে,
বোধও খুলবে অনেকখানি,
আর, বোধ-বিভূতি যা'
তা'ও আয়ত্তে আসবে—
ঐ যোগাযোগের মাধ্যমে । ৯০৬০ ।
৪।৫।১৯৫৯, সকাল ৭-৩৫

চট্টগ্রামে 'বোধন' পত্রিকার উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

সাত্বত ঊর্জ্জী বোধনায়
সুসম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
যাগস্রোতা নিষ্ঠায় অটুট থেকে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
মাঙ্গলিক স্রোত-উচ্ছল হ'য়ে চল,
পরিপ্লাবিত হো'ক
ভরদুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকে ;
কল্যাণ-কৃতি-গরিমায়
সবাই পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক ;
—জীবনের সার্থকতা তো ঐখানে । ৯০৬১ ।
৫।৫।১৯৫৯, সকাল ৯-৩০

উত্তরবঙ্গ কর্ম্মীসম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত আশীর্ব্বাণী

ধৃতি-ব্যঞ্জনার বিপুল উদ্যমে
নিষ্ঠা-উচ্ছল অনুচর্য্যায়
সকলকে সুস্থি-প্রসন্ন ক'রে তুলে
জীবনে, চিন্তায়, কর্ম্মে
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতা নিয়ে
চলতে থাক সবাই ;
পারস্পরিকতার মহান অনুবন্ধনে
সব কিছুকে

সঙ্গতিশীল বর্দ্ধনায়
বিন্যস্ত ক'রে
বিপুল জীবনের অধিকারী হও ;
তোমরা সুখে থাক,
স্বচ্ছল হ'য়ে চল,
পারস্পরিকতার উচ্ছল প্লাবনে
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠ তোমরা সবাই ;
আয়ু, বল, বীর্য্য
ও সহৃদয় সন্দীপনায়
সবাইকে অভিদীপ্ত ক'রে
শ্রদ্ধাপূত শুভ-সম্বর্দ্ধনার
শুভ-নন্দনায়
নীরোগ নিরাপদ হ'য়ে
অমৃতবাহী হ'য়ে চল ;
এইতো আমার একান্ত প্রার্থনা—
আমার একান্ত যিনি
তাঁরই চরণ-প্রান্তে । ৯০৬২ ।
৭।৫।১৯৫৯, রাত ৭-২০

মানুষের কাছে বেশী সস্তা হ'য়ে প'ড়ো না,
কারণ, তাহ'লে তারা তোমাকে
বুঝতে পারবে না,
তোমার চিন্তা তাদের
আত্মবিন্যাসের সহায়ক হ'য়ে
তাদিগকে এমনতর বোধনদীপ্ত
ক'রে তুলতে পারবে না,
যার ফলে, চারিত্রিক বিন্যাসে
তাদের ভিতরে
তোমার বিভা বিস্তার লাভ করে ;
বরং তোমার কৃতিবিভূতির বাহক যা'রা,

বোধ ও চরিত্রের সার্থক বিন্যাসে
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে যারা,
তা'রা যদি তোমার প্রীতিসম্ভারের
পরিবেষক হ'য়ে
মাঝে-মাঝে তাদের ভিতর
যাওয়া-আসা, ওঠা-বসা করে,
তাদের ঐ আবহাওয়া,
প্রীতি-পরিচর্য্যা,
বোধনদীপ্ত উচ্ছল গতি-গাম্ভীর্য্য
যে, তাদিগকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে—
তা'রই সম্ভাব্যতা বেশী ;
যেখানে তোমাকে প্রয়োজন,
অর্থাৎ যেখানে দেখ ও বোঝ
যে তোমার সঙ্গতি পেলে
কেউ আরো উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারে,
সেখানে যা' সমীচীন বিবেচনা কর,
তা'ই ক'রো,
তাতে তোমারও ভাল,
তাদেরও ভাল ;
যতক্ষণ দেখবে, প্রার্থনা তাদের নিজস্বার্থ
এবং তা' তোমার স্বার্থ ও সুস্থিকে
অতিক্রম ক'রে চলেছে,
বুঝে নিও—
ততক্ষণ তা'রা
তোমার চারিত্রিক বিভা
ও কৃতিসম্ভারে মুগ্ধ হ'য়ে
নিজেদের স্বার্থকে উপচে
বা অগ্রাহ্য ক'রে
ইষ্টার্থকেই তাদের স্বার্থ ক'রে
তুলতে পারে নি,
জীবনের অর্থ ক'রে তুলতে পারে নি,

বুঝেসুঝে চ'লো,
দেখেশুনে ব'লো,
আর, ভেবো এমনতর সঙ্গীত নিয়ে
যাতে মঙ্গল ও কল্যাণ-পরিবেষণ তোমার
উচ্ছলস্রোতা হ'য়ে
সবাইকে অভিষিক্ত ক'রে তোলে। ৯০৬৩।
১৫।৫।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

যাদের ভাববৃত্তি
ইষ্টার্থে রঙ্গিল হ'য়ে
স্থির হ'য়ে ওঠে নি,
তাদের দেবতা-প্রতিষ্ঠা ক'রে
সেবাইতের কাজ করা ভাল নয়,
কারণ, তা'রা সাধারণতঃ
ওর ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তির ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে থাকে,
এবং তাতে তা'রা
বা তাদের পরিবেশের কেউই
সাত্বত কল্যাণের
অধিকারী হয় না। ৯০৬৪।
১৫।৫।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার চরিত্রে দ্যোতন-বিভূতি
ভাববৃত্তিকে সুসন্দীপ্ত ক'রে
চারিত্রিক অনুরঞ্জনায়
যখন থেকেই
যত ব্যক্তির অন্তঃকরণকে
উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলতে পারবে,
প্রীতি-কর্ষণায় আকর্ষিত ক'রে
তাদের ব্যক্তিত্বকে

ধৃতি-অনুরঞ্জনায়
প্রীতিসন্দীপ্ত ক'রে
অনুকম্পী সুনিষ্ঠ স্থৈর্য্যে
সুসংস্থ ক'রে তুলতে পারবে,
তোমার জীবনদ্যুতিও
ঐ শ্রদ্ধা-তৎপরতায়
তৃপ্ত হ'য়ে উঠে
আরো, আরোতর উচ্ছলায়
উদ্বেলিত হ'য়ে
সবাইকে অমনতর আরো ক'রে তুলবে ;
তাই, নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত
ইষ্টানুচর্য্যী কৃতিতপা হ'য়েই
নিজেকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলে
অন্যকেও উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল—
অস্তি ও সম্বর্দ্ধনায়
সব দিক দিয়ে । ৯০৬৫ ।
১৭।৫।১৯৫৯, বেলা ১১-৩৫

তোমার মা-বাবাই যদি
তোমার সর্ব্বস্ব হ'য়ে থাকেন,
অন্তর-বাহির সব যা'-কিছু দিয়ে
অন্বিতস্বার্থে সুনিয়ন্ত্রিত তুমি
ঐ আলোকচক্ষুতে
সব মা-বাবাকেই দেখো,
আর, চেষ্টা ক'রো—
ঐ অনুরঞ্জনায়
সাধ্যমত, সমীচীন অনুচর্য্যায়
নিরত থাকতে,
যাতে ঐ তপস্যা
প্রতিপ্রত্যেককে অমর অস্তিত্বের
অধিকারী ক'রে তুলতে পারে—

ক্লিতপা ধৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
সার্থক সুসঙ্গীতি নিয়ে ;
স্বস্তি-প্রসন্ন ঐ অমর জীবনই
ভর-দুনিয়ার অমরার অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক ;—
যিনি আমার একান্ত,
এবং তা' নিতান্তভাবেই—
তাঁর ধৃতি-চরণে
আমার এই একান্ত প্রার্থনা । ৯০৬৬ ।
১৭।৫।১৯৫৯, বেলা ১১-৫০

দুর্ব্বল দ্যোতনা যেখানে,—
প্রীতি-মূর্চ্ছনা শ্লথ সেখানে,
তাই, প্রেষ্ঠ-আপদে
সে দৃপ্ত-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে না—
সক্রিয় পরিচর্য্যা নিয়ে । ৯০৬৭ ।
২১।৫।১৯৫৯, রাত ৭-৯

যাকে দিয়ে পাও,
বা যা' হ'তে পাও,
তার চাইতে যখন
পাওয়ার কদরই বল
বা আদরই বল
বেশী হ'য়ে উঠতে থাকে,
বা পাওয়ার লোভে
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
সুবিধামত যখন যা হ'তে যেমন পাচ্ছ—
আজ একে,
কাল অন্যতে,
গণিকার মত
চর্য্যানিরত হ'য়ে চলছ,

দেখে নিও—
তোমার পাওয়াও
ক্রমান্বয়ী গতিতে
ম্লান হ'য়ে উঠছে ;
তাই বলি—
পাওয়ার উৎস যা' বা যিনি,
ঐ পাওয়ার চাইতে
তাঁর কদরই
তোমার কাছে উচ্ছলায়
উপ্‌চে উঠতে থাকে যেন,
প্রাপ্তি শীর্ণতা লাভ করবে কমই । ৯০৬৮ ।
২১।৫।১৯৫৯, রাত ১০-৩০

প্রেষ্ঠ ব'লে বলছে
অথচ তাঁকে দেবার লালসা নাই
বা অল্পই আছে,—
তিনি কিন্তু তার প্রেষ্ঠ ননই,
কারণ, তার লক্ষ্যই হ'চ্ছে
তাঁর কাছ থেকে শুধু পেয়ে খুশী হওয়া,
কিন্তু সে-হওয়া বা পাওয়ায়
তাঁকে দেবার আগ্রহ
উন্দাম হ'য়ে ওঠে না,
তার মানে
প্রেষ্ঠনিষ্ঠা ও তাঁর সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ
তার অন্তরে কমই উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
মোক্‌থা কথা এতটুকু—
ভেবে দেখ,
বিবেচনা ক'রে
যা' করণীয় তা'ই ক'রো । ৯০৬৯ ।
২৮।৫।১৯৫৯, সকাল ১০-১০

নিপুণ কৃতি-উৎসারণায়
সাত্বত পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে স্বস্তি ও শান্তির
অধিকারী হ'য়ে চলা যায়,
তা'ই হ'চ্ছে—সাত্বত সঙ্গতি,
চলতি কথায়
যা'কে ব'লে থাকে স্বর্গ-সুখ। ৯০৭০।
১।৬।১৯৫৯, রাত ৭-৪৫

তোমার জীবনে যে বা যা'
প্রাধান্য লাভ করে নি—
কৃতিচর্য্যা নিয়ে,
তা'কে কেন্দ্র ক'রে
তোমার জীবন
বোধবিন্যস্ত
প্রজ্ঞা-সমন্বিত কৃতিকুশলতায়
অভিষিক্ত হ'য়ে উঠবে কি ক'রে?
আর, তুমি তাতে
ঐশ্বর্য্যবানই বা হ'য়ে উঠবে কি ক'রে?
তাই, যদি চাও—
যা' চাও, তা' নিয়ে উদ্দাম হ'য়ে ওঠ,
তোমার জীবনে প্রধান হ'য়ে উঠুক তা',
আর, সেই প্রাধান্যে
কৃতিকুশল তৎপরতায়
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠ—
আয়ু, বল, বীর্য্য নিয়ে,
ঐশ্বর্য্য ভরপুর হ'য়ে উঠুক তোমাতে,
তুমি সবারই আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠ। ৯০৭১।
২।৬।১৯৫৯, বিকাল ৫-৩০

যে স্ত্রী
পতিকুলের প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
পিতৃকুলের প্রয়োজনীয় সেবাস্বার্থে
সম্বন্ধপ্রবণা
বা পিতৃকুলের সেবাকেই
শ্রেয় ব'লে মনে ক'রে থাকে—
স্বামিকুলের প্রয়োজনকে অবজ্ঞা ক'রে,
সে তো পতিব্রতা নয়ই—
বরং স্বৈরিণী আখ্যার অধিকারী হ'য়ে থাকে ;
পতিব্রতা-ধৃতি
তা'র অন্তরে
নিষ্ঠাসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে নি—
যদিও সে স্বামিকুলের অর্থলোভ
সংবরণ করতে পারে না,
—ঐ চরিত্র কিন্তু সন্দেহের ;
দেখ,
শোন,
বুঝে চ'লো,
যা' করণীয় তা' ক'রো । ৯০৭২ ।
৫।৬।১৯৫৯, বেলা ১০-৪৫

ইষ্টাপূত সার্থকতায়
তুমি সকলের দাস হও,
কিন্তু অর্থের লোভে নয়,
বরং পরিচর্য্যী আত্মপ্রসাদ নিয়ে । ৯০৭৩ ।
১৮।৬।১৯৫৯, রাত ৭-১৮

পরিচর্য্যা-পরিতৃপ্ত হ'য়ে
তোমার সেবাসন্দীপ্ত
আত্মবিনোদনার জন্য
কেউ যদি কিছু দেয়,

প্রসাদ-প্রদীপনায়
তা' গ্রহণ ক'রো—
আশিস্-বদান্য প্রার্থনায় ;
সেই গ্রহণ যেন
দাতাকেও পরিতৃপ্ত করে তোলে। ৯০৭৪।
১৮।৬।১৯৫৯, রাত ৭-২৩

সঙ্ঘ-গুরু স্বর্গত মতিলাল রায়ের স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বস্তি-বাচন

আপনি মহৎ,
মহীয়ান আপনি,
আপনার সেবাব্রত
প্রত্যেকের অন্তরে
সৌধ নিৰ্ম্মাণ করে রেখেছে—
নানা রকমে প্রীতিকুঞ্জ রচনা ক'রে ;—
আপনার অস্তিত্বকে ভুলতে পারি না,
মনে হয়—
আপনি আছেন,
সেই অস্তিত্ব নিয়েই আছেন!
আপনার দিব্য জীবনের প্রাণন-রশ্মি
সব স্মৃতিকে
উজ্জ্বল ক'রে
উচ্ছল উদ্দীপনায়
প্রত্যেককে
জীবনের অধিকারী ক'রে তুলুক—
অমরণ-তপা ক'রে ;—
বেঁচে থাকুক সবাই,

বেড়ে চলুক সবাই,
অমৃতের অধিকারী হ'য়ে উঠুক সবাই ;
আপনার কৃতি-ঐশ্বর্য্য
সবাইকে সুসংহত ক'রে
পারস্পরিক পরিবেদনার
সুপরিবেশনে
ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তুলুক সবাইকে ;
আমার একান্ত যিনি
তাঁর কাছে
আমার এই প্রীতি-প্রার্থনা
আপনার স্মৃতি-স্পর্শে
সার্থক হ'য়ে উঠুক !
২৯।৬।১৯৫৯, বিকাল ৪টা

যে-ধারণা
তোমার তৃপ্তি বা সম্বৃদ্ধি নিয়ে আসে—
ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ব্যাহত না ক'রে,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে জীবনীয়ই । ৯০৭৫ ।
৫।৭।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-২০

শুধুমাত্র ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী,
গঙ্গাজল ইত্যাদি দিয়ে
পূজা করলেই পূজা হয় না ;
পূজা মানে
যাঁর পূজা করছ
তাঁর যত্ন করা,
তাঁকে সুখ্যাত ক'রে তোলা,
তর্তরে তীক্ষ্ন ক'রে তোলা,
আর, তার কলাকৌশল যা'-কিছু
তোমার ভিতরে

যত্নপূর্ব্বক জাগ্রত ক'রে তোলা ;
যাতে তা' বিবর্দ্ধনী নন্দনায়
তোমার আয়ত্তে আসে,
সব দিক দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে নিজেকে তা'র উপযোগী ক'রে
তীক্ষ্ন, সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে
তোমার নিষ্ঠানন্দিত যত্নের
যেন এতটুকু ত্রুটি না হয় ;
এমনতর পূজাই তো
তোমার ভিতর সক্রিয় হ'য়ে উঠবে—
তোমার ধৃতি উদ্ভাসিত ক'রে ;
তুমি বুঝবে,
করতে পারবে—
সমীচীনভাবে সুনিয়োগ ক'রে তা' ;
নতুবা,
শুধু ঐ ফুল, বিল্বপত্র,
তুলসী ইত্যাদি দিয়েই যদি
পূজার সমাপন হয়,
তা' যদি তোমার ভিতর
জাগ্রত ক্রিয়াকৌশলে
সুপরিপুষ্ট না হ'য়ে ওঠে,
সুখ্যাত না হ'য়ে ওঠে,
তোমার পূজা
ক্লীবত্বেরই একটা অনুচলন ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
ঐ পূজার দ্যোতনা
তোমাকে
সব দিক দিয়ে
সুদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না—
ধী ও ব্যবহারিক জগতে । ৯০৭৬ ।
৯।৭।১৯৫৯, বিকাল ৪-৫৮

যতই তুমি
বিখ্যাত, ধীমান
বা কীর্ত্তিমান হও না কেন,
তোমার আচার যদি
সাত্বত-পরিচর্য্যী না হয়,
চরিত্র যদি লোককীর্ত্তিপ্রবুদ্ধ না হয়,
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা যদি
জীবনীয় না হ'য়ে ওঠে,
তোমার ধী ও কীর্ত্তি
লোকজীবনে
উত্থান সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারবে না,
বরং তাদিগকে
বিপরীত গতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে,
তোমার কথা ও কর্ম্মকে অনুসরণ ক'রে
মানুষ চরিত্রহীন
বিরুদ্ধ-আচারী হ'য়ে চলবে,
তাতে তুমি মানুষের
সম্বর্দ্ধনার স্বার্থ হ'য়ে উঠবে ? ৯০৭৭ ।
৯।৭।১৯৫৯, বিকাল ৫-৫

প্রীতি আনে ব্যবহার,
ব্যবহার আনে পরিচর্য্যা,
আর, তা' হ'তে আসে খ্যাতি,
আবার, ঐ খ্যাতি
খরদীপ্ত হয় যত
বিভবও হয় তেমনতর ;
তাই, যদি বিভবকে
বিভূতি ক'রে তুলতে চাও,—
তবে প্রীতি-পরিচর্য্যায়
নিখুঁত হ'য়ে চলতে থাক । ৯০৭৮ ।
১১।৭।১৯৫৯, বেলা ১০-৩৫

যা'র কথা আর কাজে
মিল নাই,
এমনতর মানুষের কাজ দেখে
তবে বিশ্বাস ক'রো। ৯০৭৯।
১১।৭।১৯৫৯, রাত ৭-৩০

বাস্তব বোধ যার নাই—
বিশ্বাস তার কোথায় ?
বিদ্যমানতার বোধ
বিন্যস্ত হ'য়ে যাতে বর্ত্তমান,
বিদ্বান তো সেইই ;
এক-কথায়
বাস্তবতা যাতে সার্থক
হ'য়ে উঠেছে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,
জ্ঞানও সেখানে
তৎপর চলনে চলতি। ৯০৮০।
১৬।৭।১৯৫৯, রাত ১০টা

তোমার জীবনের সমস্ত শক্তির
সন্ধান, সম্বেগ, সেবা-পরিচর্য্যা
যা'-কিছু সব—
প্রেষ্ঠ যিনি,
তাঁতে সমীচীনরূপে নিয়োগ ক'রে
তাঁকে পরিপালন কর, পরিবর্দ্ধিত কর,
প্রতিষ্ঠা-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
তাঁকে সুসজ্জিত ক'রে তোল,
নিরাপদ-নির্ব্বিঘ্নে তাঁর জীবনস্রোত
যাতে প্রবাহিত হ'য়ে চলতে পারে,
সুব্যবস্থ সন্দীপনা নিয়ে
তা' ক'রে তোল ;

তোমার ঊর্জ্জী-সম্বেগ এতে যেন
একটুও ত্রুটি না করে,
তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিভবমণ্ডিত ক'রে তুলতে
একটুও যেন অবহেলা না হয় ;
উচ্ছল উদ্দীপনা নিয়ে
তুমি তোমাকে
তৎ-পরিবেশনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
বল, ভাব, কর—
'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' ;
এমনি ক'রেই তোমার ব্যক্তিত্বকে
সব দিক দিয়ে সার্থক ক'রে
অভিষিক্ত ক'রে তোল,
আর, ঐ অভিষেক
দুনিয়াতে প্লাবন সৃষ্টি ক'রে তুলুক,
আর, সবাইকে সব দিক দিয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক,
আয়ুষ্মান ক'রে তুলুক—
হৃষ্ট তৃপণায়,—
সবাই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক
এমনি ক'রে ;
এইই হো'ক তোমার জীবনের
পরম সার্থকতা,
আর,
এমনি ক'রেই তোমার
স্বার্থ অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক—
জীবনীয় দ্যোতন-বিভায় । ৯০৮১ ।
২৬।৭।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-১৮

সাবধানী চলন সবারই প্রয়োজন
কিন্তু তুমি যতই খ্যাতিলাভ করবে,

যতই বড় হ'য়ে উঠবে,—
তোমাকে ততই
সতর্ক, সন্ধিক্ষু
সূক্ষ্মবোধি-বিনায়নায়
সুদৃঢ় থাকতে হবে,
যাতে অন্যে বা জনসাধারণ
সংক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে ;
তাই ঐ সতর্কতা
সুসন্ধিক্ষু, সুসম্বোধী
ও সুতীক্ষ্ন হওয়া উচিত ;
বিবেক-বিদীপ্ত, বাস্তব-সুন্দর হও । ৯০৮২ ।
২৮।৭।১৯৫৯, বিকাল ৫টা

সুখদুঃখ সবারই আছে,
কিন্তু নিষ্ঠাসন্দীপ্ত,
বিন্যাস-বিভূতিশীল,
সুবিবেকী হৃদ্য চরিত্র
যেখানে স্ফুরণপ্রভাসম্পন্ন,
যা' কথায়, বার্ত্তায়, আচারে,
ব্যবহারে, চালচলনে
বিকাশ পেয়ে থাকে,—
স্বস্তিমুখর সার্থক ব্যক্তিত্বের সম্পদ
কিন্তু তাইই । ৯০৮৩ ।
২৮।৭।১৯৫৯, বিকাল ৫-৩৮

মানুষকে কদাচার
ও কুৎসিত কৃষ্টির উপাসক ক'রে
তা'র অন্তরস্থ সাত্বত বৃত্তিকে
বিষাক্ত ক'রে ফেলো না ;
তুমি বিষাক্ত হ'লে
তোমাকে তা' হ'তে নিস্তার করবার

প্রথম ও প্রধানই হ'চ্ছে মানুষ,
তা'কে নষ্ট ক'রে তোমার যে পুষ্টি
তা' সর্ব্বনাশকেই পুষ্ট ক'রে তুলবে,
—মনে রেখো,
হাতেকলমে মিলিয়ে দেখো । ৯০৮৪ ।
৯।৮।১৯৫৯, রাত ১০-৩৫

সাত্বত চলনের ব্যভিচার যা'
তা'কে বজায় রেখে
যা'রা ধৃতি-উপাসনা করতে চায়,—
ধৃতি-আশিস্ তা'রা
কমই উপভোগ করতে পারে । ৯০৮৫ ।
১৮।৮।১৯৫৯, রাত ৭-৫৫

ঐতিহ্য, সংস্কার
ও তদনুগ কৃষ্টি—
যা' পুরুষ-পরম্পরায়
তোমার কুলস্রোতা হ'য়ে আছে,
কোনমতেই তা'কে ত্যাগ ক'রো না,
বরং সার্থক সম্বৃদ্ধিতে
সমুন্নত করতে যত্নবান থেকো,
যা'তে চরিত্র ও আচরণে
সেগুলি সুপুষ্ট হ'য়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বে
জ্ঞানদ্যোতনার সৃষ্টি ক'রে তোলে । ৯০৮৬ ।
১৯।৮।১৯৫৯, সকাল ৭টা

চরিত্র, আচরণ
ও গুণবিভাযুক্ত ব্যক্তিত্ব—
যা' ইষ্টানুরাগনিষ্যন্দী

সুসন্ধিৎসু অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
কৃতি-উৎকর্ষ নিয়ে
অন্বিত সার্থকতায়
সত্তায় বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
প্রাপ্তি তো তাইই । ৯০৮৭ ।
১।৯।১৯৫৯, বিকাল ৪-২০

তোমার ভজন-অনুরাগ,
সেবা-উৎসর্জ্জিত ভিক্ষা
ও সৎশ্রমার্জ্জিত উপার্জ্জন
কিংবা কা'রও প্রীতি-অবদানই হ'চ্ছে
প্রকৃত উপার্জ্জন ;
তা' যতই স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনে—
পবিত্রতা
পরিস্রুত স্রোত বহন ক'রে
তোমার জীবনকেও
তেমনি সার্থক ক'রে তুলবে । ৯০৮৮ ।
১।৯।১৯৫৯, রাত ১০-৩০

যে-ভক্তি অটল নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত
বীর্য্যবান অসৎ-নিরোধী নয়কো,—
তা' ব্যক্তিত্বকে ক্লৈব্যদুষ্টই ক'রে থাকে,
আর, সে-ভক্তির ভজন
অর্থাৎ সেবানুরাগ
ঊর্জ্জনা-অভিদীপ্ত নয়,
অর্থাৎ কৃতি বা কর্ম্ম-সন্দীপ্ত
হ'য়ে ওঠে না,
তাই, তা' দুর্ব্বলতারই ইন্ধন হ'য়ে থাকে ;
তাই বলি, ভক্তি
স্নিগ্ধ পারস্পরিকতার মধুর উদ্দীপনা হ'য়েও

অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
বীর্য্যবান, সুদক্ষ, জ্যোতিষ্মান,
আবার, সন্ধিৎসাপূর্ণ সেবানুদীপনা হেতু
স্বতঃই অন্বিত বোধবিভূতি-সম্পন্ন । ৯০৮৯ ।
২।৯।১৯৫৯, সকাল ৬-৩০

উৎসর্জ্জনী অবদান-প্রসন্ন
আবাহনী অনুচলনের ভিতর-দিয়েই
তাঁর আবির্ভাব হ'য়ে থাকে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক,
আর, সেই আবির্ভাবেই থাকে—
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা-সংশুদ্ধ
সার্থক বোধবহুল
অভিষিক্ত স্বভাব, চরিত্র,
অনুচলনী অনুদীপনা,
আর, হৃদয়স্পর্শী প্রীতি-আপ্যায়নী অনুচর্য্যা,
আর, থাকে
অসৎ-নিরোধী, পরাক্রমী বিজলীরেখা,
ও মধুসন্দীপী কুশলকৌশলী অভিদীপনা,
আর, তাঁকে প্রাপ্তির তাৎপর্য্যও তাই । ৯০৯০ ।
১১।৯।১৯৫৯, সকাল ৯-১০

প্রার্থনার সময় আত্মস্বার্থের চিন্তা ক'রো না,
ইষ্টার্থের চিন্তা কর,
ঐ চিন্তাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
ঊর্জ্জী কৃতিমান ক'রে তোল,
এমনতরই প্রেরণা-সম্বুদ্ধ ক'রে তোল—
যা'তে তা' নিষ্পাদন না ক'রেই
তুমি থাকতে পার না ;
তাঁর মহিমা, আচার, ব্যবহার, গুণাবলীর চিন্তায়

নিজেকে এমনতর প্রবুদ্ধ ক'রে তোল
যা'তে তোমার বৈশিষ্ট্যের ভিতর
ঐগুলি স্বতঃ-সন্দীপনায়
আচরণসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
অনুকম্পী প্রীতি-উৎসারণায়
ইষ্টার্থসিদ্ধ সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে ;
এক-কথায়, ইষ্টার্থ যা'-কিছু
তা' যেন তোমার কাছে জীবনীয় হ'য়ে ওঠে,
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
আর, সম্বর্দ্ধনা তোমার
তারই নিষ্পাদনের ভিতর-দিয়ে
ক্রমোচ্ছল হ'য়ে চলে ;
আবার বলি—
আত্মস্বার্থের চিন্তা করতে যেও না,
ঐ চিন্তা তোমাকে
ঐ প্রবৃত্তি-গহ্বরেই
আটক ক'রে রাখবে,
উচ্ছল উদ্দীপনায়
তোমাকে সাত্বত ধৃতিমান
ক'রে তুলবে না,
সঙ্গে সঙ্গে অন্যের বেলায়ও
তা'কে সংকীর্ণ ক'রে তুলবে ;
প্রার্থনার বীজই হচ্ছে—
ইষ্টচিন্তা
আর, ইষ্টার্থ-নিষ্পাদনী অকাট্য
উর্জ্জী সম্বেগ,
আর, তোমার সত্তায়
তাঁর শুভ-পরিবেষণ—
সব দিক দিয়ে,
সব রকমে ;
তাই, প্রার্থনারত থাক,

আর, সবাইকে সেই সংস্রবে
সংস্রবান্বিত ক'রে তোল—
ঊর্জ্জনার যাজনদীপ্ত চর্য্যা-উপচারে। ৯০৯১।
১১।৯।১৯৫৯, বিকাল ৪-২৫

আগে শাতন-প্রবৃত্তিকে শায়েস্তা কর—
তোমার আপ্যায়নী আচার, ব্যবহার,
কলাকৌশল ও কূট সন্ধিৎসা নিয়ে,—
আর, উপযুক্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত রেখে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন ;
সঙ্গে সঙ্গে সৎ-প্রবৃত্তির উচ্ছলায়
তোমার পরিবেশের প্রত্যেক যা'-কিছুর
ধৃতি-পরিচর্য্যায়
পালন-পোষণী তৎপরতা নিয়ে
সবার অন্তর
প্রীতি-পরিবেদনার
কৃতিমুখর বান-প্লাবনে
পরিপ্লুত ক'রে তোল ;
এমনতরভাবে
অবিদ্যাকে
অসৎকে
প্রতিরোধ ক'রে
বিদ্যার—
ধৃতিবেদনার
অর্থাৎ অস্তিত্বের লোলুপ উচ্ছ্বাসে
জীবনীয় যা'-কিছুকে
উদ্দাম ক'রে নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
মঙ্গলস্থিতির অমর চলনায়
চলৎশীল ক'রে রাখ,
দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য ও মৃত্যুকে নিরোধ ক'রে

অমৃত উপভোগ কর,
অমর জীবন লাভ কর,
আর, তোমার ঐ অভিসার
সবাইকে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক ;
—এইতো হ'চ্ছে জীবনীয় চতুর চলন । ৯০৯২ ।
১৬।৯।১৯৫৯, সকাল ৬-৫০

ঋষিগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরকে নরলোকে আবাহনের স্তুতিমন্ত্র

ভর্গ, বিভূতি, সবিতা, সৌরী
সুন্দরশ্রী—বিশ্বদৃক্—পালনধৃতি !
পরমপুরুষ ! নমস্তে ।
১৯।৯।১৯৫৯, রাত ৯-৫০

বাইরের চালচলন
দর্শনধারী হওয়া সত্ত্বেও
অন্তরে ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে—
ঐ চলৎশীল তৎপরতা নিয়ে
যা'রা চলতে থাকে—
অন্তঃশুদ্ধির তোয়াক্কা না রেখে
নিষ্ঠাপ্রভ তৎপরতায়,—
ঐ ব্যতিক্রম
অন্তরে ফাটল সৃষ্টি ক'রে চলে,
তাকে সৎ-নিরাকরণে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা
কঠিনই হ'য়ে থাকে,
কারণ, মানস-ব্যক্তিত্বই সেখানে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে চলতে থাকে,

তা'র ব্যবহার একরকম—
কিন্তু অন্তর-দীপনা
অন্যরকম হ'য়ে থাকে,—
যা' নাকি
বাহ্যিক চালচলনের উল্‌টো,
ভাল বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও
বিকৃত তৎপরতায়
তা'র উল্‌টো করারই প্রবৃত্তি
সহজ সম্বৃদ্ধিপ্রবণ হ'য়েই চলে,
বাহ্যিকভাবে—
ঐ চলন পবিত্রসন্নিভ দেখালেও
তা' ব্যতিক্রমদুষ্টই,
ক্রিয়াদীপনী হ'য়েও
কৃতি-তৎপরতায়
তা' ব্যতিক্রমেরই অনুপোষক হ'য়ে চলে ;
এই এমনতর অন্তর-ফাটল
যেখানে যেখানে থাকে—
সুশোভন তৎপরতায়
তা'কে বিহিতভাবে বিন্যাস ক'রে
যদি
শুভসন্দীপ্ত না ক'রে তোলা যায়,—
ঐ ফাটল
চরিত্রের উপর আধিপত্য ক'রে
একটা বিকৃত ব্যক্তিত্বেরই
সৃষ্টি ক'রে চলে,
আর, তা' মানুষকে
সবেগে
অধঃপাতের দিকে নিয়ে যেয়ে
তা'কে দুর্ভাগ্য ক'রে
শয়তানের আশ্রয়ান্বিত ক'রে তোলে। ৯০৯৩।
২৩।৯।১৯৫৯, সকাল ৯টা

যদি কেউ তা'র গুরু বা প্রিয়পরমের
উর্জ্জী কল্যাণপ্রসূ
ও সেবাচর্য্যায় আগ্রহ-উদ্দীপ্ত না হয়,—
সে তা'র গুরু বা প্রিয়পরমকে
কখনও ভালবাসে না,
বরং বিপরীত বিপাকবুদ্ধিসম্পন্ন,
তা'র অনুসরণ করাই
কদর্য্য শয়তানকে অনুসরণ করা । ৯০১৪ ।
২৭।৯।১৯৫৯, বেলা ১০-৪৫

তরুণ ও বয়স্ক
পুরুষ ও নারীদের পক্ষে
সাধারণতঃ প্রজনন-ক্ষমতা থাকা পর্য্যন্ত
অবাঞ্ছিত মেলামেশা
ভাল নয়কো,
এতে স্ত্রী-পুরুষ
প্রত্যেকে প্রত্যেককে
প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে,—
কাম-চরিতার্থতার
লোলুপ খপ্পরে নিয়ে যায়,
ফলে, জীবনীয় দীপন-সম্বেগ
দুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
সঙ্গে সঙ্গে
ভবিষ্যের কোলে
যে সন্তান-সন্ততি থাকে,—
যারা তাদের জীবন-প্রসাদে পরিপ্লুত হ'য়ে
জন্মগ্রহণ করে,
তা'দিগকে দোষণ-বিক্ষেপে
বিক্ষুব্ধ ক'রে থাকে,
অদৃষ্টের শাতন-নর্ত্তন
কূট কটাক্ষে

তা'দিগকে লক্ষ্য ক'রে
অট্টহাসি-ক্ষুব্ধ ক'রে
বিপর্য্যয়ী ভ্রান্তিতে
নিক্ষেপ ক'রে থাকে—
বিদ্রূপের বেতাল বিক্ষেপে ;
তাই বলি—
নিয়ন্ত্রিত হও,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
সসম্মানে পরিপালন কর,
বিক্ষেপের আক্ষেপ নিয়ে
চলতে হবে কমই। ৯০৯৫।
২৭।৯।১৯৫৯, বিকাল ৫-৪

বিক্রম তোমার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক—
অসৎ-নিরোধে,
কূট, সতর্ক, সন্ধিৎসু, সত্তাসংরক্ষণী
অভিযানে,
সাত্বত সংস্থিতিতে,
—অপলোপের জন্য নয়কো ;
মনে রেখো—
বলি মানে বর্দ্ধনা,
—বধ নয়কো
—বর্দ্ধনার অন্তরায়কে ছাড়া,
প্রবৃত্তির রাক্ষসী কুটিল লোলুপতার জন্য নয়কো,
উচ্ছল আত্মপ্রসাদের জন্য,
লোকানুকম্পী প্রীতি-পরিচর্য্যার জন্য,
উদ্বর্দ্ধনার সক্রিয় উদাত্ত আহ্বানে
নিজের পূত প্রস্তুতির জন্য। ৯০৯৬।
৭।১০।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-৩৭

অনুরাগ-উদ্দীপ্ত কৃতিদ্যোতনাই হচ্ছে
ঐশী আশীর্ব্বাদ
ও তাঁরই ধারণ-পালনী প্রভাবনির্ঝর—
আধিপত্যের পরম উৎস ;
ইষ্টার্থ-অনুপোষণী উর্জ্জী নিষ্ঠাই হ'চ্ছে
তা'র উৎস,
ঐশী বিভবেরও বিভূতি ঐখানে ;
আর, বিভব মানেই হচ্ছে—
বিশেষভাবে নিজেকে
ঐ হওন-তপে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা,
যার ফলে,
বিভব তোমার কাছে
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে আসে—
বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োগে। ৯০১৭।
৮।১০।১৯৫৯, সকাল ১০-২

তোমার নিষ্ঠা-উদ্দীপ্ত তপ-উর্জ্জনা
বোধ-বিধায়িত হ'য়ে
সক্রিয় বিহিত প্রয়োগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রস্তুতির বিহিত বিন্যাসে
চতুর নিয়োজনায়
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে চলবে—
যত রকমে, যত বেশী—
সাত্বত সঙ্গতির পূজা-আরতি নিয়ে,
যা' মানুষকে,
জীবনকে
ধারণ-পালনে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
বিহিত পরিচর্য্যায়,
আধিপত্যের মাঙ্গল্য-উৎসারণায়,—

সামগীতির শুভ মাধুর্য্যে
অন্তরে ঐশী জাগরণাও
স্তব ক'রে চলতে থাকবে
তেমনতর ততই,
আর, অমনি ক'রেই
তোমার ঈপ্সিত যা'
আয়ত্তীভূত হ'য়ে চলবে,
আর, তুমি হবে
ঐশী বিভূতির
মূর্ত্ত বিভব। ৯০৯৮।
৮।১০।১৯৫৯, বেলা ১০-৩৫

বোধিবিদীপ্ত চতুর প্রস্তুতি-সহ
হাতেকলমে
উপযুক্ত ক্রিয়াকুশলতার
প্রয়োগ বা নিয়োগে
যা' করবে,
তা'তে তুমি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
আধিপত্যও গজাবে তাতে তেমনি ;
আর, ধারণ-পালনী তাৎপর্য্যের
অন্তরদেবতাই হ'চ্ছে
আধিপত্য—
ঐশী বিভূতি। ৯০৯৯।
৮।১০।১৯৫৯, বেলা ১১-২৩

ঈশ্বর মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেন
কিন্তু তোমাতেই—
তোমার উপযুক্ত বিভূতি নিয়ে
কৃতি-তপনার মাধুর্য্যের
মধুর বিভায়,

নয়তো, তিনি নিরাকার,
চৈতন্যস্বরূপ ;
তা ছাড়া,
জীবন-উর্জ্জনা যাতে যত কম,
কৃতিতপা বিভূতি
অকিঞ্চিৎকর যেখানে যেমন,—
ব্যক্তিত্বের মূর্ত্ত ঐশ্বর্য্যও
তাতে তেমনি । ৯১০০ ।
৮।১০।১৯৫৯, বেলা ১১-২৯

মানুষের শরীর, মন, পরিবার
ও পারিবেশিক অবস্থা
লহমায় অনুধাবন ক'রে
তা'কে যে বিষয়ে
যেমনতর অনুরোধ করা সম্ভব,
তাইই ক'রো ;
তা' না ক'রে
তার নিন্দাবাদ,
অবজ্ঞা বা কোন অপবাদ—
তোমার পক্ষেই বেশী ক্ষতিজনক কিন্তু ;
কারণ, তোমার ঐ অবিবেকী বিকৃত ব্যবহার
তার অন্তঃকরণে
এমনতরই আঘাত দেবে,
যার ফলে
তোমার
তার বা তাদের হ'তে যা' পাওয়ার,
তা' ক্ষুণ্ণই হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি—
বিবেচনা ও ব্যবহার করতে আগে শিখে নাও—
আপন পরিবারের ভিতর দিয়ে,
তার পরে ক্রমশঃ

তোমার শুভ-সন্দীপনী রাগদীপনা
প্রতি অন্তরে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তুমি সব অন্তঃকরণের
দীপপ্রভা হ'য়ে ওঠ। ৯১০১।
৮।১০।১৯৫৯, রাত ১০-৬

৺বিজয়া উপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

প্লাবনের দুর্ম্মদ বিপ্লব
আকাশ-বাতাস ছুঁইয়ে
অমোঘ নির্ঝরে
বন্যার বান সৃষ্টি ক'রে চলেছে,—
সঙ্গে সঙ্গে, দুর্ভিক্ষের হাহাকার
রোগ-শোক-দারিদ্র্যের
কুটিল নিষ্পেষণ
সব যা'-কিছুকে বিদলিত ক'রে
প্রাণান্তকর উচ্ছল চলনে চলেছে ;
অশ্বিনীর ভীতবিহ্বল পদবিক্ষেপ
সব হৃদয়কে
হতাশ আতঙ্কে আলোড়িত ক'রে
নিবিড় তমসার সৃষ্টি ক'রে চলেছে,—
সঙ্গীতহারা, তৃপ্তিহারা
অনুকম্পাহারা সবাইকে
আত্মহারা ক'রে তুলতে চলেছে ;
এই দুর্ম্মদ দুর্দ্দিনের ভিতরে
আপনার পথ আপনি সৃষ্টি ক'রে
মা আমার আবার এলেন—

সন্তানের দুঃখের সীমাকে অতিক্রম ক'রে
আনন্দের আশিস্-থালি হাতে—
অভয় বিতরণ করতে,—
সাথে-সাথে, আকাশ, বাতাস,
আর এই প্লাবন কাঁপিয়ে বলছেন—
'ভয় নেই,
ওঠ, জাগ,
ধৃতিদীপ্ত হও,
সংহত হ'য়ে
সক্রিয় অনুনয়নে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্য কর,
সহায় হও,
সন্দীপনার পরিবেষণে
জাগ্রত ক'রে তোল সবাইকে';
আর, অভয়-হস্ত উৎসারিত ক'রে
তেমনি ক'রেই বলছেন—
'ভয় নেই,
ভয় ক'রো না,
কর, ধর, চল,
ধৃতিপথের যাত্রী হ'য়ে,
ধৃতিমন্ত্রে সবাইকে জাগ্রত ক'রে তোল,
সক্রিয় সাধনায় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সাত্বত পরিচর্য্যায়
সব-কিছুকে পরিভৃত ও পরিচ্ছন্ন ক'রে তোল,
অন্তর-উৎসারিত জীবনীয় অমৃত তোমাদের
পরম উচ্ছলায়
সব জীবনকে স্বচ্ছল ক'রে তুলুক;
সবাই সবার জীবনীয় হ'য়ে ওঠ,
শিবসুন্দর প্রত্যেকটি অন্তরে
সজাগ হ'য়ে উঠুন;
বল—

'ব্যোম বিশ্বনাথ !'
বিশ্বমহাদেবের আরতি-বন্দনা
সামসঙ্গীতের সুচারু বিনায়নে
সব হৃদয়কে উচ্ছল ক'রে তুলুক—
আশায়, ভরসায়,
জীবনে, জ্যোতিতে,
ঐশী বিভূতির বিভব আহরণে;
আর, এমনি ক'রে
বেঁচে থাক,
বেঁচে চল,
সবাইকে বাঁচাও,
দৈন্য যেন তোমাদের দীন করতে না পারে,
অফুরন্ত উদ্দীপনা নিয়ে
উজ্জ্বর্জনার মহান অভিনিবেশে
সক্রিয় হ'য়ে ওঠ তোমরা সবাই,—
জীবনযন্ত্রকে ঐ মন্ত্রপূত ক'রে
বর্দ্ধনার বিদীপ্ত আভায়
সবাইকে অমর ক'রে তোল,
বে'চে থাক,
বেড়ে চল,
এমনি ক'রে বাঁচাও, বাড়াও সবাইকে ;
সব জেনো তুমি,
আর, সব তোমরাই তোমাতে ;
এমনি ক'রে প্রতিপ্রত্যেকে
উচ্ছল উদ্দীপনায়
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই অমরার অমৃত সেচনে
অমৃতময় ক'রে তোল সবাইকে;
নিজে ধর,
নিজে কর,
নিজে চল,

নিজে বল,
এই ধরা, করা, চলা, বলাই
সব হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে
সবাই যেন
ঐ অমনতরই ধরে, করে, বলে, চলে,
যা'র ভিতর-দিয়ে বিদীপ্ত হ'য়ে
ঐ অমর-বিদীপনা
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে
তোমাদের অন্তর বাহিরে
সব দিক দিয়ে ;
একটা জীবনীয় স্ফোটন-প্লাবন
কুটিল বন্যাকে অপসারিত ক'রে
অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে উঠুক ;
মা আমার,
মা তোমার,
প্রত্যেক যা'-কিছু সবারই মা ;
এই মাতৃ-আরাধনার মহান দীপনা
প্রতি ঘরে ঘরে
অন্তরে-অন্তরে
তাথৈ তালে নেচে উঠুক ;
মাকে নিয়ে সুখী হও,
মাকে দিয়ে সুখী হও ;
আর, ঐ মাতৃ-অনুশাসনের
অনুধাবনী অনুচলনে
মায়ের আরতি-সঙ্গীতের তাথৈ তালে
সব জীবনে মা আমার
থৈ থৈ ক'রে নেচে উঠুন ;
এই তো মায়ের পূজা,
কেমন, তা' নয় কি ?
আমি আমার পরম একান্ত—
পরম দেবতা—

পরম ঐশ্বর্য্য যিনি,
তাঁর চরণে
ঐকান্তিক আন্তরিকতা নিয়ে
এইই প্রার্থনা করছি—
'দয়াল!
তুমি কি আমার প্রার্থনা
মঞ্জুর করবে না?
তোমার দয়ার অবদানে
আমরা কি উচ্ছল হ'য়ে উঠব না?
—তা' তো উঠবই,—
আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে
সব জায়গায়
তোমার দয়াই তো উচ্ছল হ'য়ে উঠছে,
ঐ দয়াই যে আমাদের রক্ষাকবচ';
তাইই বলি সবাইকে—
'দয়া কর,
দয়া পাবে,
করাই পাওয়ার জননী'। ৯১০২।
৯।১০।১৯৫৯, সকাল ৯-১০

তোমার ভাববৃত্তির বোধবিদীপ্ত
বাস্তব সঙ্গতি যেমনতর—
দূরদৃষ্টির ক্রমকে
ক্রমতাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে,
ব্যত্যয়ী যা'-কিছু
তা'কে ব্যাহত ক'রে,—
আর, তা'র বিজ্ঞ বিনায়নে
যেমনতর মূর্ত্তনার
অধিস্থিতি হ'য়ে থাকে—
তোমার বিবেকী চেতনার
সঞ্চারণায়,—

সেই তো প্রার্থিত দেবতা ;
আর, তা'কেই বলে দেবদর্শন। ৯১০৩।
১৩।১০।১৯৫৯, রাত ৭-২৫

যে-সব বস্তু বা বিষয়
বা যা'ই কিছু হো'ক না কেন,
বোধগ্রাহ্য হয় যা' দিয়ে
সেই হ'চ্ছে অন্তর্নিহিত চেতনা ;
আবার, ঐ চেতনাই
যা'-কিছুকে বোধায়িত ক'রে
বোধকে অনুপ্রেরিত ক'রে থাকে তেমন ক'রে ;
আর, এই অনুপ্রেরণার
উপলব্ধ যা'-কিছু
তা'ই হ'চ্ছে জ্ঞান,
আর, যা'র ভিতর দিয়ে
এই আগ্রহ-অনুপ্রেরণা
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
কোন-কিছুতে সঙ্গতিলাভ ক'রে
বোধ-বিবেকের উদ্দীপনা নিয়ে আসে,
সেই হ'ছে বোধি ;
চৈতন্য জড়-বিজড়িত হ'য়ে
চেতন-অনুক্রমিক
যে জড়ত্ব লাভ করেছে,
চৈতন্য তা' ছাড়া কি আর কাউকে
চেতনস্পর্শী ক'রে তুলতে পারে,
বোধযুক্ত ক'রে তুলতে পারে,
বিবেক-প্রস্রবী ক'রে তুলতে পারে
—জ্ঞানদ্যুতির চেতনা-দীপনা নিয়ে
প্রীতিস্পর্শনার আগ্রহ ও বীতস্পৃহা
সৃষ্টি ক'রে ? ৯১০৪।
২০।১০।১৯৫৯, রাত ৯-৩০

তাচ্ছীল্য ও অবিবেকী অনুচলন
দুর্ভাগ্যেরই অগ্রদূত। ৯১০৫।
২১।১০'১৯৫৯, রাত ৯-৪৫

ভজনচর্য্যী ব্রতপালী কুশলকৌশলী
অনুশীলনতপা সে-ব্রাহ্মণ
আজ ভ্রান্তকর্ম্মা লোকসেবা-বিমুখ হ'য়ে
ভজনহারা দাসসুলভ
ভিক্ষুকের বৃত্তি নিয়ে
দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়ায়—
শাস্ত্রবচনগুলিকে
তপোবিরত বানরী ক'রে। ৯১০৬।
২২।১০।১৯৫৯, সকাল ৯-৩০

লাজলাঞ্ছিত ঋত্বিক সে—
যে নিজের যজমানদিগকে
শুভসন্দীপনী তপানুশীলনার ভিতর-দিয়ে
নিজের জীবনবর্দ্ধনী লোকসেবাব্রতী
পরিচর্য্যার
উচ্ছল সম্পদ ক'রে তুলতে পারে না—
বিনায়নী তৎপরতায়,
অসুস্থ না থেকেও
দ্বারে-দ্বারে যাচ্ঞাবৃত্তির দ্বারা
অপারগ আত্মকাহিনীর আবেদনে
খিন্ন হৃদয়ে
ভরণপোষণী অর্থ সংগ্রহ ক'রে চলতে থাকে,
যা'র যজমানরা
আত্মতৃপ্তির অবদান-উৎসর্জ্জনায়
তাকে নন্দিত ক'রে
প্রীত ক'রে না,
অনুশীলনহারা

ঋত্বিকতা তার
অবমানিত হ'য়ে
কি লাঞ্ছিত চলনে
নিঃসহায়ের মত চেয়ে থাকে না ?
যে ঋত্বিকের দরজায়
সাত রাজার ধন
অপ্রত্যাশিতভাবে মজুত থাকার কথা,
যে লোকশিক্ষক, লোকপ্রাণ,
লোকবর্দ্ধনার প্রকৃত হোতা,
এমনতর দৈন্যদীর্ণ চলন তা'র
সত্যই পরিতাপের বিষয়। ৯১০৭।
২২।১০।১৯৫৯, বিকাল ৫-৩০

নিষ্ঠানন্দিত আচরণ ও তপশ্চর্য্যা,
কুশলকৌশলী অনুশীলন,
ঊর্জ্জী মধুর-সুন্দর
বাক্ ও ব্যবহার,
আপ্যায়নাপূর্ণ অনুচলন ও লোকচর্য্যা,
স্বার্থ-প্রত্যাশাহীন সহজ অনুকম্পী
সেবা-সন্দীপনা—
এই কয়টিই মানুষের মহান সম্পদ। ৯১০৮।
২৩।১০।১৯৫৯, বিকাল ৪-৫

সমস্ত রসের সমবায়ে
সন্দীপনার বোধপরিবেষণী
সাত্বত সম্বেদনাই হ'চ্ছে
সাহিত্যের প্রাণনদীপ্তি। ৯১০৯।
২৯।১০।১৯৫৯, সকাল ৮-৪০

যিনি
অটুট অনুরাগ-অনুক্রিয় হ'য়ে

সেবা করেন—
মহিমা-গুণমুগ্ধ অনুচলনে অভিষিক্ত হ'য়ে
আচার্য্যনিষ্ঠ তৎপরতায়,—
তিনি স্বতঃ-সেবক,
আর, তিনিই ভজমান,
ভগবত্তার আবির্ভাব হ'য়ে থাকে তাঁতেই—
সেবা-আশীর্ব্বাদ নিয়ে। ৯১১০।
১।১১।১৯৫৯, বিকাল ৪ ৩০

পুরুষোত্তমের—
আচার্য্যের গুণমহিমা
মনন কর,
কীর্ত্তন কর,
স্বভাব ও সম্বোধনায়
প্রতিফলিত ক'রে তোল তা'কে,
যাতে আচার-ব্যবহারে
সেগুলি ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
মনন ও করণহারা কীর্ত্তন কিন্তু ক্লীব ;
এমনি ক'রেই
তুমি ঈশ্বরে—
ঈশ্বর-অভিষিক্ত আচার্য্যে
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার এই অভিষেক যেন
তোমার পরিবেশকেও
অভিদীপ্ত ক'রে তোলে ;
এমনি ক'রেই তুমি
সবার অন্তরে
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, এই সার্থকতা সবাইকে

সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক—
সাত্বত সব দিক দিয়ে । ৯১১১ ।
১।১১।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-১৭

দেবতার পূজা-আরাধনার
অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সময়ে
গান-বাজনা করতে যেও না,
তা' তোমার মনন-প্রেরণাকে
বিক্ষিপ্ত ও ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলতে পারে ;
অন্তরে ইষ্ট বা আচার্য্যগুরুকে
জাগ্রত ক'রে
সেই সন্দীপ্ত অনুপ্রেরণায়
সেই ভাববৃত্তি-দ্যুতি নিয়ে
দেবতাকে স্মরণ কর,
অর্থাৎ তাঁর চলন-চরিত্র
ও গুণগরিমাকে
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
আয়ত্ত করতে যত্নশীল হও ;
তাঁর গুণরাজিকে মনন কর,
আর, সেগুলিকে
সার্থক সঙ্গীতশীল তৎপরতায়
তোমার অন্তরে উচ্ছল ক'রে তোল—
এমনতরভাবে
যাতে তোমার আচরণ ও চরিত্র
তাঁতেই অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ অভিষিক্ত সম্বেদনা
তোমার অন্তরে
এমনভাবে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে
যাতে তোমার অনুচলনও
ক্রমে-ক্রমে
ঐ তপোনির্য্যাসে

তদনুক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তদনুবেদনী অনুপ্রভাও
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
তোমার আচরণ ও চরিত্রে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
সুসঙ্গত, সুযুক্ত, সমীচীন
বিনায়নী সার্থকতায়,
আর, তারপর তোমাতে
ঐ ইষ্টীপূত ফুটন্ত প্রেরণা
বোধ-কৃতিদীপনায়
বিসৃষ্ট হ'য়ে
তোমার সাত্বত চরিত্রকে
যেন প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে—
তা' চিন্তায়, বোধে, বলায়, করায় ও চলনায় ;
তাঁকে মনন করা মানে কিন্তু
তাঁর রূপ-সহ প্রতিটি বিশেষ গুণগরিমাকে
বিশেষ কৃতিদীপনার সহিত
চিন্তা করা—
অনুশীলন-অভ্যাসে
তদনুগ প্রত্যেক যা'-কিছুকে
হাতেকলমে আয়ত্ত করা ;
তুমি তাঁর যা'-কিছু মনন কর,
তা'র প্রত্যেক যা'-কিছুকে
স্বতন্ত্র ও সামগ্রিক-ভাবে
হাতেকলমে কাজের ভিতর-দিয়ে
ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কর
অর্থাৎ মক্স কর ;
ভুলভ্রান্তি হ'লেও তা' ছেড়ো না,
ক্রমশঃ শুদ্ধ করতে চেষ্টা কর—
অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বেদ-সাধনার মত,

ঐ করাই সার্থক ক'রে তুলবে
তোমার ঐ কর্ম্মঠ বোধনাকে
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
ঐ দেবতার দেবব্যক্তিত্বের পরিভাবনায় ;
তাই, পূজা-আরাধনার
মননশীল ভাবমূর্চ্ছনার পরে
গান-বাজনা, রং-তামাসা
যা'ই কর না কেন,
তা' যেন তা'রই ইন্ধন হ'য়ে
তোমার সাথে
তোমার পরিবেশকেও
ঐ মহিমায়
মহৎ ভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
ভাব মানে কিন্তু ঐ হওনক্রিয়া
অর্থাৎ তাঁতে গুণান্বিত হ'তে
যেমন যেমন করতে হয় তা'ই ;
অর্চ্চনার অর্থ বা সার্থকতা কিন্তু ওখানে;
পূজা-অর্চ্চনার সময় যেমনতর,—
সন্ধ্যা-প্রার্থনা ও ইষ্ট-আরাধনার
বেলায়ও তাইই ;
ইষ্ট-আরাধনা
বা ইষ্টনির্দ্দেশিত তপঃক্রিয়া মানে
পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে
তাঁর নিদেশগুলিকে বাস্তবায়িত করা—
তা' চরিত্রে, কার্য্যে, এক-কথায় বাস্তবে,—
তাঁর চলন-চরিত্র, আচার-ব্যবহার
ও কথাবার্ত্তাকে
আত্মীকৃত করা ;
আরাধনা মানেই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত অটুট অনুরাগ নিয়ে
কোন কিছু অনুশীলন করবার প্রয়াসে

তৎপর হওয়া—
সক্রিয়ভাবে,—
কী কোন্ রকমে নিষ্পাদন করা যায়
তা' বিহিত সমীচীনতার সহিত
অনুভাবন ও অনুধাবন ক'রে
বাস্তব পরিবেদনায়
নিখুঁতভাবে সংসিদ্ধ করা,
নিষ্পাদন করা,
অংশক্রমে সঙ্গতিশীল সংসাধনে
সামগ্রিকভাবে সেটাকে সুসিদ্ধ ক'রে
আয়ত্তে আনা ;
তুমি যা'ই কিছুই কর না,
ঐ আরাধনাকে
অমনতরভাবেই পরিচালিত ক'রে
তা'র নিষ্পত্তি বা সমাধান করবে ;
তোমার অন্তর
আরাধন-স্রোতা হ'য়ে চলুক—
সব করায়, সব চলায়, সব ধারায়
সব যা'-কিছুর সুনিষ্পত্তিতে
ব্যক্তিত্বের সজীব শুভ বিন্যাসে ;
যা'ই আরাধনা করতে যাও না কেন,
তা'র পদ্ধতি কিন্তু এই ;
কিন্তু মনে রেখো—
ব্যতিক্রম-নিয়ন্ত্রিত-আচার্য্য-অর্চ্চনা
বা আরাধনা
ব্যতিক্রম বা বিভ্রান্তিরই স্রষ্টা । ৯১১২ ।
১।১১।১৯৫৯, রাত ৮টা

আরাধনা
অনুশীলন-পরিচর্য্যায়
স্বভাব-সঙ্গতিলাভ

যখনই ক'রে থাকে—
চারিত্রিক বিন্যাসে,
তখনই তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ আরাধনার সিদ্ধিও তা'ই। ৯১১৩।
৯।১১।১৯৫৯, রাত ৮-২৭

যে অবস্থায়ই পড় না,
যা'ই কিছু কর না,
তা'র পূর্ব্বাপরে কী হ'তে পারে—
ভালই বা কী,
মন্দই বা কী,
লহমায় তা' এঁচে নিও,
সঙ্গে-সঙ্গে মন্দকে নিয়ন্ত্রিত করতে,
নিরোধ করতে
শুভকে সুব্যবস্থিতির সহিত
বিভবান্বিত করতে
যে-সব তুকতাকের দরকার
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
তা'র ব্যবস্থা ক'রেই রেখো ;
আপদ যেন
তোমার গতিকে মন্থর বা নিরুদ্ধ ক'রে
তুলতে না পারে ;
এই এঁচে নিয়ে
কোথায় কেমনতর কী ক'রে রাখতে হবে—
যা'র ফলে, অনর্থ নিরুদ্ধ হ'য়ে
সার্থকতা সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে—
তা'র কায়দা-করণগুলিকে
পটু দৃষ্টি ও পটু বিবেচনায়
সমাধান করার অভ্যাস
ছোট ছোট কাজের থেকেই
আরম্ভ ক'রো—

এমনভাবে—
যা'তে কোন-কিছু করতে হ'লেই
ঐ অমনতর না ক'রেই পার না ;
এক কথায়, তোমার জীবনটাকে
শিক্ষা ও অনুশীলন-ময় ক'রে তুলো ;
দেখবে—
অনেক বিপর্য্যয়ের হাত এড়িয়ে
উপচয়ী বিভবে
প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবে। ৯১১৪।
১০।১১।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-১০

ঈশ্বর তোমাদিগকে যাদের দিয়েছেন,—
তাতেই সন্তুষ্ট থাক,
সমাহার-সন্দীপনী নিয়ন্ত্রণে
তা'দিগকে বিহিত পরিচর্য্যায়
ধৃতি-উপাসক ক'রে তোল,
তা'
তোমার নিজের পরিবারের ভিতর তো বটেই,
পরিবেশকেও ঐ অমৃতমন্ত্রণে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল—
সক্রিয় সমীচীন তৎপরতায় ;
বিরক্তি-বিভ্রান্ত হ'তে যেও না,
তোমার বিরক্তিও যেন
অন্যের অনুরক্তির সৃষ্টি ক'রে তোলে :
তোমার পরিবারের প্রত্যেকের আচরণ,
চরিত্র ও কৃষ্টি-পরিচর্য্যা যেন
পরিবেশকে অভিষিক্ত ক'রে তোলে,
অনুশীলন ও কুশলকৌশলী তৎপরতায়
উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে—
তা' চিন্তা, চলন, আলোচনায় যেমনতর,

তদনুপাতিক কৃতিকুশল অনুবোধনায়ও
তেমনতরই ;
চিন্তা ও হাতেকলমে করার অভিপ্রায়
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
যেন অটুট হ'য়ে চলে—
বাস্তব মূর্ত্তনার অটুট আগ্রহে ;
এমনি ক'রেই তোমার পরিবার-পরিজনদের
প্রবুদ্ধ ক'রে,
ক্ষিপ্রকর্ম্মা ক'রে,
সুবিবেকী ক'রে
উদ্দাম ক'রে রাখ ;
চলন, চরিত্র, আপ্যায়নী ব্যবহার,
পরিচর্য্যী প্রসন্ন উন্মুখতা
ইত্যাদি যা'-কিছুকে—
অন্তরে-বাহিরে
সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত ক'রে তোল ;
এই স্ফোটনে
তোমার পরিবার, পরিজন যা'-কিছুকে
লোকতীর্থ ক'রে তোল ;
এই তীর্থ-উদ্যমই
তোমার অমৃত পথ—
আশীর্ব্বাদের পারিজাত বিভা। ৯১১৫।
১১।১১।১৯৫৯, রাত ৮টা

পূজা-অর্চ্চনার
সমস্ত প্রকরণগুলি
অনুধাবন কর,
আর, চিন্তায় ও মননে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের সহিত
সেগুলির সমীচীন অর্থ-বোধনায়

উপনীত হও—
বেশ ক'রে বুঝে, সুঝে ;
আর, যেখানে যেমন করতে হয়
করতে থাক—
তদনুগ প্রেরণা নিয়ে ;
আর, অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে
তা'র তাৎপর্য্যে
তৎপর হ'য়ে চলতে থাক,
যেন তা' তোমার
স্বভাব-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তবে তো পূজা-অর্চ্চনার সার্থকতা। ৯১১৬।
১২।১১।১৯৫৯, সকাল ৯-৫১

ভাগ্যবান কিন্তু তা'রাই—
ইষ্টনিষ্ট লোকসেবাভজন-পরিচর্য্যায়
যা'রা আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে ;
অমিতবিভা ঈশ্বর
তাদিগকে
মাঙ্গলিক অভিগমনের সঙ্গে-সঙ্গে
প্রশস্তি-প্রভায় বিভবান্বিত ক'রে তোলেন ;
পারিজাত হস্তে
ভাগ্যদেবীও
মঙ্গলদ্যোতনী তাদের কাছে। ৯১১৭।
১৫।১১।১৯৫৯, সকাল ৯-৩৮

পূজ্যপাদ বড়দার ৪৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে আশীর্ব্বাণী

বড় খোকা!

তুমি আমার প্রথম সন্তান,
তোমার মায়ের তুমি
অঞ্চল-উচ্ছল অমর উদ্‌ভাস,
তোমার চারিত্রিক দ্যুতি
আমার অন্তঃকরণকে
উদ্‌ভাসিত ক'রে
সব পরিবেশকে
উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলেছে ;

অনুবেদনা,
স্বতঃ-সেবামুখর তৎপরতা,
হৃদয়খোলা স্নিগ্ধ
শাসন-নিয়মনী প্রীতিপ্রসন্ন সন্দীপনা,
ধারণ-পালন-পোষণী পরিক্রমা
আমাকে যেমন
তৃপ্তি-প্রস্রবণে
বিধৌত ক'রে তুলে
মমতাশীল মন্দাকিনীর মত
সবাইকে সন্দীপ্ত
ও পোষণ-তৃপণায় পরিপুষ্ট
ও পরিভৃত ক'রে তুলেছে,
তা'তে আমার আনন্দ-নন্দিত উৎসর্জ্জনা
এ বয়সেও
দ্যোতনাবিভূতিসম্পন্ন ক'রে
অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে রেখেছে ;
আমার যিনি পরমকারুণিক,
যিনি আমার পাতা,

যিনি আমার ত্রাতা,
যিনি আমার
সব কিছুরই সর্ব্বেশ্বর,
তাঁর চরণে
তাঁর এই অকৃতী সন্তানের
একান্ত প্রার্থনা—
তুমি ও তোমরা
তাঁতে সম্বুদ্ধ লক্ষ্য রেখে
নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে
নীরোগ, নিরাপদ
ও সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—
সমস্ত-সবকে নিয়ে;

অমৃতস্পর্শী হো'ক সকলে,
সুনিষ্ঠ জীবন-বর্দ্ধনে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সম্বর্দ্ধনী হোতা হ'য়ে উঠুক—
সেবায়,
অনুরাগদীপনায়,
পোষণে,
পালনে,
পরিভৃতির ভৃতি-দ্যোতনায়,
ঊর্জ্জী উচ্ছ্বাসে মেরুজ্যোতির মত;

তুমি সুস্থ থাক,
সবল হও,
সকলকে সুস্থ রাখ,
সবল ক'রে তোল,
সম্বৃদ্ধির ঊর্জ্জী দ্যোতনায়
ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার
আত্মীয়, পরিজন, পরিবেশ
সব—সকলকে

পরিপ্লাবিত ক'রে তোল,
নিষ্ঠুরকে প্রাণশীল ক'রে তোল,
পঙ্কিলকে অনাবিল ক'রে তোল,
দুষ্টকে শিষ্ট ক'রে তোল,
নষ্টকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তোল,
আর, তোমার কৃতিতপ
প্রতিপদক্ষেপে যেন
সবাইকে
প্রাণনশীল ক'রে তোলে ;
ঈশ্বর—
যিনি সবার ঈশ্বর—
যিনি সবারই অন্তঃস্থ
ধারণ-পালনী সম্বেগ,
সব কিছুর অমৃত অভিনিবেশ—
তিনি
কল্যাণস্রোতা মঙ্গলে
সবাইকে অজচ্ছল ক'রে তুলুন,
আর, উচ্ছল প্রাণনদীপনায়
তুমি তাঁরই সক্রিয় হোতা হ'য়ে থাক,
পরম কারুণিক
পরমপিতার কাছে
আমার এই একান্ত প্রার্থনা। ৯১১৮।
২৮।১১।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬টা

ধর্ম্মের কোন জাতি নাই,
ভেদও নাই তার,
আছে বৈশিষ্ট্যানুগ আচার, আচরণ, ব্যবহার
ও অনুচলন,
ধর্ম্মের জাতি একমাত্র ঈশ্বর,
অর্থাৎ ধর্ম্ম ঈশ্বর হ'তেই জাত ;
আর, ঈশ্বর তিনি যিনি অধিপতি,

অধিপতি মানে
যাঁর প্রবর্ত্তনা-প্রস্রবণই হ'চ্ছে
ধারণপালনী সম্বেগ,
অর্থাৎ বেঁচে থাকা
বেড়ে চলার সম্বেগ—
সুসংরক্ষিত হ'য়ে;
আর, সেই নীতিগুলিই ধর্ম্মনীতি
অর্থাৎ বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার নীতি;
তাই, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ',
হাতে-কলমে ওগুলি নিষ্পাদন না করলে
শুধু ভাবে চলে না;
দেশকালপাত্র-ভেদে যেখানে যেমনতর
প্রয়োজন—
ঐ বাঁচতে ও বাড়তে,—
সেইগুলি সংস্কার;

সংস্কারে আছে—
ঐ বাঁচতে, বাড়তে,
অস্তিত্বকে রক্ষা ক'রে চলতে
যেখানে যেমনতর করণীয়
তা' করা—
বোধ ও অস্তিত্বের প্রকৃতিকে বজায় রেখে;
সেইগুলি এনেছে ঐতিহ্য,
ইংরেজীতে নাকি বলে tradition;
আর, এ যা'র ভিতর-দিয়ে এসেছে,
সেই তুকতাকগুলিকে বলে প্রথা,
তাই, ঐতিহ্য ও প্রথা
অস্তিত্বের অন্তঃকরণে
সংস্কার সৃষ্টি ক'রে
আত্মরক্ষায় তৎপর ক'রে তুলতে পারে—
কৃষ্টিগত অনুশীলন-অনুচর্য্যায়;
আবার, আচরণ, সংস্কার, কৃষ্টির

বিশেষত্বের ভিতর-দিয়ে
জন্মগত বর্ণ বিভাজিত হ'য়ে ওঠে ;
এই বিভাজনা পরস্পরকে
ভজন-সন্দীপ্তির দিকে নিয়ে যায়—
ব্যাহৃতির সৃষ্টি ক'রে,
আর, ব্যাহৃতি মানে বিস্তার ;
কিন্তু বস্তুতঃ এই যে বর্ণ-সমন্বিত সমাজ
সৃষ্টি হ'লো—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
তা' কিন্তু পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে হয়েছে—
উদ্বোধনার অভিনিবেশে,
অনুচর্য্যার স্বতঃ-পরিবেষণায়,
উদ্‌ভবের উদ্ভাবনী অভিনিবেশে,
পারগতার প্রবৃত্তি-নিয়মনায়,
সম্বৃদ্ধির আভ্যুদয়িক তপশ্চর্য্যায়,
জীবনীয় প্রয়োজনের
অদম্য আপূরণায়—
যা' পারস্পরিক রাগ-সন্দীপনী
সংহত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
মানুষের প্রগতিকে
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলেছে—
জীবনে, বর্দ্ধনায়,
আত্মপোষণ তাৎপর্য্যের
আপূরণ-তৎপরতায়,
প্রকৃতির স্বতঃ-পরিচর্য্যী
সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে ;
আর, এই প্রগতির পরম পথই হ'চ্ছেন
অবতার পুরুষ ;
আর, অবতার পুরুষ মানেই হ'চ্ছে—
এই পার্থিব দেহধারণের ভিতর-দিয়ে
যিনি সংস্কৃতিতে সুসংস্কৃত ক'রে

ঐ বাঁচাবাড়াকে
আরো উদ্দীপ্ত ক'রে তোলেন
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন
উজ্জীবিত ক'রে তোলেন,—
—বৈশিষ্ট্যানুগ অনুনয়নী আবর্ত্তনায় ;
অবতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে
আসতে পারেন,
আর, তাঁরা আসেন
যেখানে যখন যেমন প্রয়োজন—
তেমনতর রকমে,
নিষ্ঠাপ্রদীপ্ত আচরণ-অনুধাবনায়,
দেশকালপাত্রের অনুপূরণে ;
তিনি আসেন—মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে,
চ'লে যান—
আবার আসেন,
তাঁর আবার আসা
মূর্ত্ত ঈশ্বরেরেই
নবকলেবর ধারণ ছাড়া
আর কিছু না—
সে ভারতবর্ষেই আসুন,
রাশিয়া-চায়নাতেই আসুন,
জার্ম্মানী-ফ্রান্সেই আসুন,
জেরুজালেমেই আসুন,
আরবেই আসুন,
ইংলণ্ড-আমেরিকায়ই আসুন
বা যেখানেই আসুন ;
তাই, কোন অবতারকে নিন্দা করা
বা বীতরাগ দেখান মানে
তাঁদের প্রত্যেককেই
উপেক্ষা করা,
নিন্দা করা,

বীতরাগ দেখান,
কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই এক ;
তাই, ও করতে নেই,
সেইজন্য ধর্ম্মান্তরিত করাও
একটা অস্বাভাবিক কথা,
কারণ, ধর্ম্মের কখনও অন্তর হয়না ;
যাঁরা ঐ ঐশী সন্দীপনায়
অভিষিক্ত নন,
তাঁদের নিদেশ ও বিচার
অবতার পুরুষদের নিদেশ ও বিচারের সঙ্গে
খাপ খায় না,
কারণ, তাঁদের ভিতর থাকে
আত্মপ্রতিষ্ঠ অহমিকা ;
হিন্দু ধর্ম্ম,
খ্রীষ্টান ধর্ম্ম,
মুসলমান ধর্ম্ম,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি কথা
আমরা বাদভ্রান্তির মহড়ায় প'ড়ে বলি,
প্রকৃত প্রস্তাবে
ধর্ম্মের কোন রকমফের নেই,
কোন বাদ নেই,
বাদ বলতে ঐ সত্ত্ববাদ—সাত্বতবাদ,—
তা' চিরদিনই এক প্রত্যেকের কাছে,
যে-বাদের পরিণতি অমরত্ব, কল্যাণ—
যা' সব যা'-কিছুরই চাহিদা ;
তিনি যেখানেই আসেন,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
হ'য়েই আসেন,
ঐই তাঁর তাৎপর্য্য,
এবং সবার ভিতর ঐ তাৎপর্য্যই
অভিদীপ্ত ক'রে যান ;

তিনি দেখতে চান—
ঐ অধিপতির আধিপত্যকে
অন্তঃকরণে আপূরিত ক'রে
কে কেমন ক'রে
বৈশিষ্ট্যের আসনে দাঁড়িয়ে
চলতে পারছে ;
আর, এ যত বেশী দেখেন,
সব অবতার পুরুষই—
প্রেরিত পুরুষই—
নন্দিত হ'য়ে ওঠেন প্রত্যেকের অন্তরে ;
তাই বলি,
ধর্ম্মের কোন জাতি নাই,
জাতি এক ঈশ্বর,
কারণ, ধারণ-পালন-সম্বেগই
ধর্ম্মের উৎসধারা,
তা' থেকেই ধর্ম্মের উদ্ভব ;
ভেদ আছে দেশকালপাত্রের—
বৈশিষ্ট্য-অনুগ সংস্কার ও সংস্কৃতি নিয়ে,
যে-বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব-অনুযায়ী
সৃষ্টি হয়েছে—
ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কার, রীতি,
যা' সমাজ ও বর্ণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে ;
তা' দিয়ে ধর্ম্মের অর্থাৎ সাত্বত ধৃতির
ভেদ হয় না,
কারণ, ঐ ধৃতিপোষণী আয়োজন
যে-বৈশিষ্ট্যের যেমনতর প্রয়োজন,
তেমনতর না করলে
ব্যত্যয়ী হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তাই, এক এক জাতীয় সংস্কার হ'লো বর্ণ,
বর্ণানুগ চলন হ'চ্ছে বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব,

স্ফোটন-সন্দীপনার ভিতর
যা' সুপ্ত বা প্রকট হ'য়ে আছে ব্যক্তিচরিত্রে—
জীবনীয় অনুধাবনায় ;
বর্ণ হয় গুণ ও কর্ম্ম দিয়েই
যা' ব্যক্তিত্বে
কুলতাৎপর্য্য বহন ক'রে নিয়ে চলে ;
তাই, প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী
ঐ একই সাত্বত-ধৃতিকে
অনুসরণ ও পরিপালন ক'রে থাকে ;
সাত্বত সত্তা চিরদিনই অহিংস,
সে নষ্ট হ'তেও চায় না,
নষ্ট করতেও চায় না,
সত্তা স্বভাবতঃই পারস্পরিক অনুরণনশীল,
সত্তাই সত্তাকে সঞ্চেতিত ক'রে রাখে,
তাই, হিংসা ক'রে ঈশ্বরের পূজা হয় না ;
কিন্তু শয়তানের পূজা যেখানে অবাধ,
হিংসা সেখানে লাগেই তাকে নিরস্ত করতে,
অসৎ যা' তা'কে নিরোধ করতে,
হিংসা-প্রবৃত্তিকে হনন ক'রে
সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে ;
যা' সত্তাহিংস, তাই-ই শয়তান ;
কিন্তু ঈশত্বের প্রতিষ্ঠা সেখানেই হয়—
এই ধারণপালনী সম্বেগের প্রবর্ত্তনায়
মানুষকে যত হিংসামুক্ত ক'রে
ধারণপালনী আধিপত্যে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারা যায় ;
এই তো কথা !
কোন প্রেরিতপুরুষ, অবতার-পুরুষ
কি কখনও কাউকে
বা কারও অস্তিত্বকে ঘৃণা করতে
বা কারও প্রতি

ধারণপালনী অনুচর্য্যা-রিক্ত হ'তে বলেছেন ?

তাই,

সও,

বও,

চল—চতুর বীক্ষণা নিয়ে,

কুশলকৌশলী তৎপরতায়,

যেখানে যেমনতর দরকার

তেমনি ক'রে ;

আর, এই চলনে চলতে চলতে

তাঁতে অর্থাৎ ঈশ্বরে

বিশেষতঃ মূর্ত্ত ঈশ্বরে

তোমার যেমন প্রীতি আছে

তা'র ঘনত্ব অনুপাতিক

তোমার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণাও

তেমনতর হ'য়ে উঠবে ;

তাই, অসৎকে নিরোধ কর,

সৎকে পরিচর্য্যা কর,

ধর্ম্ম-পরিপালনের তুক কিন্তু ঐটুকু—

তা' কিন্তু ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারের

অনুধায়নী বেদীতে দাঁড়িয়ে,

তা'কে নবায়িত ক'রে,

নব উৎসর্জ্জনায় সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে ;

এমনি ক'রে এগিয়ে চল—

অমরণের পথে,

অমৃতের পথে,

হিংসা ও অসৎ হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে ;

স্মরণ রেখো—

কোন প্রেরিত বা অবতারকে নিন্দা করা

বা তাঁর প্রতি অসূয়াপরবশ হওয়া মানে—

ঈশ্বরকে নিন্দা করা,

তোমার ধারণপালনী সম্বেগকে

নিন্দা করা
ও তা'তে অসূয়াপরবশ হওয়া,
আত্ম-অবদলন করা ;
তাই আমি বলি—
অবতার পুরুষগণ
ক্রমাবর্ত্তনী ধারায়ই
দুনিয়ায় নেমে আসেন—
লোক-অনুকম্পা নিয়ে ;
আর, ঈশ্বর-আরাধনার মধ্যেই আছে
তোমার ধারণ-পালনী সম্বেগকে
সম্বুদ্ধ ক'রে
স্থৈর্য্য-অনুনয়নী অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তোমাতে ঐ ধারণপালনী সম্বেগ
অবতারণা করা,
সুমূর্ত্ত করা,
সম্বৃদ্ধ করা,
পোষণায় প্রদীপ্ত করে তোলা ;
আমি যা' বুঝি তা' এমনতরই। ৯১১৯।
২৯।১১।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

অদৃষ্ট যা',
অকৃতি যা',
তাচ্ছীল্যতে কর নি যা',
শ্লথ আগ্রহে উপেক্ষিত
এমনতর যা'-কিছু
তা'
অবসাদের দুর্ব্বলতায়
দুর্দ্দমিত দৃষ্টিতে
অভিনিবেশের বিধ্বস্তিতে
নাজেহাল নিঃশেষে
নিকেশ ক'রেই

তোমার ধৃতিবিক্ষেপ আনবেই । ৯১২০ ।
২।১২।১৯৫৯, বিকাল ৩-৫৭

সময়, সুবিধা, সঙ্গতি,
সম্বেদনা ও সম্বর্দ্ধনা—
যে কাজই কর,
আর যাই-ই কর,
এ কয়টির 'পর লক্ষ্য রেখে
সামঞ্জস্য ঠিক রেখে
সম্পাদন-তৎপর থেকো,
হতভম্ব কমই হবে । ৯১২১ ।
৬।১২।১৯৫৯, সকাল ৯-৪৫

বোধোদ্দীপনা
ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
যেমনতর ভাষার সৃষ্টি করে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
তা'ই কিন্তু ব্যুৎপত্তি
বা ধাতুর পরিচিতি ;
আর, ধাতু মানেই
যা' অর্থকে ধারণ করে,
ঐ ধাতুই শব্দের উৎস,
আর, উপসর্গই ধাত্বর্থকে বিশেষিত
ক'রে থাকে,
আর, প্রত্যয় তা'ই
যা' অর্থকে নিশ্চয় ক'রে দেয় । ৯১২২ ।
১১।১২।১৯৫৯, সকাল ৭-৩৬

দয়াল আমার !
মূর্ত্ত খোদার দোস্ত আমার !
আমি কিছু বুঝি না,

জানার অভিমান তোমার অনুগ্রহে
আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়েই আছে,
ভরসা—তোমার অনুগ্রহদীপ্ত বোধপ্রভা ;
আমি মূর্খ অসহায়,
তাই, আমার অজ্ঞাতসারে
তোমার অনুগ্রহ
পরিপ্লাবিত ক'রে তোলে আমার হৃদয় ;
অজ্ঞ আমি,
মেরাজ কাকে বলে তা' আমি বুঝি না,
মেরাজের অর্থ কী
তা'ও আমার অধিগত নয়,
সম্বল—এই অকিঞ্চিৎকর আমার প্রতি
তোমার অনুগ্রহদৃষ্টি,
তা' বিশ্বাস না করলে,
তা'তে আস্থা না রাখলে,
অধিশায়নী অনুধাবনের সৃষ্টি না হ'লে তা'তে
আমি কি ক'রে তোমার কথা বলব ?
কেমন ক'রে জানি না—
মনে হয়—
দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা যতই
তোমাকে আগলে ধরল,
ঈশ্বরতৃষ্ণাও রাগদীপনী তৎপরতায়
তোমাতে উচ্ছল হ'য়ে উঠল ;
ঐ উচ্ছল আতিশয্যের
অনুধাবনী অনুচলন
দুনিয়ার ভোগতৃষ্ণা হ'তে
তোমাকে অমনতর ক'রে তুলেছিল,
ঈশ্বর-অনুরাগে যতই তুমি
উদ্দাম হ'য়ে উঠতে লাগলে,
দুনিয়ার আসক্তিও তোমা হ'তে
ততই বিদায় নিতে লাগল ;

ঐ আকুল আগ্রহ-উন্মাদনার
উচ্ছল প্রস্রবণ
'খোদা খোদা' ব'লে যখন
হৃদয়স্পন্দনকে আন্দোলিত ক'রে তুলতে লাগল,
তুমি থাকতে পারলে না,
তুমি চললে সেই
জেরুজালেমের মন্দিরে
সন্তর্পিত নিশীথ-অভিসারে ;
যা' শুনেছি—
খোদার উদ্দেশ্যে এই অনুরাগ-উচ্ছল
অভিগমনকেই
পবিত্র ভক্ত মহাজনরা বোধ হয়
আছরা বা এছরা ব'লে থাকেন ;
ভাবলে, 'খোদা খোদা' ব'লে
সেখানেই তুমি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—
পরমকারুণিক পরমপুরুষ
খোদার প্রণয়োচ্ছল অঙ্কে ;
একখানা চৌকষ প্রস্তরের উপর বসে
উদ্দাম অনুরাগে
অন্তরে 'খোদা খোদা' ব'লে
অধীর হ'য়ে উঠেছিলে,
তাঁর প্রীতির আবেগ
ক্রমেই তোমার অন্তঃকরণকে
আচ্ছন্ন-উচ্ছল ক'রে তুলতে লাগল ;
ঐ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত উচ্ছল অনুধাবনী
উদ্দাম তন্ময়তা—
তোমার অন্তঃস্থ ঐ আবেগরাগ
নানারকম মূর্ত্তিগ্রহণের সহিত
একটা ঘোড়ার আবির্ভাব ক'রে দিল—
তা' যেন বিদ্যুদ্‌বিভাসিত—
তা' শক্তিতে, সমৃদ্ধিতে, ধৃতিসন্দীপনায়,

ঈশ্বরদূতের আবির্ভাব-উদ্বোধনায় ;
খোদার দোস্ত তুমি তা'তে চাপলে,
অনেক ওঠাপড়া ক'রেও তুমি তাকে ছাড়নি ;
ঐ প্রস্তরখণ্ডও সেই তা'রই পৃষ্ঠে
অধিষ্ঠিত ছিল,
ঘোড়ার দুটি পাখা ও চারখানি পা ছিল—
শূন্য-ভ্রমণশীল,
এবং তা'র মুখ ছিল স্ত্রীলোকের মতনই—
সুন্দর, সুপ্রভ ;
আমি তা'কে সুরত বলি,
সন্দীপনী অনুরাগও ব'লে থাকি তাকে,
কেউ কেউ নাকি তা'কে
'রুহ' ব'লেও আখ্যায়িত ক'রে থাকেন ;
এমনি ক'রেই
চন্দ্রলোক ভেদ ক'রে
তুমি খোদার সান্নিধ্য লাভ যখনই করলে,
তাঁর প্রীতিবিহ্বল অনুধায়না
যখন তোমাকে
আলিঙ্গন ক'রে তুলল,
তাঁর নিদেশগুলি যখন
জ্যোতিষ্কের মত
তোমার অন্তরে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল,—
তোমার উপলব্ধি হ'ল—
তোমারই মত তিনি,
তুমি রসুল,
খোদার দোস্ত,
মূর্ত্ত নরনারায়ণ,
খোদার অভিনিবেশ-অনুশাসিত
পূতমূর্ত্তি ;
আমার মনে হয়, সাধু মহাজনেরা

তোমার এই ঊর্দ্ধচারণাকেই 'মেরাজ' ব'লে থাকেন ;
খোদাকে অভিবাদন ক'রে
এই দুনিয়ার পৃষ্ঠে
তুমি সজাগ হ'য়ে উঠলে—
সন্দীপনার সুদৃঢ় সন্ধান নিয়ে ;

মানুষের ব্যথা
তুমি প্রাণভরে
তাঁর কাছে পরিবেষণ করলে ;
ধৃতিধর্ম্ম তুমি,
মানুষের বাঁচাবাড়াকে
উচ্ছল করবার জন্য
তখন যা' যা' করবার ছিল,
তা' করতে ত্রুটি কর নি ;
এই মেরাজ তোমার অনেকবার হ'য়েছে,
আর, অমৃতদ্যোতনাও আহরণ করেছ
খোদার কাছ থেকে
অমনতরই তুমি ;

আর, ভাষার দ্যোতনায়,
ব্যবহারের দ্যোতনায়,
প্রীতিপ্রসন্ন ধৃতিদ্যোতনায়
তুমি সেগুলিকে
দুনিয়ার প্রতিটি ব্যষ্টিকে
দিতে কসুর কর নি ;
আমি জানি না দয়াল !
আমি বুঝি না,
তুমি দুনিয়ার রসুল,
খোদার দীপ্ত মূর্ত্ত দোস্ত—
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ,
স্থান, কাল, পাত্রের পরম নিয়ামক,
তুমি পূর্ব্বতন সব নবীদেরই
পুণ্য প্রতীক,

আর, পূর্ব্বতন সব নবী
তোমারই পুণ্য-অভিব্যক্তি ;
আমার এই অকিঞ্চিৎকর ধারণা—
জানি না—
বাস্তব অনুপ্রেরণায়
কল্যাণপ্রভ হ'য়ে উঠবে কিনা ;
কিন্তু এটা ঠিকই—
আমি যতই অকিঞ্চিৎকর হই না,
সুব্যক্ত অনুরঞ্জনায় তোমার অনুপ্রেরণাকে
আমি যতই ব্যক্ত করতে পারি বা না পারি,
তুমি শুধ্‌রে নেবেই,
তুমি দেখবেই—
কোন দিক দিয়ে কোন ক্ষতির কারণ না হয় তা',
ভ্রান্ত ধারণায় কেউ বিভ্রান্ত না হয় ;
লোকের জিজ্ঞাসা আমাকে
যেমন আন্দোলিত ক'রে তুলেছে,
তোমার অনুগ্রহ
যেমন বিস্ফারিত ক'রে তুলেছে আমাকে,
আমি তাই বললাম ;
দয়াল ! আমাকে ক্ষমা ক'রো,
আমার ধৃতি-প্রার্থনাকে
মঞ্জুর ক'রে তুলো,
আমার প্রীতি-প্রার্থনাকে
পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলো,
আমার চর্য্যানিরতিকে উচ্ছল ক'রে দিও,
যাতে আমি তেমনি ক'রে
তোমারই অনুসরণে
তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারি—
আমার যা'-কিছু সবকে নিয়ে ;
যেন প্রাণ খুলে বলতে পারি—
সব সত্তায়,

প্রতিটি সত্তায়,
ভূত ভবিষ্যতে অনুস্যূত যা'-কিছু
প্রত্যেকের ভিতরই খোদার দ্যোতনা,
তোমরা বাঁচ,
বাড়,
সুসংবৃদ্ধ হও,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
অমরস্নাত হ'য়ে
রসুলকে উপভোগ কর ;
আর তো কিছু বুঝি না,
আর তো কিছু জানি না ;
জঞ্জালময় মানুষ-প্রকৃতির
আদিম উৎসারণা
আমি তোমার কাছে নিবেদন করলাম,
আমাকে সহ্য কর,
আমাকে ধ'রে চল,
অধ্যবসায়ী ক'রে
আমাকে জ্ঞানরাগ-উচ্ছল ক'রে তোল ;
আর, এই ভিক্ষা—
এই প্রার্থনা আমার
প্রতিপ্রত্যেকের জন্য—
দুনিয়ায় কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। ৯১২৩।
১১।১২।১৯৫৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

জীবনসম্বেগের মূল উৎস যিনি,
তিনিই খোদা,
অস্তিত্বের মূল উৎস যিনি
তিনিই খোদা। ৯১২৪।
১৫।১২।১৯৫৯, সকাল ৯-৩৩

সঙ্গতিশীল ধারণপালনী
সম্বেদনী সম্বেগ
যা'র ভিতরে যেমনতর হ'য়ে আছে,
তা'র তেমনি আধিপত্য। ৯১২৫।
১৫।১২।১৯৫৯, সকাল ৯-৪২

কল্যাণপ্রসূ বৈধী-করণীয়কে ভয় ক'রো না,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার উদ্দাম উন্মাদনা নিয়ে
সেগুলিকে অনুশীলন কর,
পরিপালন কর,
সংবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ নিজে,
সংবৃদ্ধ ক'রে তোল তোমার পরিবেশকে—
ঐতিহ্য-স্থণ্ডিলে সপরিবেশ নিজেকে
সংস্থাপিত ক'রে
কৃষ্টি-অভিযানে। ৯১২৬।
১৬।১২।১৯৫৯, রাত ৭-৫

জড়কে বাদ দিয়ে
জীবনের উপাসনা করতে যেও না,
আবার, জীবনকে বাদ দিয়ে
জড়ের উপাসনা করতে যেও না,
জীবন ও জড়ের সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
তা'র অনুসন্ধান কর,
আর, ঐ তো সার্থকতার পথ ;
জড়ের তাৎপর্য্য জীবনকে ধ'রে,
এবং জীবনের তাৎপর্য্য জড়কে ধ'রে। ৯১২৭।
১৮।১২।১৯৫৯, বিকাল ৪-২৫

তোমার তপশ্চর্য্যা
যতক্ষণ না

শারীরিক প্রতিফলনে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে
অর্থাৎ আচার-আচরণে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে,—
বুঝবে—
ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত
তা' তোমার নিজস্ব হ'য়ে ওঠে নি—
তা'র যত পাণ্ডিত্যই থাক তোমার। ৯১২৮।
২৫।১২।১৯৫৯, সকাল ৯-৪৫

অটুট, নিরলস, ইষ্টনিষ্ঠ হও—
পরিচর্য্যাপ্রবণ হ'য়ে,
সেই আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে
স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত কর,
সুসংবৃদ্ধ ক'রে তোল—
চারিত্রিক শুভ-সন্দীপনা নিয়ে,
সাত্বত অনুনয়নী সংস্কৃতি নিয়ে ;
তাই ব'লে, অস্বাভাবিক
উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে যেও না,
বিকৃতি-প্রবণতা যেন
না পেয়ে বসে ;
কৃতিসম্বেগে উচ্ছল সুক্রিয় হ'য়ে
এমনতর যা'ই সাধনা কর না কেন,
তা'র গোড়ায় যদি
ঐ আচরণ ও চারিত্রিক অনুনয়নে
সুসংবৃদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠতে
না পার—
কৃতিসন্দীপনা নিয়ে,—
তাহ'লে তোমার তপানুচর্য্যা কি সার্থক হ'য়ে উঠবে ? ৯১২৯।
২৫।১২।১৯৫৯, বেলা ১০-৩০

তোমাকে যে ভালবাসে,
তোমার কটু ব্যবহারেও
সে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে কিনা,
তোমাতে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে কিনা,
সেই তো হ'ল লক্ষণ—
তোমাতে তা'র প্রীতি
স্বতঃস্রোতা কিনা। ৯১৩০।
২৫।১২।১৯৫৯, বেলা ১০-৪৫

বীজবীজরণ হ'তেই
গুণগতির তারতম্য অনুসারে
বর্ণের সৃষ্টি হ'ল—
স্বতঃ-নিষ্যন্দী অনুপ্রাণতা নিয়ে। ৯১৩১।
২৮।১২।১৯৫৯, বিকাল ৩-৩০

প্রসাধন মানে
জীবনানুগ সৌন্দর্য্যে সুসিদ্ধ হওয়া—
সর্ব্বতোভাবে—সব দিক দিয়ে,—
উদ্বর্দ্ধনী অনুচারণায়—
তৎপরতায়। ৯১৩২।
৯।১।১৯৬০, সকাল ৮-৪৩

জরুরী অবস্থায়,
আপদ-বিপদ-সংকট-সন্তারণায়
কখন কাকে কি ক'রে
সাহায্য করতে হয়—
ক'রে ক'রে সেগুলিকে
আয়ত্ত ক'রে তোল,
রোগ-শোক, ঝগড়াঝাটিতে,
চলায়, বলায়, সংঘর্ষণে
এক-কথায়, যখনই যে কেউ

অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ুক না কেন,
তাকে তুমি এমনতর সাহায্য কর
যা'তে সে উদ্ধার পায়,
নিষ্কৃতি পায়—
তোমার উপস্থিত বুদ্ধির শুভ-সঞ্চালনায় ;
এটিও লোকচর্য্যা বা লোকসেবার
অপরিহার্য্য অঙ্গ,
আর, এই উপস্থিতবুদ্ধি
সংস্কারের সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
বোধবিবেচনা ও কর্ম্মতৎপরতায়
তোমার কৃষ্টিতে সঞ্চিত হ'য়ে
তোমাকে যেন উচ্ছল ক'রে রাখে,
যা'তে ঐ শঙ্কা তোমার সম্মুখে এলেই
তুমি তা'র নিরাকরণ করতে পার ;
আর, এর ভিতর-দিয়ে
পরমপুরুষের ধৃতিসম্বেগকে
জাগ্রত রেখে
কৃতিতৎপরতায়
তাকে বাস্তব বোধে
সুবিন্যস্ত ক'রে
নিজের ঐ সাহায্য-ভাণ্ডারকে
সজাগ রাখ
এবং তা'র ভিতর-দিয়ে
বিভু-বিভূতির শুভ-আলিঙ্গনে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোল ;
ভুলো না কিন্তু
শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে চলতে। ৯১৩৩।
৯।১।১৯৬০, সকাল ১০-৩৫

সার্থক বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
কৃতিদ্যোতনী

সাত্বত ধৃতি-উৎসারণার
আন্তরিক নন্দনস্ফীতিই হ'চ্ছে
আত্মপ্রসাদ,
আর, ঐ আত্মপ্রসাদই
ভগবৎপ্রসাদ। ৯১৩৪।
৯।১।১৯৬০, বেলা ১১-১০

বর্ণ মানে অন্তর-অনুরঞ্জনী
স্বতঃ-সুক্রিয় আবেগ,
আর, এই আবেগ-অনুযায়ী
সত্তা-সংস্থিতিও হয় তদনুগ। ৯১৩৫।
২৬।১।১৯৬০, সকাল ৯-৩০

নিষ্ঠা-সন্দীপিত ভাববৃত্তির বিন্যাসবিভূতি
যা'র যেমনতর স্থৈর্য্যশীল
ও সার্থক-সক্রিয়,
সে তেমনতরই উন্নতিলাভ ক'রে
ধৃতিসার্থকতায়
সুপ্রস্থ হ'য়ে থাকে। ৯১৩৬।
১৯।২।১৯৬০, বিকাল ৪-২০

তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তি
এমনতর সুসংহত, সুদীপ্ত ক'রে রেখো,
এবং যাতেই তুমি প্রবৃত্ত হও না কেন,
তোমার কর্ম্ম, চেষ্টা
ও সুব্যবস্থ সন্দীপনা
এমনতর ক'রে তুলো—
বিহিত ত্বরিত্য-তাৎপর্য্যে,
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
যা'তে তোমার কৃতকার্য্যতা
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে—

স্থানকালপাত্রের নিরপেক্ষ
নিয়মন-চাতুর্য্যে ;
আর, কৃতিতপের তাৎপর্য্যই ঐ—
দক্ষ সিদ্ধকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ যাতে তুমি। ৯১৩৭।
২৩।২।১৯৬০, রাত ৮-৫৫

যে কৃষ্টি, আচরণ ও বৈশিষ্ট্য
পুরুষ-পরম্পরায় বহনস্রোতা
হ'য়ে চলতে থাকে,
তা'ই হ'চ্ছে কুল ;
যে অনুরঞ্জনায়
পুরুষানুক্রমে বিস্তৃতি লাভ করা যায়—
সংস্কার-সংহিতি নিয়ে,—
তাই বর্ণ,
কৃষ্টি, চরিত্র ও প্রবণতাই হ'চ্ছে
তা'র বিশেষ বিভূতি ;
সুসঙ্গত সমীচীনভাবে
কুল ও কৃষ্টির অভিসারণায়
তুমি যা'র বৈশিষ্ট্যকে বহন করতে পার
বা যে তোমার বৈশিষ্ট্যবাহিনী
হ'য়ে চলতে পারে—
সুসদৃশ, সঙ্গতিশীল জীবনস্রোতা হ'য়ে,—
বিবাহের মর্য্যাদা কিন্তু সেখানে। ৯১৩৮।
২৪।২।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪০

আচরণ ও চরিত্র
মানুষের অন্তর-প্রবৃত্তির ব্যঞ্জনামাত্র। ৯১৩৯।
২৫।২।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪২

রেত-নিক্বণী সাত্বত-সঞ্জিত সম্বেগ
যা' ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে

বিন্যাস-বিভূতিতে বিনায়িত ক'রে
জীবনকে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন
ক'রে তোলে—
ভাববৃত্তির অচ্যুত নিষ্ঠা-অন্বিত
অনুশ্রয়ী কৃতি-উৎসর্জ্জনা নিয়ে
সপরিবেশ নিজেকে
সহজ সন্দীপনায়
সুদীপ্ত ক'রে
বিদ্যা, বোধ ও আত্মবিনায়নী
কৃতি-অনুশীলনায়
ঐশ্বর্য্যের উচ্ছল উদ্বেলনে,—
বিশ্বাসিত ব্যক্তিত্বের সহজ মাধুর্য্য
তো ঐখানে। ৯১৪০।
২৭।২।১৯৬০, বিকাল ৫-২৭

জিহ্বা ও ওষ্ঠের সঞ্চালন ব্যতিরেকে
জপ্য অধিষ্ঠিতির
সুনিষ্ঠ আনতি-উদ্দীপনায়
তাঁর মহিমাগুলিতে
নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে
আবৃত্তির সহিত
তদনুগ চিন্তন, চলন, বলন ও অনুশীলনের
ভিতর-দিয়ে
কৃতিতাৎপর্য্যে
তদর্থ-অনুনয়নী যা'-কিছুর
সুসংহত, অন্বিত সন্দীপনা নিয়ে
বোধবীক্ষণায়
সেগুলিকে বিন্যাস-বিধায়িত করাকেই
জপ বলে ;
আর, এই জপক্রিয় তাৎপর্য্যে আসে—
ভাববৃত্তির বিভূতি-বিজ্ঞ

বোধ-ঐশ্বর্য্যের
কৃতিদীপনী অনুশীলনা
ও কুশলকৌশলী অনুবেদ্য সার্থকতা ;
তাই, মহাজনরা ব'লে থাকেন—
জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎসিদ্ধি-র্জপাৎসিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ। ৯১৪১।
২৭।২।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৭

নিষ্ঠানিপুণ প্রেষ্ঠপরিচর্য্যী উদ্দীপনা নিয়ে
চলতে থাক—
তা' সুখেই হো'ক
আর দুঃখেই হো'ক—
যে অবস্থায়ই থাক না কেন ;
বেকুব হ'য়ো না,
বেচাল চলনে চ'লো না,
যা' করবে, সবই যেন
তোমার প্রেষ্ঠার্থকে
শুভপ্রদীপনায় প্রতিষ্ঠ ক'রে তোলে ;
সঙ্গে সঙ্গে
সদ্ব্যবহার নিয়ে
লোক-অনুকম্পী, অনুচর্য্যী হ'য়ে চল,
আর, ওর জন্য
ক্লেশদায়ক যা'-কিছুই আসুক না কেন,
তাতে গৌরব বোধ ক'রো,
আর, সেগুলিকে যথাবিধি নিয়ন্ত্রণ ক'রে
অযথা ক্লেশ হ'তে যাতে মুক্ত হ'য়ে চলতে পার,
তা' করতে একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
দেখবে, উন্নতি তোমার
বিভব-বিভূতি নিয়ে
সুখশ্রীমণ্ডিত অনুবেদনায়
অনবরুদ্ধ হ'য়ে চলতে থাকবে ;

নিজেকে অমনি ক'রেই
বিনায়িত ক'রে তোল । ৯১৪২ ।
২৯।২।১৯৬০, বিকাল ৫টা

দেশকাল যত
জ্ঞানোজ্জ্বল হো'ক না কেন,
যেখানে পুরুষের
আপূরয়মাণ শীলসম্ভার নেই কো,
স্ত্রীপুত্রদের প্রতি
স্নেহচর্য্যা ও প্রীতি-উৎসারণা নেই কো,
স্ত্রীরা যেখানে সতীত্বহারা, ভক্তিহীনা,
অভদ্র,
বিধ্বস্তি-প্রসূত বিপর্য্যয়ী-ব্যতিক্রমশীলা,—
তা' জীবন-ধাঁধানো অন্ধতমেরই উচ্ছ্বাস ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
জীবন সেখানে মূঢ় মৃতিময়,
অনুকম্পাহারা,
প্রীতি-উপভোগের অযোগ্য,
উচ্ছল নন্দনার নয়কো । ৯১৪৩ ।
২৯।২।১৯৬০, রাত ১০-১৪

পিতৃ ও মাতৃ-পুরুষানুক্রমিক
বিহিত ব্যবস্থিত কুলপঞ্জী সংরক্ষণায়
কখনই ভুল বা তাচ্ছীল্য ক'রো না—
যা'র ভিতর-দিয়ে তোমাদের
জাতক-অনুনয়নী অনুক্রমণা
বিহিতভাবেই সংরক্ষিত হ'তে পারে,—
যদি সঙ্গতিশীল অনুদীপন-উচ্ছল হ'য়ে
চলতে চাও
ও নিজের কুলানুক্রমিকতাকে

অব্যাহত অনুনয়নে
অন্বিত ক'রে
পারিবারিক ও সামাজিক
উচ্ছল অভিদীপনায়
সমুন্নত হ'তে চাও—
আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদির
সমীচীন সৌষ্ঠবকে
উন্নতিশীল ক'রে ;
ঐ কুলপঞ্জীর সংরক্ষণার গোড়াতেই আছে
ঐতিহ্যের সংস্কার-সংরক্ষিত
সঙ্গতিশীল সন্দীপনা—
যা' সমস্ত অবসাদকে—
অতিক্রম ক'রে চলতে পারে। ৯১৪৪।
১।৩।১৯৬০, রাত ৭টা

সদৃশ-সঙ্গতিশীল-সঞ্জাত সত্তাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
জাতিপাতের প্রকৃষ্ট ব্যভিচার,
আর, তা'
অন্তর্নিহিত সন্নিবিষ্ট সংস্কারের
ব্যতিক্রম ও বিমর্দ্দনী সংঘাত—
যা' ক্রমান্বয়ী তৎপরতায়
সংক্রামিত হ'য়ে
জাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে
বিনষ্ট ক'রে তোলে ;
আর, ঐ সঙ্গতিশীল-অনুলোমক্রমে
সৃষ্ট জাতি হ'ল উপজাতি,
আর, প্রতিলোম-সঞ্জাতই বাহ্য—
শাস্ত্রকাররা এইরূপই ব'লে থাকেন। ৯১৪৫।
১।৩।১৯৬০, বিকাল ৪-৩৭:

শোন বলি—
যা' পেতে বিধিমাফিক যা' যা' করতে হয়,
নিষ্ঠানিপুণ আগ্রহ-উদ্দীপ্ত আবেগে
সমীচীন সুচারু সঙ্গতি নিয়ে
কুশলকৌশলী অনুশীলন-তৎপরতায়
সেগুলি কর,
ক'রে দেখ,
অনুভব কর, বোঝ—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে ;
কর, দেখ, বোঝ—
সুবিন্যাসী সার্থক সঙ্গতিতে,
যা'তে তোমার ব্যক্তিত্বে সেগুলি
অধিষ্ঠিতি লাভ করে,
অভ্যাসে আপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঠিক জেনো—
ঐ আপ্তীকরণ-অনুশীলনে
যা' পাওয়া যায়
তা'ই কিন্তু প্রাপ্তি। ৯১৪৬ ।
১৩।৩।১৯৬০, বেলা ১০-১২

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগই—
ভক্তি, ভজন,
আর, যেখানেই
ভজন মুখর হ'য়ে উঠেছে—
সুবীক্ষণ চর্য্যা-সন্দীপনায়
ধৃতিপরিচর্য্যায়
সেবা-অনুরাগী কৃতি-সন্দীপনায়,—
সেখানেই তা' মানুষকে
সার্থক ক'রে তুলে থাকে। ৯১৪৭ ।
১৩।৩।১৯৬০, বেলা ১০-৩০

ইঙ্গিতজ্ঞ হও,
অনুমানজ্ঞ হও,
অনুধায়নজ্ঞ হও—
আর, তা' বিহিত সার্থকতার সহিত
অনুশীলন কর ;
কিসে কী করে,
অন্তরে কী কথা থাকলে
কী কথা বেরোয়,
বা কী কথায়
কেমনতর মনোবৃত্তি হয়—
সহজ নিবিষ্ট নৈপুণ্যে
দেখ, শোন, বোঝ ;
বুঝে পরখ কর,
তা'র অন্তর-অভিনিবেশকে খুঁজে বের কর,
না মিললে ঘাবড়িও না,
মিললে তার পদ্ধতির বিচার কর,
বেশী বলাবলি করতে যেও না,
সব দিক দিয়ে
সমীচীন সার্থকতায় উপনীত হও,
আর, ঐগুলিকে আয়ত্তে আন। ৯১৪৮।
১৪।৩।১৯৬০, বেলা ১২-১৭

জীবনের যৌথ-সন্দীপনী
বীচি-বীথিকার
বিন্যাস-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
সাত্বত-পরিচর্য্যী সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
ব্যক্তিত্ব যখন
বিভূতি-বিভূষণে
সুসন্দীপনী উর্জ্জনায়
আদর্শন্যস্ত হ'য়ে

সার্থক শোভনায়
সন্তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঐ বিনায়িত ব্যক্তিত্বের শুভসৌন্দর্য্য
বিভান্বিত ক'রে তোলে চরিত্রকে—
কলস্রোতা কলামাধুর্য্যে ;
আর, ঐ চারিত্রিক প্রদীপভাণ্ডের
স্মিত শিখাই তো
শিক্ষার আলো,
আর, তা'ই তো জীয়ন-সাহিত্য ;
প্রার্থনা আমার—
ঐ অমনতর তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি ব্যক্তিত্ব
স্বতঃ-সাহিত্যিক উদ্‌ভাবনায়
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুক । ৯১৪৯ ।
১৪।৩।১৯৬০, রাত ৮-৩০

নিঃস্বার্থ প্রীতি-পরিচর্য্যাই
প্রাপ্তির আধান ;
তাইই তোমার স্বার্থ হো'ক—
পরিচর্য্যায় মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে,
তোমার ঐ সহৃদয়ী ধৃতিচর্য্যা
মানুষকে স্বস্থ ক'রে তুলুক,
আর, তাদের হৃদয়ের
স্বতঃ-উৎসারিত প্রীতি-অবদানই
তোমার প্রাপ্তির আধান অর্থাৎ আধার হো'ক । ৯১৫০ ।
১৪।৩।১৯৬০, রাত ৯-৪০

ব্রহ্ম-পরিভূতি
যেখানে সর্ব্বতোভাবে
সুসংবিদ্য অনুনয়নে
বিহিত বিন্যাসে

গুণান্বিত হ'য়ে
গুণাতীত মূর্চ্ছনায় অভিষিক্ত—
প্রাজ্ঞ পারিমিতির বিভূতি নিয়ে,—
তিনিই তো ব্রহ্মময়ী,
শক্তিস্রোতা,
সাত্বত অভিনিবেশ,
অস্তিত্বের চৈতন্য-গুটিকা—
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে
সব যা'-কিছুর
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ন-অভিসারে
নিয়ত চলৎশীল—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,
স্থির অস্তিত্বের বুকে
চলৎশীল নর্ত্তনায়
ঐ সৃজন-পালন-লয়নের
আবর্ত্তন নিয়ে। ৯১৫১।
১৭।৩।১৯৬০, রাত ১০-৫

অনুগতি ও অনুরতি
নিষ্ঠা-নিটোল নন্দনা নিয়ে
আবেগোচ্ছল হ'য়ে চলতে থাকে—
স্বতঃস্রোতা অভিসার-অনুসন্ধিৎসার সহিত
খুঁজেপেতে
সংগ্রহগুলিকে সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে,
অর্থান্বিত, বিভাবিত বোধন-ভাতি নিয়ে,
বিহিত বিনায়নী সার্থক সমাহারে
কৃতি-বিভূতি-বিভাসিত প্রজ্ঞা তো
সেখানেই মূর্ত্তিমান। ৯১৫২।
১৮।৩।১৯৬০, সকাল ৭-২০

তুমি অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ঐ অনুরাগে
তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তি
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক—
তাঁরই উদ্ভাবনায় ;
ভজনদীপ্ত সেবা-সন্দীপনা
নিয়ে চলতে থাক—
প্রত্যেকটি সত্তার ধৃতিপরিচর্য্যা ক'রে,
অসৎ-নিরোধী সুবীক্ষণায়
সব যা'-কিছুকে
সুব্যবস্থ ক'রে ;
চলন-চরিত্রকে
ইষ্টার্থ-অনুশ্রয়ী ক'রে তোল,
ভুলভ্রান্তি ঐ ইষ্টার্থ-অনুশ্রয়ী অনুচলনে
ব্যবস্থ ব্যবহারে
শুধ্রে নাও—
চর্য্যা-মাধুর্য্য নিয়ে ;
তোমার চিন্তা, সম্বর্দ্ধনী আবেগ
সাত্বত সন্ধিৎসার পথে
সাত্বত ধৃতি-নির্ণয়ী হ'য়ে
বিপর্য্যয়ী বিহ্বলতাকে
অতিক্রম ক'রে
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
বোধ, ভাব ও কৃতিসঙ্গতির
যৌথ পরিচর্য্যায়,
ঐ ইষ্টানুগ অনুশ্রয়ী
আনুগত্য-সার্থকতায়,
চালচলন, বলন, ব্যবহার
অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়
যাতে তুমি সেগুলিকে
কূট মীমাংসার ভিতর-দিয়ে

বিন্যাস-সার্থকতায়
অন্তরে ধারণ করতে পার—
তেমনি ক'রে—
তা' বাহ্যিকভাবে যেমনতর,
আন্তরিক অনুনয়নী চিন্তায়ও
তেমনিতর;
এক কথায়, সার্থক সুব্যবস্থ ক'রে,
তোমার অন্তর-বাহিরকে
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে তোল ;
জীবনটাই তোমার
সৌষ্ঠব-সুঠাম
কৃতি-তপ-প্রবৃত্তিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক,
তোমার অন্তরের খেয়ালই বল,
আর ইচ্ছাই বল—
অমনতর না ক'রে
বা ঐ চলনে না চ'লে
যেন থাকতেই পারে না ;
ধাক্কায় কাবু হ'য়ে যেও না,
বরং সতর্ক হ'য়ো,
সাবধান হ'য়ো ;
তোমার উপায়ের কেন্দ্রই হ'য়ে উঠুক—
পরিবেশ-পরিচর্য্যা,
আর, ঐ সিদ্ধচর্য্যাই
যে অবদান-অর্ঘ্য
তোমাকে দেয়,
তাইই তোমার পুণ্য-প্রাপ্তি হ'য়ে উঠুক—
তোমার জন্য,
তোমার পরিবারের জন্য ;
পুণ্য-পরিস্রবা হ'য়ে
সেগুলিকে তোমার পোষণী ক'রে তোল ;
নিজের কূটচলন এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রো

ও অন্যের কূটকচালি প্রশ্ন
ও কৈফিয়ৎ-তলব যা'-কিছু
তা'র তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
সুধী সার্থকতায়
এমনতরভাবে সমাধান দিও
যাতে সবাই না ভেবেই থাকতে পারে না
যে, সেগুলি তাদেরও সত্তাপালী,
সংবৃদ্ধির উদ্দালক,
আর, অনুকম্পা ও কৃতিসম্পাদনের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের সে-বোধে উপনীত হ'তে
যেন চিন্তাদুঃস্থ না হ'তে হয় ;
তোমার আলাপ-আলোচনা
ও অনুচর্য্যা
প্রতি ব্যষ্টিকে
যেন বান্ধব-বন্ধনে
আকৃষ্ট-অনুচর্য্যী করে রাখে ;
অসুস্থি ও অপারগতা ছাড়া
আলস্যের প্রশ্রয় দিও না ;
অমনি ক'রে চলতে থাক—
গন্তব্যকে স্থির ক'রে নিয়ে,
দেখবে—
ক্রমে-ক্রমেই তোমার ব্যক্তিত্ব
অনেক ব্যতিক্রম এড়িয়ে
বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চলেছে সবার কাছে,
আর, তোমার বর্দ্ধন-সার্থকতাই
সবার স্বার্থ হ'য়ে উঠছে ক্রমে-ক্রমে;
তিমিরদুঃস্থ না হ'য়ে
জীবনটাকে পরিচালিত কর ;
এর বাইরে যা',
আত্মঘাতী দুষ্ট যা'—
তোমার এই আবর্ত্তনে

বিক্ষিপ্তির ভিতর-দিয়েও
যেন শব্দভাবিন্যাসে বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে ;
দেখে নিও—
ব্রাহ্মী ভাতি
ব্রাহ্মী বর্দ্ধনায়
সব কিছুকে তোমার ক'রে তুলছে,
আর, তোমাকেও
সব কিছুর ক'রে তুলছে ;
—তোমার ব্যাপৃত কৃতি-জীবন
'স্বস্তি-স্বস্তি'-উচ্চারণে
সার্থকতায় অঢেল হ'য়ে উঠছে। ৯১৫৩।
১৯।৩।১৯৬০, রাত ৭-৫০

অহঙ্কার ক'রো না—
কিন্তু প্রত্যয়ের জেল্লা
কৃতিসম্বেগ নিয়ে
কথাবার্ত্তা, চালচলনে
যেন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পাদন-লিপ্সু কৃতি-তাৎপর্য্যে,
আগ্রহ-মদির কৃতি-আবেশে,
আবেগ-অনুধায়নী ধৃতি-মাধুর্য্যে। ৫১৫৪।
১৯।৩।১৯৬০, রাত ৮-৫০

ধারণার বোধ-বিদীপ্তি
আনে শব্দ,
ঐ শব্দ উৎসারিত হয় স্বরে,
আর, ঐ স্বরবিন্যাসই আনে বাক্,
আর, বাকের অর্থই হ'চ্ছে—
সঙ্গীতশীল ধারণা-তাৎপর্য্য,
যা' তৎ-সংক্রিয় হ'য়ে

ব্যাখ্যাত হ'য়ে থাকে । ৯১৫৫ ।
১৯।৩।১৯৬০, রাত ৯-৩০

যে জাতীয় বিভাবনী চিন্তায়
যা'র যেমন আবেগ-অভিনিবেশ থাকে,
সে চলেও সেই পথে,
আর, করেও তা'ই । ৯১৫৬ ।
২০।৩।১৯৬০, সকাল ৭-৪৫

শব্দের বোধ-অনুগ বিন্যাস দেখ,
ভাব-অনুগ তাৎপর্য্য দেখ,
বস্তুগত সঙ্গতি দেখ । ৯১৫৭ ।
২১।৩।১৯৬০, সকাল ৬-৪৫

প্রণম্যাদিগকে প্রণাম ক'রো—
প্রণতি-ঐশ্বর্য্য নিয়ে,
সমানকে নমস্কার ক'রো,
ছোটকে স্নেহালিঙ্গনে
আপ্যায়িত ক'রো । ৯১৫৮ ।
২৩।৩।১৯৬০, সকাল ৮-৮

আয়ত্তের পথে চল—
আগ্রহ-উদ্যমী সম্বেগপূর্ণ
সন্ধিৎসা নিয়ে ;
কাজে সেগুলিকে
সার্থকতায় বিনায়িত ক'রে তোল—
অনুশীলনী ঊর্জ্জনায়,
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে ;
তুকতাকে যা'-কিছু
আয়ত্ত ক'রে রাখ—
সুচিন্তিত বিচার-বিবেচনা
ও ব্যবস্থিতি নিয়ে—

এমনভাবে—
যেন সেগুলি তোমার মস্তিষ্কে
সার্থক সুশৃঙ্খলায়
সুস্পষ্ট হ'য়ে থাকে ;
আমি তো বুঝি—
এমনতর ক'রে আয়ত্তের পথে চ'লে
বিন্যাস-বিভূতির
অমনতর বিনায়নে
অধ্যয়ন সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
লাগোয়া থাক,
ক'রে দেখ,
বোধসম্পদ বেড়ে যাবে । ৯১৫৯ ।
২৩।৩।১৯৬০, রাত ৯টা

কল্যাণপূত শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
জীবনের উৎসারণাকে
উথলে তোলাই
ইষ্টের জীবনতপনা । ৯১৬০ ।
২৪।৩।১৯৬০, বেলা ১০-২৫

সাত্বত ধৃতি-উদ্বোধনা
যাঁর ভিতর প্রকটিত হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্যের বিনায়িত অনুক্রমণায়,
পরিচর্য্যী পরিক্রমায়,
আচরণ ও চরিত্রের সহজ অনুরঞ্জনায়,
—যা' সঞ্চারণ-সঙ্গীতিতে
সকলের ভিতরে বর্দ্ধন-উদ্দীপনায়
বিস্তারলাভ ক'রে চলে,—
তাঁরই ধাতা-স্বভাব,
সেই সত্তাই ব্রাহ্মী সত্তা । ৯১৬১ ।
২।৪।১৯৬০, সকাল ৭-৩৫

জীবনীয় ব্যাপারে
যা' কল্যাণপ্রসূ,
তা' যতই কঠিন হো'ক না কেন,
তা' নিষ্পাদন কর,
আয়ত্ত কর,
উপভোগ কর,
অন্যকেও করাও—
অন্যেও যা'তে উপভোগ করতে পারে ঐ আনন্দকে
অমনি ক'রে,
পারস্পরিক বীথি-বেলায়িত
উজ্জয়িনী সন্দীপনা নিয়ে। ৯১৬২।
৩।৪।১৯৬০, বেলা ১১-১০

যখন আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে
শ্বাসপ্রশ্বাসের মতন চলতে থাকে—
আগ্রহপূর্ণ এষণা নিয়ে,—
তখনই তা' সক্রিয়তায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার সৌরভ-স্ফীতি নিয়ে,
বোধিদক্ষ কুশলতায়;
আর, তাইই নিয়ে আসে
বাস্তব কৃতকার্য্যতা। ৯১৬৩।
৫।৪।১৯৬০, রাত ১০-২০

যাঁর দ্যুতি
সকলের নিকট জীবনীয় হ'য়ে ওঠে,—
তিনিই দেবতা। ৯১৬৪।
৫।৪।১৯৬০, রাত ১১-৪০

নববর্ষোপলক্ষে পরমপ্রেমময়
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

চৈত্রের ধূলিধর্ষিত
অজস্র ঘূর্ণিকে অতিক্রম ক'রে
জননী প্রকৃতি আমার
বৈশাখে পদার্পণ করলেন আজ—
ঊষার রাগদীপনী সিন্দূরবিন্দু
ললাটে প'রে ;
এখনও ঐ দেখ মা আমার
লালিভ কৃষ্ণবর্ণ ওড়না
তাঁর চারদিকে বিছিয়ে
ফুরফুরে হাওয়ায়
উড়ন্ত হ'য়ে চলেছেন ;
তিনি আজ বিশাখায়,
তাঁর দীপন-বিভা
সব যা'-কিছুকে স্ফুরিত ক'রে
জীবন-উৎসারণায় উদ্দীপ্ত ক'রে চলেছে ;
নিদাঘের তাপ-বিধুর
সমস্ত বিড়ম্বনাকে অগ্রাহ্য ক'রে
ঐ জননী প্রকৃতিদেবী
সব যা'-কিছুকে
জীবন-প্রভায় উৎসারিত ক'রে
জীয়ন-অনুধ্যানে
সকলকেই স্ফুরিত ক'রে তুলেছেন ;
মা ! তুমি এস,
ঐ অমৃতভাণ্ডে
তোমার অঙ্ক বিভূষিত ক'রে
সব যা'-কিছুকে জীবনীয় ক'রে তোল—
তোমার ঐ দোদ্দণ্ড প্রতাপে

নিষ্ঠানন্দিত অনুরতি-আনুগত্যে
সব যা'-কিছুকে
জীবন-সাধনায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলে ;
ধৃতি আসুক,
কৃতি আসুক,
প্রীতি আসুক,
আসুক পারস্পরিকতার সৌহার্দ্দ্য-সমাবেশ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বিভাবিত হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেককে শুভ-সন্দীপনায়
স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে
অনন্ত অচ্ছেদ্য জীবনের
অধিকারী ক'রে তোলে ;
ধৃতি, স্বস্তি, স্বধা
হোম-আহুতিতে
ঐ জীবনকে আহ্বান করুক ;
সব যা'-কিছুর
মন্ত্রপূত নন্দনাই হ'য়ে উঠুক
অনন্ত জীবনের অসীম স্থৈর্য্য-সাধনা ;
সকল উদ্দীপনায়
সকল সন্দীপনায়
সকল প্রদীপনায়
সুদীপ্ত, প্রদীপ্ত, সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
সজাগ ক'রে তোল মা আমার !
সবাই জাগুক,
সবাই উঠুক,
সবাই করুক,
সবাই চলুক,
—অবিশ্রান্ত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
প্রাজ্ঞ পিপাসায় আপূরিত হ'য়ে

তোমারই স্বাস্তিপানীয়ে
পরিতৃপ্ত হো'ক ;
তাই বলি,
আবার বলি—
ঐ তৃপ্তি-বিভোর ঊর্জ্জনা নিয়ে
ওঠ,
জাগ,
কর,
আর, সব সময় নজর রেখো
তোমার ইষ্টে, তোমার আদর্শে
ঐ জীবনীয় মণিকেন্দ্রে,—
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য নিয়ে
একায়িত অনুশীলন-সন্দীপনায়
সব যা'-কিছুকে
বিচার-বিশ্লেষণে
সম্যক দেখে,
সম্যক শুনে,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায় বিন্যস্ত ক'রে
মিলন-নিষ্যন্দী ক'রে ;
সমস্ত বিভেদগুলিকে
সমস্ত আঘাতগুলিকে
সমস্ত ব্যাঘাতগুলিকে
সুসঙ্গত
সংশুদ্ধ ক'রে
বোধনার উজ্জয়ী অভিসারে চলতে থাক ;
সব থাকাগুলি
প্রত্যেক থাকাটার অস্তিত্বকে
এমনভাবে বিভূষিত ক'রে তুলুক—
সাত্বত স্বাধীন নন্দনায়,
সুযুক্ত সন্দীপনায়,
সুসঙ্গত ঐক্য-অনুসারী অনুনয়নে

উদ্ভিন্ন ক'রে সবাইকে,

—বিজ্ঞ উন্মেষণার

উদ্‌ভেদ্য স্ফুরণায়

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে

সব যা'-কিছুকে

বিনায়ন করতে করতে ;

আবার বলি—

ওঠ, জাগ,

কৃতিতপা হ'য়ে চল,

সসাগরা পৃথিবী

ঊর্দ্ধ্ব, অধঃ যা'-কিছুকে

আয়ত্তে এনে

সমঞ্জসা সন্দীপনায়

সব যা'-কিছুর

একায়িত অনুদীপনায়

প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,

প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—

প্রত্যেক বিশেষের বিশিষ্টচর্য্যায়

পোষণার প্রদীপ্ত স্থণ্ডিলে

প্রতিপ্রত্যেককে স্থাপিত ক'রে ;

অভিযোগের কিছু রেখো না,

দ্বন্দ্বের কিছু রেখো না,

ঈর্ষ্যার কিছু রেখো না,

অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যের

সুদক্ষ সমাহারে

প্রতিটি প্রত্যেকে

সুসিদ্ধ সতর্কতার

সন্দীপনী স্ফুরণবীর্য্যে

প্রতিপ্রত্যেককে প্রতিষ্ঠ ক'রে তোল ;

তুমি প্রত্যেকের হও,

প্রত্যেকে তোমার হো'ক ;

এমনি ক'রে জীবন-মালিকাকে
পরিশোভিত ক'রে তোল,
আর, ঐ মালিকা নতজানু হ'য়ে
পরম বিভূতি যিনি
তাঁরই অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক;
আবার বলি,
আবার বলি,
আবার বলি—
ওঠ, জাগ, ধর,
অলস হ'য়ে থেকো না,
নীরব হ'য়ে থেকো না,
বধির হ'য়ে থেকো না,
বোবা হ'য়ে থেকো না,
কৃতি-উদ্যত উদ্যমে
নিষ্ঠানিপুণ অনুচর্য্যা নিয়ে
ধর, কর, পাও ;
আর, এই পাওয়া
তোমাদের প্রত্যেকের কাছে
অফুরন্ত হ'য়ে উঠুক,
অচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠুক জীবনে,
অটুট হ'য়ে থাকুক সত্তায়,
উচ্ছল হ'য়ে থাকুক তোমাদের
বীর্য্য-প্রণিধানে ;
পরম দয়াল !
পরমপিতা !
পরমকারুণিক !
তোমার অন্তঃস্থ ঐ ঊর্জ্জনায়
সবাইকে অনুকম্পিত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেককে উদাত্ত অসীম জীবনের
অধিকারী ক'রে তোল ;
সবাই সুখী হো'ক,

অফুরন্ত তৃপ্তির অভিসারে চলুক ;
ধৃতি অফুরন্ত হ'য়ে উঠুক,
স্বস্তি, স্বধা ও শান্তি
বর ও অভয় নিয়ে
জননী প্রকৃতিদেবীর
অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক—
প্রতিটি প্রাণের
প্রাণনরণনী আকূতির জীবনমন্ত্রে ;
দয়াল !
প্রতিপ্রত্যেকেই যেন
ভক্তিমত্ত হ'য়ে ওঠে,
জ্ঞানদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অসীম, অবাধজীবনের অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
স্বস্তি, শান্তি, স্বধার শুভ-পোষণায়
প্রতিপ্রত্যেকে যেন সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
দয়াল !
প্রতিপ্রত্যেককে
অনন্ত জীবনের অধিকারী ক'রে তোল—
শোকহীন,
ঈর্ষ্যাহীন,
বাধাবিপত্তিহীন ক'রে
অটুট অনুচর্য্যী ক'রে তোল ;
একান্ত আমার !
এই তো আমার একান্ত প্রার্থনা—
তোমারই ঐ জীবনীয় রাতুল চরণে ;
দাও দয়াল ! ৯১৬৫ ।
৭।৪।১৯৬০, সকাল ৯-৪০

মনুষ্যত্বের সাথে
ভগবত্তা যত থাকে,

ঐ ব্যক্তিত্বটাও মানুষের কাছে
ততই সুন্দর হ'য়ে ওঠে। ৯১৬৬।
১০।৪।১৯৬০, রাত ১১টা

শুভ-সন্দীপনী
প্রেরণ-বিভাবনী সম্বেগসিদ্ধ যে
সেইই বীর। ৯১৬৭।
২৬।৪।১৯৬০, রাত ৭-৪০

তুমি ভুল ক'রো না,
যদিও কর—
ক্ষমার বাহিরে যেও না। ৯১৬৮।
১২।৫।১৯৬০, রাত ৯-৬

যা' দেখে বোঝা যায়,
তা' দেখেই বোঝ ;
যা' শুনে বুঝতে হয়,
তা' শুনেই বোঝ ;
যা' দেখেশুনে বুঝতে হয়,
তা' ঐ দেখাশোনার ভিতর-দিয়েই
বুঝে নাও ;
যা' অনুভব করা ছাড়া
বোঝার উপায় নেই,
তা' অনুভব ক'রেই বোঝ ;
আর, এর ভিতর-দিয়ে
সবগুলিকে তোমার বিবেচনার
বিন্যাস-বিভূতি দিয়ে
বিন্যস্ত ক'রে তোল ;
আবার, কিসে কিভাবে
কেমনতর অনুভব হয়,
সেই অনুভূতি আবার

কেমনতর কী রূপ সৃষ্টি ক'রে
সত্তাকে কী অবস্থার পর্য্যায়ে
পর্য্যায়শীল ক'রে তোলে,
বেশ ক'রে সেগুলিও এঁচে নাও ;
এমনি ক'রেই বিদ্যমান সব কিছুকে
অর্থান্বিত বিনায়ন-বিভূতিতে
ক্রিয়া-তাৎপর্য্যে
বিন্যস্ত ক'রে ফেল ;
এই সঙ্গতিশীল বিন্যাস-বিবেচনার
বিনায়নে
বোধসম্পদকে বাড়িয়ে তোল—
অর্থান্বয়ী উৎক্রমণায় ;
বিদ্যাবত্তা এমনতরই সঙ্গতিশীল উৎক্রমণায়
তোমার বোধ-বিভূতিতে
আবির্ভূত হো'ক ;
ক্রিয়াশীল বিনায়নায়
পারস্পরিক করণ-তাৎপর্য্যে
জেনে, শুনে, বুঝে
বোধবিভব-বিভূতিতে
ঐশ্বর্য্যের উৎক্রমণী তাৎপর্য্যে
সক্রিয় জ্ঞানকুশলতায়
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিভব-কুশল হ'য়ে উঠুক ;
তুমি জান,
আর, জেনে বিহিত ব্যবস্থিতি নিয়ে
আশপাশের যারা জানবার উপযুক্ত,
তাদিগকে জানাও ;
এই জানা যেন
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে—
বিশেষ বিধায়নায়
বিধি-সঙ্গতির পরম ঐশ্বর্য্যে ;

ধারণ-পালন-অনুবেদনায়
সব যা'-কিছুকে
যার যেমন লাগে
তেমন ক'রেই বিহিত পরিচর্য্যায়
বর্দ্ধিত ক'রে তোল। ৯১৬৯।
১২।৫।১৯৬০, রাত ১১-৪৫

তীক্ষ্ন থাক, ক্ষিপ্র থাক—
রাগদীপ্ত অনুনয়নায় ;
সৎ-সন্দীপী হও—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে ;
সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,
দরদী হ'য়ে ওঠ—
অনুচর্য্যী উদ্দীপনা নিয়ে,
সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত,
ক্ষিপ্র, সিদ্ধ পরাক্রমে ;
তোমার রোখ ও উদ্দীপনা
তীক্ষ্ন সমীচীন সম্বোধনায়
যেন সব সময়
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে চলে,
তেমনি সৎচর্য্যী ধৃতিপরায়ণ উৎসর্জ্জনায়
অস্তিত্ব-অনুচর্য্যী
সক্রিয় উদ্বোধনা নিয়ে
চলতে থাক ;
তুমি দীপন হও,
শোভন হও,
সন্তৃপ্তির সহজ সুধা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে অভিষিক্ত ক'রে তোল ;
আর, তা' সিঞ্চিত হো'ক
পরিবেশের সব কিছুতে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,

বিপরীত গুণসাম্য নিয়ে
সমীচীন অভিজিৎ উন্মেষণায়। ৯১৭০।
১৩।৫।১৯৬০, বেলা ১১-৩৫

আরাম-প্রত্যাশী হ'য়ো না,
বিশ্রামলোভী হ'তে যেও না,
শ্রমক্লেশসুখতায়
মদির কৃতিসম্বেগে
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোল ;
ন্যায্য নিয়ন্ত্রণে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সংশিষ্ট ও সম্পুষ্ট ক'রে রাখ
তোমার ব্যক্তিত্বটা ;
তোমার কৃতি-অনুবেদনা
বিধি-বিকশিত বিন্যাস-বিনায়নায়
যেন সকলকে সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
তুমি ঐ নন্দনা-নর্ত্তনা-উচ্ছল
হ'য়ে চলতে থাক—
শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগস্রোতা হ'য়ে ;
সঙ্গে সঙ্গে নজর রেখো—
সর্ব্বতোভাবে তুমি যাতে
পটু হ'য়ে চলতে পার,
সুস্থ হ'য়ে থাকতে পার—
পরিস্ফুরিত উচ্ছল আনন্দ-উন্মাদনে,
উত্তাল অনুচলনে,
শ্রেয়নর্ত্তনার বিভূতিতে থৈ থৈ ক'রে ;
আনন্দিত থাক,
সবাইকে আনন্দিত ক'রে তোল—
সংসুস্থির সংসুস্থ
ও সংশিষ্ট অভিধায়না নিয়ে ;
উদ্যম-উদ্ভাসিত ক'রে তোল সবাইকে,

আর, সব যা'-কিছুকে নিয়ে
তুমি স্বতঃ-সন্দীপ্ত উচ্ছল নন্দনায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে চল ;
আর, এই অভিদীপনা যেন
প্রত্যেককেই
উচ্ছল ক'রে তোলে—
পারস্পরিক চর্য্যামুখর
স্বস্তি-আরতি নিয়ে। ৯১৭১।
১৩।৫।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬ ২

মেরে কিংবা কাউকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
বড় হ'তে যেও না,
সে বড়ত্বে আত্মপ্রসাদ থাকে না,
আশীর্ব্বাদও থাকে না ;
তাই, বরং গ'ড়ে,
সংগঠিত ক'রে
সংবর্দ্ধনশিষ্ট ক'রে
বড় হও—
সাবধানতার সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে,
ঐ গড়ন, সংগঠন,
বর্দ্ধনার মূক বিজলী ভাষার
কৃতিবিভাসন
তোমাকে বড় ক'রে তুলবে। ৯১৭২।
১৩।৫।১৯৬০, রাত ৮-২৭

ব্যক্তিত্বে যে গুণ থাকে,
তা' গুণিত হ'য়েই চলে—
তদনুগ অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে,—
তাই, তা'কে গুণ বলে—
ভাল-মন্দ দুইই কিন্তু ;
তাই, গুণ-সাম্য লাভ ক'রে চলাই

ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক সঙ্গতিকে
সুষ্ঠু, শিষ্ট ও সুন্দর
ক'রে তুলে থাকে ;
আর, এই গুণসাম্যের
প্রবর্ত্তন-কেন্দ্রই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ,
সেই নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির আবেগ নিয়ে
নিষ্ঠানুগত্যের শ্রেষ্ঠ বা প্রতীক
যা' বা যিনি
তদনুগ অনুনয়নে
নিজেকে অন্বিত ক'রে তুলতে পারা যায়,
তাই, অটুট অস্খলিত নিষ্ঠার কেন্দ্রই হ'চ্ছে
গুণের নিয়ন্তা—
তা' বস্তুই হো'ক বা ব্যক্তিই হো'ক । ৯১৭৩ ।
১৪।৫।১৯৬০, বেলা ১১টা

অভিমান ও আত্মম্ভরিতা
যেখানে যেমন,
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা
সেখানে তেমন,
আর, যেখানে ঐ অভিমান ও আত্মম্ভরিতা
বিদ্যমান,—
সেখানে স্বার্থসন্ধিক্ষু তৎপরতাও
সেই রকমের ;
তাই, তাদের নিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতি-সম্বেগ
একটা এলোমেলো কসুর-এড়ানো
ধাপ্পাবাজির
ভাঁওতা-ভরণী কৌশল ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
তাদের বিশ্বস্তি বা কৃতজ্ঞতাও

একটা মৌখিক, তথাকথিত ভদ্রতা মাত্র,
তা'রা একটা ভড়ং-এ থাকে,
তাই, বুঝতে পারে না—
কে তাদের কতটুকু কেমন বান্ধব ;
দেখ, বোঝ, কর, চল—
বেফাঁস এড়িয়ে যেমন পার। ৯১৭৪।
১৪।৫।১৯৬০, রাত ৭-১২

প্রীতি যেখানে স্বার্থান্ধ,
নিষ্ঠা-অনুগতির সহিত
কৃতিও সেখানে নপুংসক। ৯১৭৫।
১৪।৫।১৯৬০, রাত ৭-১৮

প্রীতি-আপ্যায়না দেখলেই
বুঝে-সুঝে নিও—
তা'র লুব্ধ সম্বেগ কোথায়—
আত্মস্বার্থে না প্রেষ্ঠস্বার্থে,
আত্মভরণে কি প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যায়,
তাঁর পরিচর্য্যী উপকরণের উদ্বৃত্ত যা'
তা' নিজেই আত্মসাৎ করে,
না প্রেষ্ঠভরণে তাকে
সার্থক ক'রে তোলে ;
নিজের প্রতি টান দেখলেই
বুঝে নিও—
ওটা স্বার্থবাদী সন্দীপনা ছাড়া
আর কিছুই নয়,
আর, অন্যরকম দেখলেও বুঝো—
তা' বাস্তবে প্রেষ্ঠানুকম্পী কিনা। ৯১৭৬।
১৪।৫।১৯৬০, রাত ৭-২৫

বোধ-বিবেক-বিধায়িত
পরাক্রমী প্রেষ্ঠনিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ-সম্পন্ন
সঙ্গতিশীল সুতৎপর যা'রা
তা'রাই লোকজীবনের ধৃতিদূত। ৯১৭৭।
১৪।৫।১৯৬০, রাত ৯-৪৯

তুমি আনুগত্য ও কৃতি-সম্বেগ নিয়ে
পরাক্রমী ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে চল—
ধৃতি-পরিচর্য্যী আচার, ব্যবহার ও চরিত্র নিয়ে,
সাত্বত পরিচর্য্যা হ'তে
এতটুকুও স্খলিত হ'য়ো না,
—তা' তোমার নিজের পক্ষে তো বটেই,
অন্যের ব্যাপারেও যতখানি পার
ততখানি ;

লোক-রাখাল হও—
লোক-পরিচর্য্যায়
ও লোকের সাত্বত পরিচালনায়
দক্ষ হ'য়ে
লালন পালন-উদ্দীপনায়,
যাতে তা'রা অন্তর-বাহিরে
সব দিক দিয়েই
বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টার্থ-উৎসর্জ্জনায় ;
আর, তাদের প্রত্যেকের বিভব
তোমার নিজের সম্পদ হ'য়ে উঠুক—
হৃদয়-কাড়া প্রীতি-অর্ঘ্য-অবদানের ভিতর-দিয়ে ;
প্রত্যেকের অবস্থা বিবেচনা ক'রে
সেই অবস্থায় তা'র পক্ষে
যা' সমীচীন ও সম্বর্দ্ধনী
তা'ই বল,

সেদিক দিয়ে সাহায্য করতেও
কসুর ক'রো না ;
প্রত্যেকের যেমন তুমি,
তোমারও প্রত্যেকে তেমনি হ'য়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই ব্যাপ্তি-শুভাঞ্জনী
বিস্তৃতি তোমার
বোধ, বিবেচনা ও অনুভূতির
বিভব নিয়ে
পরম বিভবে
ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে
স্বতঃ-সন্দীপনায় উপচে উঠে
তোমাকে নিয়ে সবাইকে
স্বস্তি-ধারায় আপূরিত ক'রে তুলুক ;
আবার, তোমার ও তোমাদের
পারস্পরিক প্রীতি-উর্জ্জনাও
অমনি ক'রে তাদিগকে
অঢেল ক'রে তুলুক ;
স্বস্তি স্বতঃ হ'য়ে
স্বর্গ-রণনে
প্রত্যেক অন্তরকে ঝঙ্কৃত ক'রে তুলুক ;
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ । ৯১৭৮ ।
১৬।৫।১৯৬০, রাত ১০-৩৫

না-ক'রে পাওয়া
একটা ফাঁকা পাওয়ার ভড়ং ছাড়া
আর কিছুই নয়,
তাই, শিষ্ট নিষ্ঠা
অনুগতির উচ্ছল প্রস্রবণে
কৃতি-বিজলী নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
সার্থকতার স্বস্তিসন্দীপ্ত দীপালী বর্ষণে ;

আর, সব না-করা,
সব ফাঁকি
এমনি ক'রেই
দুনিয়া হ'তে উধাও হ'য়ে চ'লে যাক । ৯১৭৯ ।
১৬।৫।১৯৬০, রাত ১০-৫৫

ধৃতিরক্ষার অনুষ্ঠান-আচরণে
যারা নজর রেখে চ'লে থাকে,—
ধাম্মি'ক কিন্তু তা'রা । ৯১৮০ ।
২২।৫।১৯৬০, দুপুর ১২টা

আত্মনঃ জায়তে পুত্রঃ
ব্যতিক্রমে ব্যত্যয়িতঃ । ৯১৮১ ।
২৪।৫।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-২০

উন্নত হও,
কিন্তু সৎ, সুধী ও সুন্দর হও—
অসৎনিরোধী পরাক্রম নিয়ে ;
লোকপ্রিয় হ'য়ে চল । ৯১৮২ ।
৩০।৫।১৯৬০, সকাল ১০-১৫

যে নিয়মানুশাসনবাদ
যে-কার্য্যে পরিপালন ক'রে
তা'র সমাধান হয়,
তাইতো তা'র আশীব্বাদ ;
তাই, কম্ম'কুশল গুরুজনদের নিকট হ'তেই
আশীব্বাদ গ্রহণ করতে হয় ;
তাঁদের কাছ থেকে কাজের অনুশাসন
অর্থাৎ কেমন ক'রে কী করতে হয়
তা' জেনে নিয়ে

যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
তা' কর—
বিহিত কুশল-পরিচর্য্যায় ;
আশীর্ব্বাদ তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক । ৯১৮৩ ।
২৯।৬।১৯৬০, বিকাল ৪-৩৬

সৌন্দর্য্য যদি
ধী-উৎসারণী,
কমনীয়, মানসরঞ্জন না হয়,
সে-বিভা কতখানি উপভোগ্য—
তা বিবেচ্য । ৯১৮৪ ।
৮।৭।১৯৬০, সকাল ৬-১৫

যাদের দেখতে পার না
তাদিগকেই দেখো বেশী,
আপদে-বিপদে
কোন দিক দিয়ে
তোমার সাধ্যমত ত্রুটি ক'রো না
সাহায্য করতে—
নিজেকে সাবধানে রেখো ;
ভাল অবস্থায়
অনুকম্পী হ'য়ে চ'লো তাদের প্রতি—
তা' কথায়, বার্ত্তায়,
চালচলনে—
সব দিক দিয়ে ;
মন্দকে প্রতিরোধ ক'রো,
শুভ যা' তা'কে সন্দীপিত ক'রে তুলো ;
আপদের সম্ভাবনা
অনেকখানি কম হবে । ৯১৮৫ ।
১০।৭।১৯৬০, সকাল ৯-২৮

সত্তাকে যা' সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
ক্ষয়পন্থী ক'রে তোলে,
মোক্থো কথায়—
তা'ই হ'চ্ছে অসৎ। ৯১৮৬।
১৫।৭।১৯৬০, সকাল ১০-৫

স্বস্তিকে পীড়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
অসতের চরিত্রগত লক্ষণ। ৯১৮৭।
১৫।৭।১৯৬০, সকাল ১০-৬

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য ও উর্জ্জী কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
অনুকম্পী তৎপরতায়
সবাকেই শিষ্ট ও স্বস্থ ক'রে তোল,
স্বার্থলুব্ধ হ'য়ো না,
প্রদীপ্ত কৃতি-পরিচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত উর্জ্জনায়
শীতল অগ্নি-আলোকে
তোমার সমস্ত পরিবেশকে
স্নিগ্ধহৃদয়
আলোকোদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
আর, তুমি তাদের
স্বতঃ-কেন্দ্র হ'য়ে
বিন্যাস-বিভূতিতে
তাদিগকে বিভবান্বিত ক'রে তোল;
স্বস্তি
শুভ-আশীর্ব্বাদে
তোমাদের সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে। ৯১৮৮।
১৭।৭।১৯৬০, সকাল ৭-১৫

নিজের জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে,
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
স্বস্তি, স্বধা-সহ শান্তির
স্বতঃ-উর্জ্জনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে থাক। ৯১৮৯।
২৩।৭।১৯৬০, রাত ১১-৯

কোন সৎ-পরিচর্য্যী ব্যাপারে
মানুষকে ভীত ক'রে তুলো না,
বরং উর্জ্জিত ক'রে তোল,
পরাক্রমী ক'রে তোল,
তাদের অন্তরাবেগ মুগ্ধ, সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
সঙ্কল্প, পরাক্রম, নিষ্ঠা
অনমনীয় হ'য়ে চলুক—
পারস্পরিকতার সংবর্দ্ধনে;
তবে তো মানুষের ভিতর
বীর্য্য দেখতে পাবে,
পরাক্রম দেখতে পাবে,
কৃতি-সন্দীপ্ত উর্জ্জনা দেখতে পাবে;
—উজ্জয়ী কলতান নৃত্যে
মানুষের হৃদয় উল্লম্ফী হ'য়ে উঠবে;
সঙ্গে-সঙ্গে অসৎ যা'-কিছুর
ভয়াবহ রূপটারও প্রতিফলন
তাদের মানসপটে
এমনভাবে সুসংবদ্ধ ক'রে তুলো
যাতে তা'রা ঘাবড়ে না যায়,
তাদের অসতের অবধানতা
পরাক্রমী উর্জ্জনায়
কৃতিসম্বেগ নিয়ে
প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। ৯১৯০।
২৪।৭।১৯৬০, সকাল ৮-৩৫

তুমি তেমনতর কর,
তেমনতরই হও,
লোকের কাছে তুমি
যেমনতর পেতে ইচ্ছা কর;
আর,
আচারে-ব্যবহারে,
চালচলনে,
আপ্যায়নী অনুকম্পায়,
স্বস্তি-প্রসাদনী পরিচর্য্যায়,
ঊর্জ্জী অসৎ-নিরোধী
পরাক্রম ও প্রস্তুতি নিয়ে
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে
চলও তেমনতর। ৯১৯১।
২৪।৭।১৯৬০, বেলা ১১-৭

যা'রা প্রণম্যদের প্রণাম করে না—
সে প্রণম্য ছোটই হো'ক
আর বড়ই হো'ক,
হীনম্মন্যতাই তাদের অমাত্য;
উন্নতি তাদের
হীনম্মন্যভাব-অভিভূত আত্মশ্লাঘা ছাড়া
আর কিছুই না। ৯১৯২।
২৮।৭।১৯৬০, বেলা ১০-২৫

যে ঋত্বিকরা
যজমানপালী নয়কো—
তা' তাদের নিজেদেরই হো'ক
বা অন্যেরই হো'ক,
যা'রা যজমানের সত্তাচর্য্যী নয়কো—
তা' যজমানেরই হো'ক

বা যে সৎসঙ্গী নয়
তারই হো'ক,
যে ঋত্বিক
যজমানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির
পরিচর্য্যা করে না-কো—
যজমানের তো বটেই
তা' ছাড়া যা'রা সৎসঙ্গী নয়, তাদেরও,
—ঋত্বিকীর শুভ-অর্ঘ্য
তাদের কি গ্রহণ করা উচিত ?
যদি করে
তা' কি ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু ?
যে-কোন ঋত্বিকই হো'ক না কেন—
অন্য ঋত্বিকের সাথে
যাদের সঙ্গতি নেই,
কথায়-কাজে মিল নেই,
স্বার্থলুব্ধতাই যাদের পেশা—
তাঁ'দিগকে অর্থান্বিত না ক'রে,—
যা'রা পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদরত,
যা'রা লোকপরিচর্য্যী
ক্লেশসুখপ্রিয়
তপঃ-সঞ্চারিণী পরিমার্জ্জনায়
শ্রমক্রিয় অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
পারস্পারিকতানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে নি,—
তা'রা কি ঋত্বিক-পদবাচ্য ? ৯১৯৩ ।
২৮।৭।১৯৬০, বেলা ১০-৪৫

যে ঋত্বিকরা
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতি-উর্জ্জনাবিহীন,
যা'রা যজমানের আপদবিপদে
বুক পেতে দাঁড়াতে পারে না—
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য

ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
যুক্তিযুক্ত, সৎ, সুধী সমীচীন বিনায়নে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
সৎসঙ্গী হো'ক বা নাই হো'ক,
অনুকম্পী উদ্দীপনী উর্জ্জনায়
যারা কা'রও হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না,
যাদের চরিত্রই এমনতর নয়
যাতে তাদের ইষ্টসন্দীপনায়
অপরে হৃদয়ভরা শ্রদ্ধানুকম্পায়
আনত হ'য়ে ওঠে,
খ্যাতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
যা'রা ইষ্টার্থী সুসন্দীপ্ত
ক'রে তুলতে পারে না কাউকে,
আত্মম্ভরী দুর্ব্বলতার অভিশাপ নিয়ে
ঘুরে বেড়ায়—
অর্ঘ্যোপজীবী হ'য়ে নয়—
যাচ্ঞা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে,
ইষ্টের আসন
যাদের নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে না,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
উর্জ্জয়িনী তৎপরতায়
শুভস্রোতা হ'য়ে ওঠে না,
তাদের ঋত্বিকতার সার্থকতা কোথায় ?
যাদের ঠাকুর
তাদের কাছে মসীমণ্ডিত হ'য়ে
নিবিড় অস্ফুটতায়
অন্তরের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে
বসবাস করে,
এমনতর ঋত্বিকের
আত্মপ্রসাদ কোথায় ?

তাদের যা'-কিছু প্রচেষ্টা
স্বার্থলুব্ধ অপকণ্ডূতি ছাড়া আর কী ?
ঋত্বিকের আসন কি ঐখানে ?
উপদেষ্টা হওয়ার চাইতে
উদাহরণ হওয়া ঢের ভাল । ৯১৯৪ ।
২৮।৭।১৯৬০, বেলা ১০-৫৮

যে ঋত্বিকের কাছে তার ইষ্টদেবতা
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের আসনে
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে নি,
ভক্তি-অভিদীপ্ত পরাক্রমশালী ঊর্জ্জনায়
যা'র হৃদয় আলোকিত নয়,
যে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নয়কো
এবং ঐ অনুশীলন হ'তে বহুদূরে,
শ্রেয় যার প্রেয় হ'য়ে ওঠেননি,
কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শ্রমবিভোর নন্দনায়
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠেন নি,
যে ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে
শ্রমসুখ প্রিয়তাকে
আনন্দে বরণ ক'রে নিয়ে
কাজে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি,
তা'র সঞ্চারণা কতখানি সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে—
আমি বুঝতে পারি না ;

যে শ্রেয়র অবমাননায়
পরাক্রমী ঊর্জ্জনা নিয়ে
সৎসন্দীপ্ত হৃদয়ে
তা' নিরোধ করবার অভিসারে
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের উৎসর্জ্জনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,

অমনতর কাপুরুষ

মানুষকে কাপুরুষত্বেই পরিচালিত ক'রে থাকে;
সে কি কাউকে শৌর্য্যদীপ্ত
ক'রে তুলতে পারে ? ৯১৯৫ ।
২৮।৭।১৯৬০, বেলা ১১-৮

অনিয়ন্ত্রিত কৃতি-অনুচলন
বিপর্য্যয়েরই আগমনী বার্ত্তা । ৯১৯৬ ।
২৮।৭।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪৫

সে-ঔদার্য্য ভাল নয়—
যা' ব্যষ্টিগত সম্বৃদ্ধিকে
খোঁড়া ক'রে তোলে,
ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে
নিস্পন্দ ক'রে তোলে । ৯১৯৭ ।
৩০।৭।১৯৬০, রাত ৭-৩০

পরিবর্ত্তনশীল হ'য়েও
যা'র অস্তিত্বের বিলয় হ'য়ে যায় না,
তাই-ই দ্রব্য । ৯১৯৮ ।
৩১।৭।১৯৬০, সকাল ৭-৩৮

তুমি যদি
স্বতঃ-উদ্যোগী উদ্যম-অভিপ্রায় নিয়ে
ইষ্ট, আচার্য্য বা শিক্ষকের নিদেশগুলি
শিষ্ট শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে
নিষ্পাদন না কর—
সার্থকতার শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায়
সেগুলিকে বিনায়িত রেখে—
ধৃতি-আচারে,
শ্রম-বিভোর উদ্যম

তোমাকে যদি
অজচ্ছল ক'রে না তোলে,
নিষ্পাদনাকে সৌকর্য্যবিনায়নে
বিনায়িত ক'রে
তা' যদি তোমার ইষ্ট,
আচার্য্য বা শিক্ষককে
উপঢৌকন না দাও,
বা শিষ্ট সমাধান-সৌন্দর্য্য
তাঁর কাছে নিবেদন না কর,
ঠিক বুঝো—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
তোমার অন্তঃস্থ আগ্রহে
শিথিল বিস্তারণায়
বিলোল হ'য়েই চলেছে ;
ইষ্ট, আচার্য্য বা শিক্ষকনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
উদ্ভাসিত ও উদ্দাম হ'য়ে ওঠে নি তাই ;
আর, যতদিন সেটাকে তুমি
উচ্ছল উদ্দীপনামণ্ডিত ক'রে
তুলতে না পারছ—
তোমার আগ্রহ ও উদ্যমকে
উদ্ভাসিত ক'রে,
তোমার অনুপ্রেরণী অনুচলন
কিছুতেই তোমাকে
শিষ্ট ক'রে তুলবে না,
তৎপর ক'রে তুলবে না,
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে না,
নিষ্পাদন-উদ্ভাসনায় কৃতার্থ ক'রে তুলবে না,
অন্তর-বাহিরে তুমি
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
অপারগতা অনিচ্ছার পরম বান্ধব,

তুমি স্বাস্থ্যকে সুবিন্যস্ত রেখে
পারগ-উর্জ্জনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে রেখো,
শ্রমপ্রিয়তা তোমার জীবনের
খেলনা হ'য়ে উঠুক ;
আর, নিজেকে সংস্থাপিত রেখে চল—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
ও কৃতিচর্য্যা-লোলুপতায় ;
মানুষ হ'য়েও
হয়তো দেবদুর্লভ হ'য়ে উঠতে পারবে ;
তাই বলি—
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
ঐ ইষ্ট, আচার্য্য
বা শিক্ষককে অনুসরণ কর,
ঐ অনুসরণ-নন্দনাকে সার্থক ক'রে
তাঁদের অঞ্জলি ক'রে তোল,—
মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে,
মানুষ কেন ?
মানুষ-দেবতা হ'য়ে উঠবে—
বিজ্ঞ বিধায়নার প্রভাবমণ্ডিত হ'য়ে,
সার্থক সঙ্গতির শুভ তাৎপর্য্যে,
ভক্তি ও প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত থেকে । ৯১৯৯ ।
৩১।৭।১৯৬০, বেলা ১১টা

পিতামাতা বা স্বামী-সঙ্গতি
যে মেয়েদের দুর্ব্বল বা নিঃস্ব,
পরিচর্য্যী দায়িত্বহারা,
তাদের আনন্দও নেই,
তৃপ্তিও নেইকো,
তাই, ব্যগ্রতাও সেখানে উৎকোচ-লিপ্সা-পরামৃষ্ট,

নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতি সেখানে
অভিলাষ-দ্বন্দ্বোচ্ছল,
তা'রা প্রায়ই
পরপুরুষ-প্রণয়-প্রয়াসী হ'য়ে থাকে,
কামার্ত্ত লোলুপতাই
তাদের প্রণয়দূতী,
আর, স্বার্থলোলুপ আত্মম্ভরিতাই
তাদের আত্মাভিমানের প্ররোচক ;
তা'রা আবার ইষ্টার্থ-আনতি
পাবে কি ক'রে ? ৯২০০ ।
৩১।৭।১৯৬০, দুপুর ১২-১৮

কী করেছ তুমি,
আর, ক'রেই যদি থাক তো
কেমন ক'রে করেছ,
আর, তা' সার্থক সঙ্গতিশীলই
বা হয়েছে কতখানি,
আর, পরিবেশের সাথেই
বা তা'র সংস্রব কী আছে !
করার সঙ্গতিশীল অনুক্রমণা
হওয়াকে উদ্বুদ্ধ অভিযানে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যা' করতে চাচ্ছ
তা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
করার অনুচলনই কিন্তু
তেমনতর করে ;
দক্ষতা যেমন হয়,
ত্বারিত্যও তেমনি হয় ;
ক্ষিপ্র উদ্যম
বিভ্রান্তির পথে চললে
তা' কি সার্থক হয় ?

যদি ভাব—হ'ল না,
তার মানেই তুমি করলে না ;
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
পরিবেশের অনুনয়নী অনুক্রমণায়
দেখে-শুনে-বুঝে
যা' করবে, তা'ই হবে,
না করলে হবে না ;
ঈশ্বর নিজেই কৃতিধর্ম্মা—
ধারণ-পালনী সম্বেগসিদ্ধ,
তাই, তিনি অধিপতি ;
কৃতির শুভ-বিনায়নে
তুমি সুকৃতী হ'য়ে ওঠ,
অশিষ্ট, অশুভ বিনায়নে
তুমি সুকৃতী হ'য়ে ওঠ ;
তোমার ভাল হো'ক—
এ চাইতে হ'লেই
অন্যের ভালর প্রতি
খরদৃষ্টিসম্পন্ন কৃতিসম্বেগ থাকা চাইই,
তবে তো হওয়া সার্থক হবে !
করলে না,
বললে—হ'ল না—
এমনতর আত্মপ্রতারণা করতে যেও না,
—যে প্রতারণা
পরকেও কুৎসিত প্ররোচনায়
প্রলুব্ধ ক'রে তুলবে ;
তাতে তোমারও যেমন ক্ষতি,
অন্যেরও তেমনি ক্ষতি ;
ক্ষয় ও ক্ষতি ক'রে
সম্বৃদ্ধির আরাধনা হয় না,
ও-সাধনা ক্ষয় ও ক্ষতিরই সাধনা ;
তাই বলি,

যদি হওয়াই চাও—
ইষ্ট, আচার্য্য ও অধ্যাপকের প্রতি
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতির
সুসংবদ্ধ সংবেদনা নিয়ে
তাঁদের নিদেশ-অনুচর্য্যার কৃতি-উদ্‌যাপনায়
লেগে পড় - নিরন্তরতা নিয়ে ;
বুঝে দেখো—
করাই পাওয়ার জননী,
যেমন করবে,
তেমনি পাবে। ৯২০১।
৩১।৭।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪৫

সাধনা মানে সেধে নেওয়া—
নিষ্পাদন করা,
তা' কৃতি-বিনায়নার ভিতর-দিয়েই
করতে হয় ;
কৃতি-বিনায়িত না হ'য়ে,
তেমনতরভাবে না ক'রে
তুমি সাধনায়
সিদ্ধি লাভ করতে চাও,
তার মানেই—
বাইরে ভড়ং দেখিয়ে
ধাপ্‌পাবাজির মতলব নিয়ে চলাই
তোমার অভিপ্রায়,—
যাতে তোমাকে দেখে
লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে
এবং স্বার্থলুব্ধ অনুনয়নে
নিজেকে কেউকেটা ক'রে
তাদের বিভ্রান্ত ক'রে
তোমার আয়-উপার্জ্জনের
একটা পন্থা হ'তে পারে ;

এই সব গবেষণা ছেড়ে দিয়ে
শ্রমবিভোর বিহিত কৃতিরঞ্জনার অনুনয়নে
যেমন ক'রে যেটা হয়,
তেমন ক'রে তুমি তা' যদি না কর,
তাহ'লে কি হওয়ার আবদার করা
একটা ভণ্ডামি নয়কো ?
দেখ,
বেশ ক'রে ঘেঁটেঘুটে দেখ,
বোঝ—
কেমনতর সঙ্গতিতে কী হয়,
সম্মিলনই বা কোথায়
অসম্মিলনই বা কোথায়,
সম্মিলন করতে হ'লে
তা'কে কেমন ক'রে বিন্যস্ত করবে,
অসম্মিলন হ'লে তা'কে
কেমন ক'রে বিন্যস্ত ক'রে
সম্মিলনের পথে নিয়ে আসবে ;
এগুলি বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে
শ্রম-আমোদের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি নিষ্পাদন কর,
আর, নিষ্পাদন যদি
বাস্তবে শুভসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে হওয়ার খোশনামি গেয়ে
তোমাকে আর বেড়াতে হবে না,
ঐ হওয়াটাই তোমার খোশনামি গাইবে ;
আর, এমনতর ক'রে যিনি হন,
তিনিই প্রভু হন,
আর, প্রভুই বিভব আশিস্-উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব ;
ফাঁকি দিও না নিজেকে,
অন্যকেও ফাঁকি দিও না,
সবাইকে কৃতি-উচ্ছল ক'রে তোল,

সম্বর্দ্ধনায় সচ্ছল ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও হ'য়ে ওঠ ;
আশীর্ব্বাদ মানেই অনুশাসনবাদ,—
যে অনুশাসন-অনুযায়ী চললে,
করলে
যা' তোমার
অন্তর-অনুধায়নের ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
বাস্তব বিনায়নে,
তাইতো ?
না আর কী ! ৯২০২ ।
৩১।৭।১৯৬০, সন্ধ্যা ৭টা

কর নাই,
কিন্তু করার ভঙ্গী করেছ অনেক,
ঐ ভঙ্গীর আবহাওয়ায়
তোমার পরিবেশ
উপকৃত বা অপকৃত হয়েছে যেমনতর,—
প্রতিষ্ঠাও তুমি তেমনরই পেয়েছ ;
না ক'রে,
হওয়ার উদ্ভব এনে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত না হ'য়ে
কি আত্মপ্রসাদ হয় ?
যদি সত্যি সত্যিই চাও
তো চাওয়ার অনুপাতিক কর,
আর, ঐ অনুপাত যখন
সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠবে—
যেমনতর যেখানে প্রয়োজন,
হওয়ার উদ্ভব হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আর, তদনুগ বোধ, বিবেচনা, জ্ঞানও
তোমাতে অর্শে উঠবে অমনি ক'রে,

স্বস্তি-সন্দীপ্ত আত্মপ্রসাদে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে
পরিবেশকেও তেমনি
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
এটা কিন্তু—
সত্যি, সত্যি, সত্যি ! ৯২০৩ ।
৩১।৭।১৯৬০, রাত ৭-১৫

যেমন চাও
তেমনি কর,
আর, করলেই তা' হবে,
হওয়া হ'তে বঞ্চিত করতে
তোমাকে কেউ পারবে না ;
অন্ততঃ যতদিন তুমি জীবিত আছ,
সার্থকতা তোমাকে
অভিবাদন করবেই কি করবে ;
খারাপ করলে খারাপ হবে,
ভাল করলে ভালই হবে । ৯২০৪ ।
৩১।৭।১৯৬০, রাত ৭-১৬

বিহিতভাবে যা' করবে
তা' হবেই—
তা' ভালই কর আর মন্দই কর,
আর, বিধির রূপ কিন্তু সেখানেই,
তাঁ'র বিধানও তাইই । ৯২০৫ ।
৩১।৭।১৯৬০, রাত ৭-৩০

শুনবে আমার একটা পাগলামি ?
যদিও পাগলামি কথা—
এর শাঁস সুন্দর ও সুগভীর ;
আমি বলি—

জনস্তম্ভের মতন
উচ্ছ্বাস-উন্মাদনায়
বোধবেদনা নিয়ে
আকাশের দিকে এগিয়ে যাও,
শ্রম-সুখ-উন্মাদনায় অভিষিক্ত হ'য়ে
ঘূর্ণিবাত্যা হ'য়ে ওঠ,
ধূলিবালি, পচাপাতা,
ডাল-পাতা,
শুক্‌নো তাজা গাছ—
যা'-কিছু নিয়ে
ঊর্দ্ধগামী হ'য়ে উঠুক সবাই ;
কৃতিবিভোর অন্তরদীপ্তির সহিত
গবেষণদীপ্ত চক্ষুষ্মান হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে তলিয়ে দেখ—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
বিশ্লিষ্ট বিনায়নে,
সার্থক অনুনয়নে,
সুধী সংশ্লেষণী দীপ্তিতে ;
স্বর্গের কল্পনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারবে না ?
মৃত্যুকে
অমৃতসিক্ত ক'রে তুলতে পারবে না ?
সব ব্যর্থতাকে সার্থক ক'রে তুলে
জীবনবৃদ্ধির পথে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারবে না ?
মনে রেখো—
সেই আর্য্যধারা
প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে
তোমার সত্তায় সংহত হ'য়ে
এখনও আছে ;
সেই লোহ-দীপনায়

এখনও তোমাদের জ্ঞানদীপনা
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠতে পারে—
যদি ধর,
যদি কর,
নিষ্পাদন-উল্লাসে
যদি প্রমত্ত হ'য়ে
সেই অভিসারেই চলতে থাক ;
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় বিনায়িত হ'য়ে
নিদেশ-অনুচর্য্যায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে থাক,
অভ্যাসটাকে এমন অভ্যস্ত ক'রে নাও—
যাতে দিগ্বিজয়ী সংবিধানে
বিধায়িত হ'য়ে
তুমি সব দুনিয়াকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পার ;
সার্থক হবেন তোমার মা,
সার্থক হবেন তোমার বাবা,
সার্থক হবে তোমার সসাগরা পরিবেশ ;
আর, ঐ সার্থকতার দেব-উর্জ্জনা
তোমাকে বিভাবিত ক'রে তুলে
প্রভাবিত উর্জ্জনায়
সব যা'-কিছুকে
সুদক্ষ, সম্বৃদ্ধ
ও বিভববিভূতিমণ্ডিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর যিনি,
ধাতা যিনি,
যিনি তোমার ধারণপালনী সম্বেগ,
যিনি সসাগরা পৃথিবীর
ধারণ-পালন-সম্বেগ,
বিধাতা যিনি,

যিনি সত্তাকে তদনুগ বিনায়নে
বিধায়িত ক'রে তুলেছেন,
সেই বিধাতা-পুরুষকে
তোমার কৃতি-অর্চ্চনার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকটি যা'-কিছুতে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে
তাকে সার্থক অনুনয়নী সন্দীপনায়
মিলিয়ে গুছিয়ে নিয়ে
তোমার হৃদয়ের জীবন-অগ্নিতে
আহুতি দিয়ে
তা'রই হোম কর,
তা'কে—
ঐ স্বর্গকে,
ঐ বিধাতাপুরুষকে
আবাহন কর,
স্বস্তি তোমাকে সিক্ত ক'রে
বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেককে
সুসংসস্থ ক'রে তুলুক ;
কৃতার্থ হও,
কৃতার্থ কর,
আর, ঐ পারিজাত
উপহার দাও প্রতিপ্রত্যেককে ;
যা'রা চায় না,
তাদের ভিতরে
চাওয়ার স্থণ্ডিল সৃষ্টি ক'রে
তৎপর ক'রে তোল তাদিগকে। ৯২০৬।
৩১।৭।১৯৬০, রাত ৮-৪০

'হ'ল না, হ'ল না'—ক'রো না,
করলে কী—যে হবে ?

কেন—
বলতে পার না?—
বিহিতভাবে যা' করবে,—
বিহিতভাবে তা' হবে,
যেমন করবে, তেমনি হবে ;
চাই অকৃত্রিম ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
আর কৃতি-উন্মাদনা—
যা' মানুষের ভিতর
শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে এসে
উদ্দাম ক'রে তোলে,
চন্দ্রস্নিগ্ধতা নিয়ে
আগুন ক'রে তোলে,
যা' প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ;
কথায়-কাজে চালচলনে
তেমনতর কর দেখি—
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে ;
ঐ 'হয় না' 'হয় না' বলা মানেই
মানুষের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া তা'ই—
যাতে সে কখনও
না পেতে পারে,
না হ'তে পারে,
না করতে পারে ;
তুমি কি পাগল ?
তুমি অমনতর অভিশাপ গ্রহণ করবে কেন ?
না-হওয়ার শিষ্টতাকে গ্রহণ করবে কেন ?
না পাওয়ার আবদারে
নিজেকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলবে কেন ?
আমি বলি—
এখনই লাগ,
এখনই কর ;
সেই উন্মাদনা নিয়ে

যা' করবে,
তা' ধর,
সমাধানী নিষ্পাদনায়
তা'কে রূপায়িত ক'রে তোল ;
শান্তি চেও না ততদিন—
যতদিন প্রতিপ্রত্যেকে
স্বস্তি-উল্লসিত হ'য়ে
শ্রমপ্রিয়তায়
সুসংন্যস্ত হ'য়ে না চলে ;
ভ্রান্তি, ক্লান্তি,
স্বার্থবেদনা
সব তোমা হ'তে বিদায় নিক ;
উঠে দাঁড়াও—
অন্তরের আবেগ নিয়ে,
কৃতি-উন্মাদনার
অর্ঘ্যপূর্ণ অঞ্জলি নিয়ে ব'লে ওঠ—
'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত',
আর, সেমনি ক'রেই ক'রে চল ;
ঐ করার হোম-আহুতির ইন্ধন-ধূম
সব হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
সুসঙ্গত কৃতি-উন্মাদনায়
কৃতী ক'রে তুলুক সবাইকে ;
কেন ?
তা' কি ভাল নয়কো ? ৯২০৭ ।
৩১।৭।১৯৬০, রাত ৮-৫০

করলে না বিহিতভাবে,
বললে কিন্তু—
'হ'লো না' ;
এর চাইতে কি পাপ কিছু আছে ?

পাপ মানে তা'ই—
যা' রক্ষায় বিভ্রান্তি এনে
পতিত ক'রে তোলে ;
আমি বলি—
কর,
উল্লসিত থাক,
উদ্‌ভাসিত হও,
পাতিত্য যেন তোমাকে
স্পর্শও করতে না পারে—
পরে যা'ই হো'ক না কেন ;
তোমার হৃদয়ের পুণ্য দীপনা,
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতি-উর্জ্জনার উচ্ছল সম্বেগ
সবাইকে আবেগোদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক—
কৃতি-উন্মাদনায়। ৯২০৮।
৩১।৭।১৯৬০, রাত ৮-৫৫

বিশেষ কোন অবস্থার সংঘাতে
ভাববৃত্তি ও মেধার সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা, অনুগতি
ও কৃতির উদ্দীপনী অভিভূতি নিয়ে
যেমনতর রকমে
উপনীত হওয়া যায়—
তা'কেই বলে ভাবসিদ্ধি
বা স্বপ্নসিদ্ধি ;
স্বতঃ-সন্দীপ্ত ভাবদীপনায়
প্রবৃত্তির সঙ্গতি পেয়ে
বীজদেহের ভিতর যেগুলি
রেতঃসত্তায় সঙ্গতিশীল ছিল,—
সেগুলি একটা বোধদীপ্তি নিয়ে
যে বিষয়ের ভিতর-দিয়ে

প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল,
তাই হ'ল বিভূতি,
তবে তা' সব যা'-কিছুকে নিয়ে নয়কো,
বিশেষ রকমে বিশেষ দীপনায়
যা' হল তাইই ;
তাই, কা'রও বিভূতি হ'তে পারে—
কিন্তু তা' জীবনকে বিন্যস্ত করে তোলে
কমই ;
কারণ, তা'
আচরণের ভিতর-দিয়ে গজিয়ে ওঠে নি,
অনুধ্যায়নী অনুবেদনার
উৎক্রমণার ভিতর-দিয়ে
গজিয়ে ওঠে নি—
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে ;
স্বপ্নেও কা'রও কা'রও ও-রকম হয়,
তা'কে স্বপ্নসিদ্ধ বলে ;
তা'র পেছনেই থাকে
ঐ আগ্রহ-উদ্দীপ্ত নিষ্ঠা,
অনুকম্পী আনুগত্য,
আর থাকে কৃতি-সন্দীপনা,
বা' তা'কে সেই বিষয়ে
সুনিষ্ঠ আনুগত্যপূর্ণ কৃতি-অভিদীপ্ত
ক'রে রাখে,
এই হ'চ্ছে ভাবসিদ্ধ
বা স্বপ্নসিদ্ধের বিশেষত্ব । ৯২০৯ ।
১।৮।১৯৬০, সকাল ৬-৪০

জন্ম, জাতি, আচার ও সংস্কৃতিতে
যেন নিষ্ঠা থাকে ;
আত্মসম্মান আত্ম-অভিমান নয়কো,

অর্থাৎ তোমার বংশ বা কুল-অনুগ
যে-সমস্ত চলন-চরিত্র
তা'র গৌরববোধ
যেন তোমাকে অভিষিক্ত
ও ভক্তিপ্লুত ক'রে রাখে—
তা' অহংকারে নয়,
বাগ্‌বিন্যাসে,
কৃতি-অভিদীপনার ভিতর-দিয়ে ;
এই আত্মসম্মান
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিহিত মানে মণ্ডিত ক'রে তুলবে,
আর, মান মানেই হ'ল নিজের ওজন ;
ঐ আত্মসম্মান বা আত্মমর্য্যাদা-বোধ
তোমার বাক্য, বোধ ও অনুচলনকে
সঙ্গতিশীল ক'রে তুলবে,
মহিমা-মাহাত্ম্যকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে রাখবে ;
সব সময়েই যেন মনে থাকে—
আমি অমুক,
আমার কোন কার্য্য
কি ক'রে সমাধান করতে হবে—
যা' ব্যষ্টি ও সমষ্টির কাছে
শোভন, বীর্য্য-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে ;
এতে তোমার পিতৃপুরুষের গুরুগৌরব
তোমার অন্তঃকরণের ভিতর
উচ্ছল হ'য়ে উঠে
সন্তান-সন্ততিতেও
অমনি ক'রে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে চলতে থাকবে ;
অবশ্য তোমার পরিবারের ভাবসঙ্গতি
ও কৃতবিদ্য অনুচলনের উপর

সবই নির্ভর ক'রে থাকে—
যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয় তা'। ৯২১০।
১।৮।১৯৬০, সকাল ৭-৩০

আলোচনার সৌষ্ঠব-সমন্বয়ের জন্য
তোমার কাছেই যেন
সাজানো থাকে
উপযুক্ত পুস্তকগুলি ;
বইয়ের দঙ্গল থাক্
কিন্তু জঙ্গল ক'রে রেখো না,
পুস্তক-পরিচর্য্যায়
বিহিত দৃষ্টি রেখো ;
শিক্ষার প্রথম উন্মেষই হ'চ্ছে—
পুস্তকের যত্ন
ও পুস্তক-পরিচর্য্যায়। ৯২১১।
১।৮।১৯৬০, সকাল ৭-৫৬

মোটামুটিভাবে লোককে
বুঝতে হ'লেই—
নিরপেক্ষভাবে তা'র চালচলন,
আচার-ব্যবহার,
কোথায় কেমনভাবে কী করছে,
সেগুলি বুঝে নাও,
তা'র ভিতর-দিয়ে
তা'র উদ্দেশ্যকেও
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
অনুধাবন ক'রে চল,
তার পরে
তুমি নিজে কথাবার্ত্তা কও
তার সাথে,
আচার-ব্যবহার কর ;

কোন বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ না ক'রে
তাকে যেমন পাও,
তেমন মিলিয়ে নিও—
কথায়, কাজে,
বাস্তবতায়,
ঐ নিরপেক্ষভাবে ;
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
স্বভাব বা প্রকৃতিকে
বুঝে নাও ;
যদি দেখ—
সৎ-প্রধান,
তা'কে ভাল ব'লেই ধ'রো কিন্তু,
আর, অসৎপ্রধান দেখলে
তা'কে অসৎ ব'লেই ধ'রে নিও—
নিজেকে প্রস্তুতিপূর্ণ সাবধান রেখে,
তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে ;
হয়তো, এ করতে গিয়ে
অনেকবার ঠকবে—
হিসাবের গোলমালে,
ঠকায় ঘাবড়ে যেও না,
আরো কর, আরো কর,
এমনি ক'রে বুঝে নাও,
কোন্ স্বভাবে কেমন মনোবৃত্তি দাঁড়ায়
সেটা তলিয়ে বোঝ,
আর, ঐ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখ—
মিলই বা কোথায়,
অমিলই বা কোথায় ;
এই মিল-অমিল-অনুপাতিক
তা'র ব্যক্তি-চরিত্রও বুঝে নিও ;
অন্ততঃ এতটুকু চেষ্টার 'পরে থাক,
কিছুদিন পরে দেখবে—

স্বভাব-পঠন-সন্দীপ্তি
তোমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে । ৯২১২ ।
১।৮।১৯৬০, বেলা ১১-৪২

তোমার প্রতি কে কতখানি প্রীতিনিষ্ঠ,
তা' বুঝতে হ'লে
তা'র আচার-ব্যবহার, চালচলন
ইত্যাদি তো দেখবেই,
তা' ছাড়া দেখবে—
কতখানি কেমনতর চাপে
সে ভাঙ্গে কি ভাঙ্গে না ;
—ঐ চাপের মধ্যে আছে কর্ম্মভার,
কর্ম্মভার মানেই—
কতখানি ভারে
সে সুষ্ঠু থাকে,
কোন ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয় ;
আরো দেখতে হয়—
সে লুব্ধ হ'য়ে অর্থাৎ লোভের বশে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয় কিসে কেমন করে,
আর, কতখানি পীড়নেই বা
সে কেমনতর ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
তোমাকে ছেড়ে যায়
বা অশিষ্ট এবং অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে,
তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়
বা মিত্রভাবাপন্নই থাকে ;
যদি দেখ—
কিছুতেই সে ভাঙ্গেও না,
মচকেও না,
তা'কে দেখ, বুঝে নাও—
কতখানি সে তোমার আপনার,

প্রীতিপূর্ণ কতখানি তোমাতে সে,
এক কথায়, সে সুনিষ্ঠ কতখানি তোমাতে ;
এই হ'চ্ছে—একটা সাধারণ
বা মোক্থা নিরীক্ষা—
তোমার জ্ঞানগরিমা ও ব্যক্তিত্ব-বিভবে
সে কতখানি বিভবান্বিত হ'তে পারবে—
তা'র নিক্তি ;
অবশ্য মনে রেখো—
এসব করতে গেলেই
নিজেকে প্রথমে
শিষ্ট, নিটোল ও সুনিষ্ঠ হ'তে হবে । ৯২১৩ ।
৩।৮।১৯৬০, সকাল ৮-২১

শরীরই বল,
কিংবা মনই বল—
বিহিতভাবে
রণন-দীপ্ত যদি না থাকে,
বিন্যাস-বিভূতিনিষ্ঠ হ'য়ে
যদি না থাকে,
এক কথায়,
নিষ্ঠা, অনুগতি ও কৃতির সহিত
সুসঙ্গতিশীল অনুচলনে
যদি পরিচালিত না হয়,
তাহ'লে শরীর ও মনের সঙ্গতিও
ঠিক থাকে না,
তাদের ক্রিয়াকলাপও
বিকৃত হ'য়ে পড়ে,
অনুগতি ও কৃতিপ্রবণতা
বিন্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারে না,
তাই, অপ্রমত্তও হ'য়ে থাকতে পারে না ;

শরীরের সাথে মনের,
শরীর-মনের সাথে
পরিবেশ-পরিস্থিতির
সঙ্গতিও ভেঙ্গে যেতে থাকে ;
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্মিলন-তাৎপর্য্য
ও অন্তঃস্থ যোগস্থিতি নিয়ে
মানে যুক্তস্থিতি নিয়ে
সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
শরীর ও মনের সহিত
কোন-কিছুতে যুক্ত হওয়া
তাদের পক্ষে মুশকিলই হ'য়ে ওঠে ;
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের সহিত—
স্থূলই হো'ক
আর সূক্ষ্মই হো'ক—
বিহিত বিন্যাস নিয়ে
কখন কা'র সাথে কেমনতর
সঙ্গতি স্থাপন করতে হয়,
তা' নির্ণয় করা
মুশকিলই হ'য়ে ওঠে
বা পারে না ;
এমনি ক'রে বিধানগুলিও
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
যা'তে জীবনস্রোতও
ঐ সঙ্গতিহারা হ'য়ে চলে,
ক্রমেই স্বল্পায়ু হ'য়ে উঠতে থাকে ;
শরীর-মনের সুধী সঙ্গতিও থাকে না,
বিবেচনা বিন্যাসশীল হয় না ;
এমনতর ক'রে যা'-কিছু প্রমত্ততা এসে
সত্তাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে ;
এই হ'চ্ছে মোক্'থা কথা । ৯২১৪ ।
৩।৮।১৯৬০, বেলা ১০-৩৪

আগে শিষ্য হও,
ইষ্ট বা আদর্শ-নিষ্ঠ হও,
আর, নিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
তোমাদের স্বতঃ-স্বচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
তাঁর অনুশাসন কঠোরই হো'ক
আর কোমলই হো'ক,
অনুগতি ও কৃতি-উদ্দীপনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে তদনুগ ক'রে তোল,
অর্থাৎ তাঁর নিদেশ-অনুগ ক'রে তোল ;
নিজেকে অমনতরভাবে
সুশৃঙ্খল ক'রে তোল—
শ্রমপ্রিয় অটুট আবেগ ও উদ্যমের সহিত,
সক্রিয় তাৎপর্য্যে ;
শিষ্য হওয়ার তপশ্চর্য্যা
এই রকমই,
আগে শিষ্য হও,
সুশৃঙ্খল, শিষ্ট-স্বভাবে
তোমার সত্তা অনুরঞ্জিত হো'ক ;
সাত্বত শৃঙ্খলা তোমার
স্বতঃই উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠবে,
শিষ্যত্ব তোমার
অন্তঃস্থ হ'য়ে উঠবে স্বভাবে। ৯২১৫।
৩।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তুমি যদি অসৎ-নিরোধী
বীর্য্যতেজা না হও—
শ্রমপ্রিয় প্রস্তুতি নিয়ে
বোধবিনায়িত উৎসর্জ্জনায়,
দূরদৃষ্টির ধুরন্ধর

কৃতিসন্দীপনার সহিত,
তাহ'লে তোমার অন্তঃস্থ ভক্তি বা আবেগ
ক্লীবস্বভাবসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
তাতে সন্দেহ নেই,
ভক্তিতে রাগরক্তিমা থাকবে না—
আদর্শনিষ্ঠ উৎসর্জ্জনী বিভা নিয়ে ;
কৃতার্থ হওয়ার কৃতি-আবেগ
ক্রমশঃ ক্লীবত্বই প্রাপ্ত হবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
লোকহৃদয়কে
দীপ্তিমান ক'রে তুলতে পারবে না,
ঊর্জ্জনা-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
নিষ্ঠানুদীপনী আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
কোন বাস্তব শুভ রঞ্জনায়
মানুষের অন্তঃকরণকে
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে পারবে না,
হবে পরনির্ভরশীল,
ক্লীবস্বভাবসম্পন্ন,
আত্মস্বার্থচর্য্যাপ্রয়াসী,
শ্রমকাতর,
অশিষ্ট, বর্ব্বর,
আর, অন্যকেও ক'রে তুলবে তুমি তাই—
একটা ভক্তির ভণ্ডভঙ্গিমার
বিলোলতা নিয়ে ;
ভক্তিকেই যদি ভালবাস,
ভজনদীপ্ত হও—
সেবারাগরঞ্জিত হ'য়ে,
ঊর্জ্জী প্রতিষ্ঠায়
নিজ সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ;
প্রতিটি পদক্ষেপেই যেন

ঐ নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ
উজ্জ্বল ও উচ্ছল ক'রে রাখে তোমাকে ;
তবে তো ভক্ত ! ৯২১৬ ।
৩।৮।১৯৬০, রাত ৮-৩৪

অবতীর্ণ পুরুষোত্তম যিনি,
প্রেষ্ঠ বা শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
মহাপুরুষ যিনি,
মহান আপূরয়মাণ যিনি,
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে
সমষ্টির সত্তাই তাঁর দেশ,
জীবনীয় উৎসর্জ্জনাই
তাঁর পরম বিভূতি,
এবং জীবনীয় আচার, অনুষ্ঠান—
যার ভিতর-দিয়ে
ঐ জীবন পরিপালিত, পরিপোষিত
ও পরিবর্দ্ধিত হয়,
তাইই হ'চ্ছে তাঁর দৈনন্দিন যজ্ঞ,
তিনি প্রতিটি সত্তার,
কোন দেশ বা প্রদেশে
তিনি সীমাবদ্ধ নন ;
তিনি মানুষের জীবনের
অমৃতনিষ্যন্দী অনুচলনের
হোমহোতা,
তাঁর অন্তঃকরণের
নিদারুণ লালসাই ঐ ওতে,
তিনি প্রত্যেকটি ব্যষ্টি হিসাবে
প্রত্যেকেরই পরম আপনার,—
ব্যষ্টিতে যেমন, সমষ্টিতেও তিনি তা'ই ,
পরম দৈবত তিনি,

লোকবর্দ্ধনী ধৃতি-উৎসারণাই
তাঁর জীবন-অভিদীপ্তি,
তিনিই মানুষের জয়ন্তী-উৎসব । ৯২১৭ ।
৪।৮।১৯৬০, রাত ৭-৩০

উর্জ্জী নিষ্ঠা মানে এ নয়কো,
বিক্রম, বীর্য্য বা পরাক্রমই বল না কেন,—
তা'র মানেও এ নয়কো,
অসৎ-নিরোধ মানে সব সময় এ নয়কো—
যে, মানুষকে উদ্ধত অত্যাচারে
অযথা বিমর্দ্দিত ক'রে তুলবে ;
শিষ্ট অনুচলনের সহিত,
কৃতি-পরিচর্য্যা নিয়ে,
দরদী অনুকম্পী উদ্দীপনার সহিত
এমনতরভাবে চলবে,
যা'তে মানুষ,
মানুষ কেন,
পশুপক্ষীও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
চলতে চেষ্টা করে ;
অবশ্য যেখানে
ঐ অসৎ উদ্দীপনা
বিষাক্ত ঔদ্ধত্য নিয়ে চলছে,
সেখানে নিরোধও
তেমনতরই করতে হবে ;
প্রয়োজনও নির্দ্ধারিত ক'রো—
ঐ অসৎ-উদ্দীপনী উগ্রতা দেখে,
আর, প্রস্তুতিও যেন
তেমনতরই থাকে
সব দিক দিয়ে ;
পরাক্রম, উর্জ্জনা, উদ্যম
ও বিক্রমের সার্থকতাই

তোমার অন্তঃস্থ অন্তরের
শ্রেয়সন্দীপ্ত অনিবার্য্য উচ্ছল আবেগ,
যার ফলে,
অর্থাৎ যা' থাকার দরুন
যেখানে যেমন করা প্রয়োজন
তা' ক'রে
অসৎকে নিরোধ করতে পার ;

তা' যদি না কর,
তবে ঐ অসৎ-সংক্রমণ
সব দিক দিয়ে
বেড়াজালের মতন ঘিরে
তোমার শিষ্ট সত্তাকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে ;

অসৎ যা'-কিছু
তাকে প্রশ্রয় দিও না,
তা' সমর্থন ক'রো না,
শুভ নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ ক'রে
তা'কে নির্বীর্য্য ক'রে তুলো,
যা'তে ঐ সংক্রামক স্বভাব
সংযত না হ'য়েই পারে না ;

অস্খলিত-নিষ্ঠ হও,
নিষ্ঠাশাসিত আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
বিন্যাস-বিনায়নে
শুভসন্দীপী যা'-কিছুকে
বাস্তবায়িত ক'রে তোল—
ব্যবহারের মাধুর্য্য
ও চর্য্যাভরা অনুকম্পা নিয়ে ;
সুখী হও,
সুখী কর। ৯২১৮।

৫।৮।১৯৬০, সকাল ১০-২৫

সন্ধিৎসাহারা সাবধানতা,
প্রস্তুতিহীন নিরোধ—
ঠিক জেনে রেখো—
এরা আপদকে
আরো তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত ক'রে তোলে। ৯২১৯।
৫।৮।১৯৬০, বেলা ১০-৫৫

তুমি যা'-কিছু করতে যাও না কেন,
কুশলকৌশলী সন্ধিৎসু
সাবধানতার সহিত
উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে
যদি না চল,
বিহিতভাবে যেখানে যা' প্রয়োজন—
তা' যদি না কর,
পরাক্রমই কও,
বিক্রমই কও,
আর, ঊর্জ্জনা ও উদ্যম যা'ই কও না কেন,
সবগুলি কিন্তু
বিকৃত বিন্যাসশীল হ'য়ে
তোমাকে নৈরাশ্য
বা আপদের ইন্ধন ক'রে তুলবে ;
মনে রেখো—
অস্খলিত নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির কথা,
আর, তা'রই শিষ্টানুচলনে
যেখানে যেমন করতে হয়,
তা' করা—
নিষ্পাদনী আগ্রহ-আবেগের সহিত,
—সার্থকতার পথই কিন্তু ঐ-ই। ৯২২০।
৫।৮।১৯৬০, বেলা ১১-৩০

এমন অনেক বন্ধুবান্ধব আছে,
তোমার ক্ষতি, আপদ-বিপদের
আগমনী-স্বরূপ তা'রা ;
যতই বান্ধব হো'ক না কেন,
প্রায়ই দেখা যায়
তা'রা স্বার্থান্বেষী —
দুষ্ট বা বেকুব-বুদ্ধিসম্পন্ন ;
তাদের সাথে ওঠাবসা,
আনাগোনা, চালচলন, ইত্যাদি করতে
সন্ধিৎসা ও প্রস্তুতিকে
সদাজাগ্রত ক'রে রেখো ;
প্রস্তুতি কেবল আপদ-বিপদে লাগে,
সুপদ-সম্বর্দ্ধনায় পরিচর্য্যা লাগে না,—
তা নয়কো,
সব সময়ে,
সব বিষয়ে
নিষ্ঠা-উর্জ্জনার সহিত
সন্ধিৎসাপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই করতে হবে—
সুনিরীখ-সম্পন্ন জাগ্রত ধী নিয়ে ;
অভ্যাসটা এমনতর আয়ত্ত ক'রো,
যা'তে কোন-কিছুর সম্মুখীন হ'লেই
বা কিছু তোমার বোধগোচরে এলেই
তা'কে বুঝে নিতে পার—
অকুশলতাকে পরিত্যাগ ক'রে
কুশলকৌশলী সন্দীপনায়
তৎপর হ'য়ে ;
আর, শ্রমপ্রিয়তাকে
যতক্ষণ তুমি সুষ্ঠু ও সন্দীপ্ত রাখতে পার,
ততক্ষণ কিছুতেই
ত্যাগ ক'রো না,
বা তদ্বিষয়ে অসাবধানও থেকো না,

অভ্যাসে এস্তামাল ক'রে ফেল ;
এমন ক'রেই চলতে থাকলে
ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবে—
তোমার অন্তর-উদ্‌ভাসনাও
তেমনই হ'য়ে উঠছে,
বিচক্ষণতার সাথে
বান্ধবতাও ক্রমে-ক্রমেই
গজিয়ে উঠছে ;

এ-কথা ঠিক জেনো—
তোমার পরিবেশ,
বিশেষতঃ নিকটস্থ পরিবেশ
যা'রা তোমার সাথে
ঘোরাফেরা করে,
তোমার তদ্বির-তদারক করে,
তা'রা যদি নিষ্ঠাসম্পন্ন,
বিচক্ষণ শ্রমপ্রিয় হ'য়ে না চলে—
তোমার যতই বোধবিবেচনা
থাক্ না কেন,
অসার্থকতা তোমাকে ছাড়তে চাইবে না ;
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
অন্তঃকরণের সাথে,
আর, তেমনি ক'রেই চল ;

দেখতে পাবে—
সুষ্ঠু সঙ্গীত
তোমাকেও অভ্যর্থনা ক'রে চলেছে । ৯২২১ ।
৫।৮।১৯৬০, দুপুর ১২টা

যখন বিধিবিপ্লব হয়,
ঔদ্ধত্য ও ব্যতিক্রম-দুষ্ট হওয়াই
যেখানে বাহাদুরী ও বীর্য্যের পরিচায়ক হয়,

চরিত্রদৃষ্টি যখন আদরণীয় উৎসর্জ্জনা
ব'লে খ্যাতিলাভ করে,
তখন সাবধান !
ঐতিহ্য, সংস্কার, সংস্কৃতিকে
নিটোলভাবে আলিঙ্গন ক'রে
সদৃশ বিবাহ ও ঐ বৈধী অনুচলনকে
দৃঢ় ক'রে
তদনুগ
আত্মনিয়মন-সঙ্গতিশীল হ'য়ে চ'লো ;
নয়তো, বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা
ব্যক্তিত্ব ও জাতিকে
জাহান্নমেই প্রতিষ্ঠা ক'রে চলতে থাকবে । ৯২২২ ।
৫।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৮

বজ্রের মত গর্জ্জে ওঠ,
আগুনের মত জ্ব'লে ওঠ,
উল্‌কার মত, ঝঞ্ঝার মত
বিক্ষুব্ধ বিশ্লিষ্ট ঝঞ্ঝাবাত্যার
উত্তাল দুর্ভেদ্য দুর্দ্দান্ত
বিক্ষোভের মত
তরঙ্গায়িত হ'য়ে চল ;
অস্তিত্বের সংঘাত
যেখানে অস্তিত্বকে বিলোল ক'রে তোলে,
নিভিয়ে দেয়,
ঐ অন্তঃস্থ প্রবৃত্তির অসৎ অস্তিত্বকে
নিরোধ ক'রে
শান্ত, দান্ত উদ্দীপনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে উচ্ছল ক'রে তোল ;
তুমি এক,
ঐ বিক্রম-পরাক্রম নিয়ে
প্রতিটি অন্তরে সঞ্চারিত হ'য়ে ওঠ,

রস-লীলায়িত সুন্দর উর্জ্জনায়
সব যা'-কিছুকে ধ'রে তোল ;
মাভৈঃ ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়,
দুর্ব্বলকে সবল ক'রে তোল,
প্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তোল,
প্রেয়কে শ্রেয় ক'রে তোল—
অস্তিত্বকে উদ্দীপনাময়ী ক'রে
স্বতঃস্রোতা ইথার বা ঐধ-তরঙ্গের মত
একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্তকে
ইন্দ্রিয়গোচর করতে ;
মূর্ত্ত সম্বেগশালী
অনুধাবনী অনুপ্রাণনায়
সমস্ত হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে চল—
বিবর্ত্তনার বিবৃতির
বিদীপ্ত চলনায় ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সংহত, সংযত ক'রে তোল
সব যা'-কিছুকে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
তেমনতর তরঙ্গায়িত তৎপরতা নিয়ে,
বিক্রম-বিশাল বৈশাখীর মতন ;
তোমার জীবন
সব জীবনে অমৃত-সিঞ্চন ক'রে চলুক ;
যা' সত্তাকে নিরোধ করে,
আঘাত করে,
তা'কে শুভ-নিয়ন্ত্রণে
সুদীপ্ত ক'রে তোল ;
নীহার-বিন্দুর মতন
প্রতিটি অন্তরে
আত্মিক ঐশ্বর্য্যকে
সুদীপ্ত ক'রে

প্রতিটি হৃদয়কে
আলোকিত ক'রে তোল ;
আলোক-নিরোধী অন্তরায় যা'
সেগুলিকে নিরোধ ক'রে
উপযুক্ত বিধায়নায়
উচ্ছল ক'রে তোল,
আর, তোমার এমনতর
প্রতিটি পদবিক্ষেপ
সব অন্তঃকরণে
যেন অমৃত সিঞ্চন করে,
আর, ব'লে ওঠে—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।"
—শুধু কবির ভাষায় নয়,
বাস্তব অনুদীপনায়
প্রতিটি অন্তরকে
ধ্বনন-নর্ত্তনে নাচিয়ে তুলে ;
অমনি ক'রে
সকলের কাছে
তুমি অমনতরই
ক্ষেমসুন্দর হ'য়ে ওঠ ;
বিক্রম-বিদীপ্ত
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
যেন তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
সামনর্ত্তনে
প্রত্যেকের হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে ;
ঐ নাচন-তরঙ্গে
জীবন-স্পন্দন
নন্দিত হ'য়ে চলুক সবার

শ্রমপ্রিয় সুখপ্রদীপ্ত
উজ্জ্বল অভিধার মত—
কুশল-সন্দীপ্ত শ্রেয়কৌশলে
সব যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে ;
স্বস্তির সামদ্যুতির
অমৃত বর্ষণ ক'রে
সবাইকে সন্দীপ্তি ও সন্তৃপ্তির অনুচলনে
আরোর দিকে এগিয়ে নিয়ে চল ;
যিনি ঈশ্বর,
যিনি ধারণ-পালনী-সম্বেগ,
যিনি বিনায়িত প্রকৃতি,
তিনি কৃতি-উচ্ছলায়
সবাইকে স্বস্তি-সম্পদে
সুপ্রভ ক'রে তুলুন ;
তাঁর ঐ অনুশাসনবাদ—
ঐ আশীর্ব্বাদ
তোমাদের প্রতি-প্রত্যেককে
ঐ অমৃতের পথে পরিচালিত করুক । ৯২২৩ ।
৬।৮।১৯৬০, বিকাল ৪-৩০

ভক্তিই যদি থাকে,—
শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
উৎসর্জ্জনী অনুবেদনা নিয়ে
নির্ব্বাণ-বিমুখ অগ্নির মত
অজচ্ছল বিস্ফোরণে
হাউইবাজীর মত উচ্ছল উদ্দীপনায়
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে তা'—
ঐ ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুদীপনায়,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উর্জ্জনী অনুধাবনায় ;

সাধুসুন্দর বিক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে
অসৎনিরোধী তৎপরতায়
যা' অশিষ্ট
যা' ব্যতিক্রমদুষ্ট
সব কিছুকে ছারখার ক'রে দাও ;
সাত্বত সৌন্দর্য্যকে
উচ্ছল ও উজ্জ্বল ক'রে ধর,
সঞ্চারণার সন্দীপ্ত
সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে
প্রতি অন্তঃকরণে
প্রবিষ্ট হ'য়ে ওঠ ;
ঐ উর্জ্জনার দ্যুতিবিভবে
কৃতী ক'রে তোল সবাইকে,
শিষ্ট ক'রে তোল সবাইকে,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে,
নিষ্ঠানন্দিত অনুপ্রাণনায়
সব যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশীল সৌন্দর্য্যে
শুভপ্রসূ ক'রে তোল,—
তোমার জীবনের সৌন্দর্য্য তো সেখানেই ;
তোমার জীবনের বিভূতি
যত জীবনে-জীবনে প্রদীপ্ত হ'য়ে
পরাক্রমী সঙ্গতিশীল দ্যোতন-দ্যোতনায়
হৃদয়ে-হৃদয়ে বাঁধন সৃষ্টি ক'রে
যখন এক বিভিন্ন মূর্ত্তিতে
বহুধা-উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—
ঐ একই সঙ্গীতির তাল-মান ল'য়ে
বিভায়িত হ'য়ে,—
সেই তো বিভব,
সেই তো ব্যক্তিত্বের শুভসঙ্গীত—
যা' সৃজনধারার মত

উৎসর্জ্জনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
সলীল গতিতে
সৌন্দর্য্যবাহী বিক্রম-বিভূতির সহিত
কৃতি-গর্জ্জনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
বিভূতিমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
স্বস্তি-চর্য্যা,
প্রীতি-বাঁধন,
প্রীতি-সন্দীপনা,
শ্রমসুখপ্রিয়তার উদ্দাম নৃত্য
সমাধানের সম্বৃদ্ধ সৌকর্য্যে
উৎফুল্ল হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেককে যখন
অমনতরই উদ্দাম ক'রে তোলে—
স্থির চঞ্চলতায়,
বিভূতি-বিভবের ভিতর-দিয়ে,
তখনই তা'
অস্তিত্বকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
সুঠাম মন্ত্রণায়
নিয়ন্ত্রিত করে—
তৃপণ দীপ্তিতে,
অমৃত বাণী
অমৃত পরিচর্য্যা
ও অমৃত সোহাগে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ;
মানুষ যেন সব যা'-কিছুকে
ভালবাসতে শেখে—
সৎসন্দীপনী কৃতার্থতার উদ্দাম নর্ত্তনে,—
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের লীলা তো
সেখানেই—
যা' সুন্দর,

যা' রসবিভূতিমণ্ডিত,
প্রীতিসোহাগপ্রদীপ্ত ;
তাই বলি—
ব'সে থেকো না,
ঘুমিও না,
হতাশ হ'য়ো না ;
সেই কথাই বলতে ইচ্ছে করে,
বল—
অন্তঃকরণে তাঁর দিকে নজর রেখে বল—
"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"
আর, শ্রেয়নিদেশ পরিচর্য্যায়
সেগুলিকে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
তুমি সুখী হও,
আর, তোমার ঐ সুখে
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠুক
যা'-কিছু সব—
সার্থকতার পরম বিভূতি নিয়ে। ৯২২৪।
৬।৮।১৯৬০, রাত ৮-১৭

নীতি মানে কী জান?—
উদ্দেশ্য-আপূরণায়
যে ভাবোদ্দীপনা নিয়ে যায়
যেখানে যেমন ক'রে ;
আর, নীতি মানেই সাধারণতঃ
সবাই বুঝে থাকে—
সৎনীতি বা সুনীতি ;
উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়,
তা'কে সার্থক করতে
বা মূর্ত্ত করতে

যে ভাবোন্মাদনা
যেমন ক'রে যে-দিকে নিয়ে যায়,
তা'কে অসৎ-নীতি ব'লেই
সুধীজনা আখ্যায়িত ক'রে থাকেন। ৯২২৫।
৬।৮।১৯৬০, রাত ৯-৫

যে-কোন বস্তু, বিষয় বা ব্যাপার—
যা'ই হো'ক না—
দেখই আর শোনই—
সেগুলির তাৎপর্য্য অনুধাবন কর—
মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন ক'রে ;
যা' তোমার কাছে
বিষয়, বস্তু বা ব্যাপার নিয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে,
সেই অর্থান্বিত মর্ম্মকে
আবার অন্য কিছুর মর্ম্মের সাথে
অর্থান্বিত ক'রে রাখ ;
বাস্তবের সাথে তা'র
কতখানি সঙ্গতি আছে,
তা' বেশ ক'রে দেখে বুঝে
যেখানে যেমনতর করবে,
তেমনতরভাবে
দেখায়, শোনায়, আচারে, বিচারে,
চাল-চলনে
ঐ বাস্তব সুসঙ্গতি যা'
তা'কে সুসিদ্ধ ক'রে তুলে
ঐ অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল যা'-কিছু
সুসংস্থিতভাবে
বিনায়িত ও ব্যাখ্যান্বিত ক'রে তোল,
যা'তে তুমি তো সে-বিষয়ে
নিঃসন্দেহ হবেই,

আর, অন্যেও হ'য়ে ওঠে—
যুক্তিযোজনার সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
বিষয় বা বস্তুর বিনায়ন-তৎপরতায় ;
ঐ সার্থকতা অর্থ হ'য়ে
সকলকেই অন্বিত করতে পারে—
নিবিষ্ট প্রদীপ্ত প্রণয়নে ;
আর, সেখানেই তোমার
ধৃতিসন্দীপ্ত কুশল সার্থকতা । ৯২২৬ ।
৭।৮।১৯৬০, সকাল ১০-২৮

নিজে অনুশীলন কর,
আর, ঐ অনুশীলন-উদ্দীপনা
সঞ্চারিত ক'রে তোল—
তোমার পরিবেশের ভিতর,
অন্ততঃ আগ্রহশীল যা'রা তাদের ভিতরে,
আবার, আগ্রহশীল ক'রে তুলতেও
যত্নশীল থেকো—
রুচিকর প্রদীপনী
পরিবেশনের ভিতর-দিয়ে ;
এই হ'চ্ছে যজন আর যাজন,
যজন মানেই—
নিজে অনুশীলন করা—
সমীচীনভাবে,
আর, যাজন—
অন্যকে দিয়ে
অনুশীলন করান ;
এই অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
আয়ত্ত কর—
তা' প'ড়ে, শুনে, দেখে, ক'রে ;
এই আয়ত্তশীল অনুগতিই হ'চ্ছে
অধ্যয়ন,

আবার, তা' সঞ্চারিত ক'রে
অন্যের ভিতরে
আগ্রহের উদ্বোধন ক'রে
হাতেকলমে
তা'কে তা' করানই হ'চ্ছে—
অধ্যাপনা ;
তোমার সঙ্গতিতে যেমন জোটে,
অন্যের প্রয়োজনে
তুমি তেমনি দাও,
আবার, কেউ যদি তোমাকে
স্বতঃ সৎ-প্রবৃত্তিপ্রণোদিত হ'য়ে
দিয়ে খুশী হয়,
তা'র তা' নাও ;
দেওয়া-নেওয়ার এমনতর
সুচারু বিনায়নাই হ'চ্ছে—
দান ও প্রতিগ্রহের তাৎপর্য্য,
যা'তে তোমার আচার, ব্যবহার,
চালচলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষের সাথে তোমার
বান্ধবতার সম্বন্ধ গজিয়ে ওঠে—
চর্য্যা-অনুরাগ-উদ্দীপনায়,
আর, যে গজানো অনুপ্রেরণী আবেগ
তা'দিগকেও তা'ই করতে
প্ররোচিত করে—
অন্তরে প্রবিষ্ট হ'য়ে ;
এই ষট্-কর্ম্মই হ'চ্ছে
সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচর্য্যা
যার ভিতর-দিয়ে
আপামর জনসাধারণ
ওতে আবেগশীল হ'য়ে ওঠে,
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,

না করতে পারলেই
তাদের মনে অস্বস্তি বোধ হয়,
যা'র ফলে
অমনতর পরিচর্য্যা বা সেবা
চরিত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে ;
স্বস্তির সমীচীন
আরতি-রাগই তো ঐ । ৯২২৭ ।
৭।৮।১৯৬০, বেলা ১০-৪৫

তুমি তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিকে
স্থিরভূমি ক'রে
বোধবিনায়নী তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল সার্থকতা নিয়ে
জানার দিকে
যতই এগিয়ে যাবে—
যে বিষয়ে যেমন ক'রেই হো'ক,—
তুমি জ্ঞানী হ'য়ে উঠবে
তেমনিতর,
বহুদর্শিতায়
আবেগ-উচ্ছল পরিধি নিয়ে
সার্থকতা লাভ করবে তেমনই । ৯২২৮ ।
৭।৮।১৯৬০, দুপুর ১-৫

তুমি অনুকম্পা-অধ্যুষিত
বেদনার কথা ব'লেই
যদি নিরস্ত থেকে থাক,
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
বিধিবিনায়িত অসৎ-নিরোধে
উদ্দীপ্ত না হ'য়ে চ'লে থাক,
এটা কি তুমিই ব'লে দিচ্ছ না—

তোমার ঐ অনুকম্পী বেদনা-স্ফুরণ
শুধু ভাষাতেই
সীমায়িত হ'য়ে আছে ?
অন্তরের দরদী তুমি মোটেই নও ;

মানুষ গায়ে একটা মশা পড়লেই
উদ্ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
অথচ তুমি বিপুল বেদনায়
উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েও
যদি নিরাকরণে তৎপর না হও,
মুখে ভদ্র-দরদী হ'য়ে চল,
তুমি কি তখনও বুঝতে পার নি—
তোমার সত্তা কতখানি ক্লীব ?
ব্যর্থ ?
মর্য্যাদাখিন্নকারী ?

তাই বলি—
কথায়-বার্ত্তায় দরদী হও,
তা' তো ভালই,
কিন্তু কাজে-কর্ম্মে
আচার-অনুষ্ঠানে
সে অসৎকে যদি
নিরোধ না কর,
তা' কেমনতর ?

তোমার বেলায় যদি
কেউ অমনতর করে,
তুমি কি তা' পছন্দ কর ?

বিবেচনা কর,
বুঝে দেখ,
সক্রিয় দরদী হওয়াই ভাল
না, বাক্‌প্রিয় দরদী হওয়া ভাল ?
আমার মনে হয়—

তুমি যত বড়ই দুর্ব্বল হও,
যতটুকু পার তা' কর। ৯২২৯।
৭।৮।১৯৬০, রাত ৯-৫৪

ব্রহ্মজ্যোতিঃ মানে—
ভরদুনিয়াকে ধাঁধিয়ে দেবার মত
একটা আলো নয়কো,
জ্যোতিঃ নয়কো,
কিংবা নিজেকে আলো-অভিভূত ক'রে
স্তম্ভিত ক'রে তোলা নয়কো,
সেটা বৃদ্ধির দ্যুতি,
বর্দ্ধনার দীপ্ত সন্দীপনা,
যা' প্রতিটি বিশেষকে
জীবন-বর্দ্ধনে
সংস্থিত রেখে
সম্বৃদ্ধ রেখে
সব যা'-কিছুর সাথে
পরিচয় করিয়ে দেয়,
বুঝিয়ে দেয়,
জানিয়ে দেয়,
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে
সমষ্টি জগৎকে
বিনায়িত ক'রে তোলে—
প্রাজ্ঞ বহুদর্শী বিজ্ঞ দ্যোতনায়,
মায় তার স্বভাব, চরিত্র, চালচলন—
যা'-কিছু সবগুলি নিয়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
অর্থানুগ অনুনয়নে,
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
শ্লিষ্ট ক'রে সব যা'-কিছুকে ;
আর, বোধদীপ্ত সন্দীপনা নিয়ে,

তীক্ষ্ন অনুধায়নায়
দেখে, শুনে, বুঝে
যেখানে যা' যেমনতর সঙ্গত হয়
তাকে সংহত ক'রে তোলা—
নিজের সংহতিশীল তৎপরতার
সার্থক ধৃতিগুটিকার
বিরচনী বিভবে,
প্রতি সত্তার স্বীয় জীবনগতিকে
অনুসরণ ক'রে,
বোধ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে,—
তা'ই তো তা' আধ্যাত্মিকতা ;
এটা যাদুদৃষ্টিতে নয়কো—
বাস্তব অনুধ্যায়নী সংযোগ নিয়ে,
তাই, ঐ তো ব্রহ্মজ্ঞান । ৯২৩০ ।
৭।৮।১৯৬০, রাত ১০-৪২

তুমি উচ্ছল-স্বচ্ছল-নিষ্ঠা-বিহীন
পিচ্ছিল রাগ-আবেগ নিয়ে
যেমনতর যেদিকে
এগুতেই থাক না,—
পাতিত্য তোমাকে ধরবেই কি ধরবে । ৯২৩১ ।
৮।৮।১৯৬০, রাত ১২-২০

ক্ষমতা তোমার অসীম হো'ক,
প্রস্তুতি তোমার অগাধ থাক্,
বোধ-বিবেকসমন্বিত কৃতি-কৌশলে
তুমি অপ্রমেয় হও,
অসৎ-নিরোধী বিক্রম
তোমাকে দীপ্ত করে তুলুক—
বিবস্বানের উর্জ্জনার মতন ;
তোমার সন্ধিৎসাপূর্ণ ধী

যেন সব যা'-কিছুর
অন্তর বিদ্ধ করে—
সুসন্ধিৎসু অর্থান্বিত বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
আর, সব যা'-কিছু নিয়ে
তোমার পারগতা
শ্রমপ্রিয় পরিবেদনায়
ক্ষিপ্রদীপ্তির সহিত
উচ্ছল হ'য়ে চলুক ;
তেমনি তুমি আবার
বিনয়ী, আত্মম্ভরিতাশূন্য
প্রীতিসন্দীপ্ত পরিচর্য্যাবিশারদ
দক্ষকুশল, অনুশীলনতৎপর,
সার্থক সঙ্গতিশীল
অনুনয়ন-অভিদীপ্তি নিয়ে
লোক-স্বস্তির সুসিদ্ধ বিকীরণা হ'য়ে ওঠ,
শত্রু-মিত্র সবাই যেন বুঝতে পারে—
তুমি তাদের অসৎ-নিরোধী
সত্তা-সংবর্দ্ধনী সুক্রিয় সম্বেগ ;
আদিত্য-ঊর্জ্জনায়
তোমার বিভা
ছড়িয়ে পড়ুক চতুর্দ্দিকে—
চাঁদিমা-স্নিগ্ধ
মলয়-বিভূষিত হ'য়ে ;
স্বস্তি, শান্তি, স্বধা
তোমার জীবন-নর্ত্তনের সহিত
নেচে উঠুক—
প্রতিটি তানে
প্রতিটি তালে
প্রতিটি লয়ে,
তুমি অহিংস হ'য়ে ওঠ—
সব রকমে

সব দিক দিয়ে
প্রতিটি হিংসাকে নিরোধ ক'রে
সমীচীনভাবে,
বাস্তবে ;
বিভু-বিভূতি তোমার ব্যক্তিত্বে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
তুমি মানুষের স্বস্তিগীতি হ'য়ে ওঠ,
স্বস্তি-আচরণ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সবাই স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
বিভূষিত হ'য়ে উঠুক—
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়,
প্রতিটি ব্যষ্টি
প্রতিটি ব্যষ্টির,
প্রতিটি সমষ্টি
প্রতিটি সমষ্টির পরিধিকে
পরাক্রমী ক'রে,
প্রীতি-সম্বন্ধান্বিত ক'রে,
শ্রমপ্রিয় ক'রে,
নন্দনার সানুকম্পী
সম্বেদনী সম্বুদ্ধ উদাত্ত চলনে ;
কৃতি তোমার হওয়াকে
মূর্ত্ত ক'রে তুলুক ;
পরমদৈবত-আশিস্-মণ্ডিত অনুস্রোতা ঊর্জ্জনায়
প্রতি-প্রত্যেককে
সত্তাপোষণী সন্দীপনাতে
প্রতিষ্ঠা ক'রে
প্রীতি-সম্বেদনায়
সাধু ক'রে তুলো,
মধুর ক'রে তুলো,
পরম আত্মীয় ক'রে তুলো। ৯২৩২।
৮।৮।১৯৬০, সকাল ৬-৩০

কখনও ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
অপদস্থ করতে যেও না—
তা' নিজেরই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক ;
সৎ-এর ভানে
অসতের সেবা করতে যেও না,
ক'রো তা'ই,
নিও তা'ই,
সংগ্রহ ক'রো তা'ই,
যা' সৎকে পরিপুষ্ট করে ;
যা'-কিছু সত্তাপোষক,
তা' কিন্তু সকলের পক্ষেই—
রকমারি পন্থায়,
যা' সবার পক্ষেই শিষ্ট, সৎ—
তা' কর্ম্ম বা ব্যবহার
বা কথায় গ্রহণ ক'রো ;
যা' তোমার পক্ষে
সৎ ব'লে মনে কর,
তা' করতে গিয়ে
যদি অন্যের সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়,
পারতপক্ষে তা' করো না—
যতক্ষণ না তা'
প্রত্যক্ষভাবে উভয়েরই
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রেই চলতে চেষ্টা ক'রো ;
ঐ সৎ-নিষ্ঠা যদি
একবার ভেঙ্গে যায়,
তুমিও কিন্তু
ঐ ভাঙ্গনস্রোতাই হ'য়ে চলবে ;
তুমি তো যাবেই,
তোমার আওতায় যা'রা ছিল,—

তারাও যাবে,

মনে রেখো—
সেই মহাত্মা কবীর সাহেবের বাণী—
"সব্‌সে রসিয়ে, সব্‌সে বসিয়ে
সবকা লিজিয়ে নাম,
হাঁজী! হাঁজী করতে রহিয়ে
বৈঠা আপনা ঠাম।" ৯২৩৩।
৯।৮।১৯৬০, সকাল ৭-২২

পারতপক্ষে ঋণ ক'রো না,
ঋণ কিন্তু তোমার
অন্তঃস্থ কৃতিসম্বেগকে
শীর্ণই ক'রে তোলে,
সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠানুগত্যও
দুর্ব্বল হ'য়ে চলতে থাকে,
ফলে, তোমার জীবনের ওজদীপনাও
ক্ষয়ের দিকেই চলতে থাকে,
তাই, তা' পাপ;
যদি ঋণ ক'রেও থাক,—
যথাসম্ভব চেষ্টায়
প্রাণপণে
তা' শোধ ক'রে দাও,
ঐ পাপ হ'তে মুক্ত হও,
আর, সাবধান থেকো—
ঋণ না করতে হয়;
যদি ওয়াদা ক'রে থাক,
ওয়াদার পূর্ব্বেই তা' শোধ ক'রে দাও। ৯২৩৪।
১১।৮।১৯৬০, বেলা ১১-১০

দুষ্ট মন, কলুষিত মনোবৃত্তি
সব সময়েই সন্দেহের,

তা'র প্রভাবে মানুষ ভূতে পাওয়ার মত
হ'য়ে ওঠে,
আর, তাদের আশপাশে যারা থাকে
তারাও সংক্রামিত হয় ;
অযথা-সন্দেহশীলতা হ'তে
বহুদূরে থেকো,
আর, সাবধান থেকো—
ঐ সন্দিগ্ধতা দ্বারা
তুমিও যা'তে সংক্রামিত না হও । ৯২৩৫ ।
১১।৮।১৯৬০, বেলা ১১-৩০

আমি আবার বলি শোন—
এখনও বলছি—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
উচ্ছল ক'রে রাখ ;
শ্রমপ্রিয় হও,
কর—
যা' করবে তা' বিহিতভাবে ;
এমনি ক'রেই তোমার ব্যক্তিত্বকে
বাস্তব জ্ঞানে অধিরূঢ় কর ;
সদাচার মানে সত্তাপোষণী আচার,
সত্তাপোষণী আচারগুলি
কাঁটায়-কাঁটায় পালন কর ;
আমি বলি—
যথাসম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তা'কে আরো ক'রে তোল
এমনতরভাবে
যাতে তোমার স্বাস্থ্য
অটুট, অক্ষুণ্ণ
ও বৃদ্ধিপ্রবণ হ'য়ে চলে ;

সদৃশ ঘরে
সুসঙ্গতিশীল বরকন্যার বিবাহে
শিষ্ট আচারের ভিতর-দিয়ে
শুভ নিয়ন্ত্রণে
সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোল ;
ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারগুলিকে
সাত্বত সঙ্গতিশীল ক'রে
বিনায়নে সেগুলিকে
পবিত্র নিষ্ঠার সহিত
পরিপালন কর,
যাতে ঐ সাত্বত সঙ্গতি
যা'-কিছু সব নিয়ে
তোমাকে
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে ;
লোকচর্য্যা তোমার জীবনে
যেন সহজ হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু সাবধান থেকো—
ঐ চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অশিষ্ট যা'-কিছু
তোমাকে আক্রমণ না করে,
সংক্রামিত না হও ;
তীব্র উর্জ্জনা নিয়ে
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
তাঁর আদেশপালন-নিরতি নিয়ে
চলতে থাক—
আনন্দ-উচ্ছল অন্তঃকরণে ;
যাতে হাত দিয়েছ
করবে ব'লে
তা' বিহিতভাবে নিষ্পাদন কর,—

যদি তা' লোকহিতী হ'য়ে
সবাইকে সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে ;
মোক্‌থা কথায়,
অন্ততঃ এমনি ক'রেই চলতে থাক,
তাড়ন-পীড়ন
যা'ই আসুক না কেন,
তোমাকে যেন বিচ্যুত
করতে না পারে ;
হাতেকলমে এমনি ক'রেই চলতে থাক ;
ভগবানের ভজনদীপনা
বিভূতি-বিভবে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
তোমার পরিবেশকেও
ঐ সম্বর্দ্ধনে সুদৃঢ় ক'রে তুলুক ;
আমি বলি—
তুমি এ ভুলো না,
সংক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
বিরক্ত হ'য়ো না—
জোয়ার-ভাটা যতই আসুক না কেন ;
তোমার নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
তোমাকে সিদ্ধকাম ক'রে তুলবে । ৯২৩৬ ।
১১।৮।১৯৬০, রাত ৮-৩৮

তুমি দুর্ব্বলতার
ভাঁওতাবাজিকে
অহিংসার মুখোস পরিয়ে
একটা অশিষ্ট আচরণকে
শিষ্ট নামে
সঞ্চারণ করতে প্রচেষ্ট থেকো না ;
তা'র চাইতে

বস্তুতঃ তুমি
যতটুকু যেমন পার,
সার্থকতার সঙ্গতি নিয়ে তাই কর—
তোমার কথা
ও কর্ম্ম উদ্‌যাপনার ভিতর-দিয়ে
অস্খলিত শ্রেয়নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যাতে অগ্নি-উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে
এমনতর ক'রে ;
কথা, কাজ ও চালচলন—
অর্থাৎ আচরণ
যেন সঙ্গতিশীল হয় ;
তুমি দুর্ব্বলও যদি হও,
তোমার অন্তঃস্থ অগ্নি
যদি স্ফুলিঙ্গও হয়,
তাও বাস্তব হ'য়ে উঠুক—
কৃতিদীপ্ত অভিসারে ;
অল্পই হো'ক,
বেশীই হো'ক—
তোমার সঙ্গ ও স্বভাব
যেন সবাইকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতাকে
কখনও মুঠো-চাপা দিয়ে
রাখতে যেও না ;
তোমার আচার-ব্যবহার,
চালচলন, স্বভাব-ধাঁচের ভিতর-দিয়ে
তাকে দীপ্ত ক'রে তোল,
প্রীতি-পরিচ্ছন্ন ক'রে তোল—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেককে—

তোমার আওতায় যে বা যারা আছে
সবাইকে
সার্থক সঙ্গতি-সম্বন্ধ ক'রে ;
তোমার ক্ষমতা—
ক্ষুদ্রই হো'ক
আর বৃহৎই হো'ক,—
তা' যেন সবাইকে
পরিচর্য্যা করতে পারে ;
অগ্নিতীর্থ ক'রে
প্রত্যেকের হৃদয়কে
অমনি ক'রেই
আনুগত্য-অনুশ্রয়ে
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত কৃতিসম্বেগে
বাস্তব বীর্য্যে সন্দীপ্ত ক'রে রাখ,
আর, সেই সন্দীপনায়
সবাই যেন সন্দীপ্ত হ'য়ে থাকে—
স্বস্তিচর্য্যার বিভূতি নিয়ে ;
ঐ বিভূতি বিভব হ'য়ে
সবাইকে যেন
বিভবান্বিত ক'রে তোলে ;
জীবন-বর্দ্ধনার সামগীতি
সৌষ্ঠব-ধ্বননে
সক্রিয় আশিসমণ্ডিত
ক'রে তুলুক সবাইকে ;
আর, অসৎ-নিরোধ
শিষ্ট চর্য্যায় যেন
সন্দীপ্ত সজাগ হ'য়ে থাকে ;
ভীরু কাপুরুষ থেকো না,
শ্রেয়চর্য্যা-নিরত থাক,
ধন্য হও তুমি,
আর, তোমার আওতায়

যারাই থাকুক না,
তা'রাও ধন্য হ'য়ে উঠুক । ৯২৩৭ ।
১১।৮।১৯৬০, রাত ১০-১২

তোমার অন্তঃকরণে
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যতই অস্খলিত হ'য়ে চলতে থাকবে—
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে,—
ভক্তিও সেখানে
অটুট উন্মাদনায়
উচ্ছল হ'য়ে চলবে—
দুর্ব্বার উর্জ্জনা নিয়ে ;
তোমার বোধদীপ্তি
অনুকম্পাশীল অনুনয়নে
নিখুঁত বিবেকের সহিত
যা'-কিছুকে
পর্য্যালোচনা ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকেও
তেমনি ক'রেই
উচ্ছল উদ্ভবে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে ;
তোমার নিখুঁত বিবেচনা
অন্বিত ক্রম-সঙ্গতিতে
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে
সব যা'-কিছুর
ক্রম নির্ণয়ে
সিদ্ধান্তকে
সুচারু সঙ্গতিশীল ক'রে
মীমাংসায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে
তদন্বিত কর্ম্মেই

নিয়োজিত হ'য়ে চলতে থাকবে ;
প্রীতিসম্বেদনী
স্নিগ্ধালোকে
সব যা'-কিছুর
ক্রূর-সঙ্গতিকে
সরল ক'রে নিয়ে
ঠিক অমনি ক'রেই
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা,
চালচলন—
সব যা'-কিছু
ঐ সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক সন্দীপনায়
চলতে থাকবে ;
ঐ স্নিগ্ধতার অন্তরে
তপন-তাপসের
ছায়াহীন আলো নিয়ে
অগ্নির হোমবহ্নিতে
সবিতৃ-নন্দনায়
সব যা'-কিছুকে সার্থক ক'রে,
তোমার অস্তিত্বই
সব সত্তার অভয় হ'য়ে দাঁড়াবে ;
সঙ্গতিহীন দুর্ব্বল কাপুরুষতা
কি তখনও তোমাতে স্থান পাবে ?
তা' কি হয় ?
ওঠো, জাগো,
বরেণ্য যা'-কিছু
তাকে প্রতিষ্ঠা কর—
অসতের তামস উন্দীপনাকে
চুরমার ক'রে দিয়ে । ৯২৩৮ ।
১১।৮।১৯৬০, রাত ১০-৫৬

নিষ্ঠানন্দিত ইষ্ট-আদেশে
যা'রা নিজেকে
নিয়ন্ত্রণতৎপর ক'রে তোলে নি—
বাস্তব অনুভূতি নিয়ে,—
তা'রা যে-কোন উপদেশই
দিক না কেন,
তা' একটা ব্যর্থতার বিড়ম্বনা ছাড়া
আর কী হ'তে পারে ?
আত্মনিয়ন্ত্রণীবুদ্ধি—
অনিয়ন্ত্রিত যে—
তা'র সঞ্চারণায় কি
সংবুদ্ধ হ'য়ে উঠে থাকে ?
আগে উদাহরণ হও,
আর, যেমনতর ক'রে
যতখানি হ'য়ে উঠতে পার,
উপদেশের ক্রমও
তেমনতরই বাড়িয়ে তুলো। ৯২৩৯।
১৪।৮।১৯৬০, সকাল ৯-৩৫

যাদের অস্খলিত নিষ্ঠা নাই,
আনুগত্য নাই,
কৃতিসম্বেগ যাদের
সঙ্গতিশীল নয়,
এক কথায়—
চলন-চরিত্র যাদের
অন্তরের সাক্ষী দেয় না,
তাদের উপদেশ
ভ্রান্তিই সৃষ্টি ক'রে থাকে প্রায়ই ;
কিন্তু যাদের স্বভাবচরিত্র,
ব্যক্তিত্বের চালচলন
সার্থক সঙ্গতিশীল,

সার্থক নিষ্ঠানন্দিত,
তা'রাই হ'য়ে থাকে উদাহরণ;
মানুষের উন্নতির যা'-কিছু,
সম্বৃদ্ধির যা'-কিছু—
যাদের ব্যক্তিত্বের উদাহরণ,
তাদের কাছে ও-সব
সহজ সন্দীপনা নিয়েই থাকে,
আর, পায়ও মানুষ তা'ই,
আর, অনুগত হ'য়ে ওঠে তাদের প্রতি
ঐ সার্থকতায়। ৯২৪০।
১৪।৮।১৯৬০, সকাল ৯-৪২

নিষ্ঠানিপুণ শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যায়
কৃতিকৌশলে
নিষ্পাদন যা'র যেমন,
অধিস্থিতিও তা'র তেমন;
আর, তা'ই দিয়েই বুঝতে পারা যায়
তার কুশলকৌশলী বোধিবিবেচনার
সার্থক সঙ্গতি কেমনতর;
ঐ মরকোচ-বিন্যাস
প্রস্তুতিকে যেমন
বিনায়িত ক'রে তুলেছে,
ব্যক্তিত্বের বোধ-বিনায়নও
হয়েছে তদনুগ। ৯২৪১।
১৪।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫৮

যুক্ত হও,
যেমনতর বিষয়ই হো'ক না—
তার মরকোচগুলি
পুঙখানুপুঙখরূপে দেখ,

বিশ্লেষণার ভিতর-দিয়ে যেমনতর
সংশ্লেষণায়ও তেমনতর,
যা'তে আমান যেটি ছিল
তোমার বিন্যাস-বিভূতি
কলাকৌশল
সেটাকে ঠিক
সেইরকম ক'রে তুলতে পারে ;—
তবেই তো হবে সিদ্ধকাম ;
তাই বলি—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' । ৯২৪২ ।
১৪।৮।১৯৬০, রাত ৭টা

নিবৃত্তির পথে
সেইগুলি নিয়ে এস,
যা' নাকি তোমার অস্তিত্বকে
ঘায়েল ক'রে তোলে,
সংক্ষোভিত ক'রে তোলে,
আর, প্রবুদ্ধ-প্রবৃত্তিসম্পন্ন হও তাতে
যা' তোমার সত্তাকে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
জীবনস্রোতা ক'রে রাখে,
সম্বৃদ্ধি-প্রদীপ্ত ক'রে রাখে ;
জীবনচলনার তাৎপর্য্যের
যদি উপভোগ না থাকে,
মস্তিষ্ক-বিধ্বস্তির
বেকুব কুশল তৎপরতা
যতই হো'ক না কেন,
বা কুশলকৌশলী সন্দীপনা
যা'ই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু জীবনীয় নয় ;
আর, জীবনীয় নয় যা',
তা'ই কিন্তু সত্তার পক্ষে বৃথা ;

কৃতিসন্দীপনাকে
বাজে খরচ করে যা'রা,
তা'রাই কিন্তু বেকুব ;
আর, শুভসৌকর্য্য-সন্দীপনায়
যা'রা
ব্যাপৃত হ'য়ে
নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে চলে,
তা'রাই কিন্তু সৎ—
কৃতবিদ্য। ৯২৪৩।
১৪।৮।১৯৬০, রাত ৭-১০

আর কিছু বোঝ বা না বোঝ,
সত্তাস্বার্থ বা সাত্বত অর্থটাকে
সব যা'-কিছুর গোড়া ধ'রে নাও,
অস্তিত্বটার সৌষ্ঠবমণ্ডিত
সাধু অনুনয়ন
তোমার প্রথম ও প্রধান হো'ক ;
সরলভাবেই হো'ক
আর বাঁকাভাবেই হো'ক—
এই অস্তিত্বকে যা' পরিপোষণ করে
তার যথাবিহিত নিয়ন্ত্রণ
ও বিনায়ন
তোমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ হ'য়ে উঠুক ;
প্রতি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
ও প্রতিটি সমষ্টি নিয়ে ব্যষ্টির
আপূরণী পরিচর্য্যাই হো'ক
তোমার সাধুসন্দীপনা ;
এই সত্তাচর্য্যার
স্বস্তি-বিনায়নে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সবাইকে সংগ্রথিত ক'রে তোলাই

তোমার বোধ-বিবেকী কৃতিসন্দীপনার
বিভব হ'য়ে উঠুক :
তোমার কথা, আচার, ব্যবহার,
চালচলন, বোধবিবেকী বিচরণ
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
ও প্রতিটি সমষ্টি-সহ প্রতিটি ব্যষ্টির
প্রীতি-উৎসর্জ্জনা হ'য়ে উঠুক ;
প্রত্যেকে বোধ করুক তোমাকে
একটা শিষ্ট প্রীতি-উদ্দীপনী
উর্জ্জনা নিয়ে ;
বিবেচনা ক'রে কথা দিও,
আর, কথা দিয়ে খেলাপ ক'রো না,
আর, প্রয়োজনের ত্বরিত্যকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
তোমার অবদান-অনুচর্য্যা
প্রীতি-উৎসর্জ্জনা
যেন ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে ওঠে,
লোকের অন্তরে
আস্থার সিংহাসন
টলমল ক'রে না ওঠে ;
একটা স্থৈর্য্য-বিভূতি-উৎসর্জ্জনায়
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তঃকরণ যেন
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
—এই এমনতর চলাই কিন্তু রাজনীতি ;
রাজনীতির গৌরব
যেখানে যতই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
মানুষের হৃদয়-উৎসর্জ্জনার
উন্মাদনাময়ী রাগদীপনা
ততই কিন্তু বিলোল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তোমাকে অবলম্বন ক'রে

বিশৃঙ্খলা আধিপত্য করবে সেখানে ;
নিষ্ঠানুগ কৃতিদীপনা
অনুগতি-উদ্দীপনা নিয়ে
তোমার উল্লোল ব্যক্তিত্বকে
মঙ্গলাচরণে
নন্দিত ক'রে তুলবে না কিন্তু ;
বুঝে নিও—
অদূরেই অপেক্ষা করছে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দীপনা
যা' তোমার হৃদয়-রঞ্জনাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যতিক্রম-বিভ্রাটে
বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে ;
সাবধান !
রাজনীতির নীতিবাদ দিয়ে
লোকরঞ্জনার স্থান কিন্তু
কোথায়ও নেই ;
আর, শিষ্ট আদর্শ ছাড়া
সত্তার আসনে
বিধি-উৎসর্জ্জনী পূজার
মঙ্গলাচরণ কোথাও নেইকো ;
তুমি পাবে না,
পাবে না,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের
কলুষ-কঠোর
চর্ব্বনশীল ব্যাদান ছাড়া
আর কোন উপঢৌকনই
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে না,
অশিষ্টের অপ-উৎসর্জ্জনাই
তোমাকে অবশ ক'রে তুলবে । ৯২৪৪ ।
১৪।৮।১৯৬০, রাত ৭-৪০

সন্ধিৎসাপূর্ণ পরিবেক্ষণার সহিত
সমীচীন বোধ ও বিবেচনা,
কুশলকৌশলী ক্ষিপ্রতা
এবং শ্রমপ্রিয়তা
যা' প্রেয়নিষ্ঠা—আনুগত্য—কৃতিকে
বহন ক'রে চলে,
তা' কিন্তু মানুষের পক্ষে
বহুদর্শিতা ও বিক্রমের
পরাক্রমী বিভব ;
যা'ই কর না কেন,
সব যা'-কিছুর
সার্থক সংকৃতি-বিনায়ন ক'রে
দক্ষ নিপুণ উদ্দীপনার সহিত
চলতে অভ্যাস কর ;
দেখে নিও—
তোমার সব যা'-কিছু
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের সহিত
বিন্যাস লাভ ক'রে
ক্রমশঃই তোমাকে
বিজ্ঞতায় অধিরূঢ় করছে। ৯২৪৫।
১৭।৮।১৯৬০, রাত ৭-৩৮

ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
মানুষের অন্তঃস্থ বোধ ও বিবেচনাকে
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিনায়িত ক'রে
কৃতি- অনুচলনে
তেমনতরই মূর্ত্ত ক'রে তোলে ;
—এলোমেলো দর্শন, চিন্তা
ও সুসন্ধিৎসু সম্বেগ
যা'-কিছু থাকে

সেগুলিকে
অর্থান্বিত বিহিত বিন্যাসে
বাস্তব সঙ্গতিশীল ক'রে
সুসন্দীপ্ত অনুনয়নে
বিচক্ষণ ক'রে তুলতে থাকে ;
বিচক্ষণতাই যদি চাও,
সন্ধিৎসার সহিত
সব যা'-কিছুকে
দেখ, শোন, বোঝ, কর,
বাস্তব বিন্যাস-বিভূতিতে
সার্থক ক'রে তোল
তাদিগকে । ৯২৪৬ ।
১৭।৮।১৯৬০, রাত ৭-৪৮

'হয়-না'র গোঁ ধ'রো না,
যা' দেখ,
যা' স্মৃতিতে আছে—
ইতস্ততঃ খুঁজে-পেতে,
সার্থকতার যা'-কিছু মেলে
জোগাড় কর ;
'হয় না' ব'লে উড়িয়ে দিলে—
বিশেষতঃ সাত্বত বা সৎ যা'-কিছুকে,—
হওয়ার তালে আনতে পারবে না ;
অসৎ যা'-কিছুকেও
অমনি ক'রে জান,
আর, সেগুলিকে
সমীচীনভাবে
নিরোধ করা যায় কি ক'রে,
খুঁজে-পেতে দেখে-শুনে-বুঝে
সুব্যবস্থায়
তা' আয়ত্ত ক'রে রাখ ;

যদি তাতেও বিহিতভাবে
সার্থক সঙ্গতিশীল না হ'য়ে ওঠে,
তবুও তোমার চিন্তাচর্য্যায়
তা' রেখে দিও—
যতক্ষণ না
'হ্যাঁ' বা 'না'র
বাস্তব সঙ্গতি মেলে ;
যা' সত্তাসঙ্গতির,
সত্তা-সার্থকতার,
আর, সার্থক সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়
তাকে নিরোধ ক'রে
সম্বর্দ্ধিত কর—
সাধু ও সার্থক সৎ-সন্দীপনায় ;
সব যা'-কিছুর প্রতি
অনুকম্পাশীল অনুচর্য্যা
ও সন্ধিৎসার সুসন্দীপ্ত
বোধ-বিনায়নী সার্থকতা নিয়ে
যাতে বাস্তব সঙ্গতিতে
সুদৃঢ় হ'য়ে থাকা যায়,
জীবনচলনাকে
এমনতরই সহজ ক'রে ফেলতে
সচেষ্ট থাক ;
অনেক ব্যাঘাত এড়িয়ে
ব্যবস্থ হ'য়ে
উন্নতির দিকে চলতে পারবে। ৯২৪৭।
১৭।৮।১৯৬০, রাত ৭-৫৮

আশু উত্তেজনার বশে,
কা'রও অশুভ কিছু করতে যেও না,
যতক্ষণ না বুঝতে পারছ—
তা'র বাস্তব অভিব্যক্তি

একটা বিক্ষুব্ধ অপকৃষ্টতার
সৃষ্টি করছে,
যে-কোন ভাবে
অসৎ-নিরোধ না করলেই উপায় নেই
এমনতর অবস্থা ছাড়া ;
অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতিকে
অবজ্ঞা ক'রে চ'লো না,
অসৎ-অপকৃষ্টকে নিরোধ করতে পার—
এমনতর প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা নিয়ে
সৎ-সন্দীপনায় যেমনতর চলতে হয়,
তা' চ'লো ;
নজর রেখো—
তোমার ব্যক্তিত্বের ঊর্জ্জী সন্ধিৎসা
পরাক্রম নিয়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
অমঙ্গলের সৃষ্টি না হয়—
এমনতর ক'রে চলতে
যেন বদ্ধপরিকর থাকে,
কিন্তু ঐ অসৎ
তোমাকে বা তোমার পরিবেশের কাউকে
সংক্ষুব্ধ বা বিধ্বস্ত ক'রে না তোলে,
তা'তে নজর রেখেই চ'লো ;
নিরোধ করতে হ'লে
যেখানে যেমন সমীচীন
তেমনি ক'রেই ক'রো ;
দেখো—
ঐ অসৎ
পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পরিবারকে
বিক্ষুব্ধ, বিশৃঙ্খল ক'রে না তোলে ;
অসতের প্রশ্রয় দেওয়াই কিন্তু পাপ । ৯২৪৮ ।
১৭।৮।১৯৬০, রাত ৮-১৫

তুমি যদি আচার্য্য হও,
আর, তোমার কোন ছাত্র বা শিষ্যের প্রতি
কোন কাজের ভার দিয়ে থাক,
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক,
আর, অপ্রত্যক্ষভাবেই হো'ক,
যথাসাধ্য
তাকে বা তাদিগকে
সাহায্য ক'রো না ;
বরং তীক্ষ্ন নজরে দেখ—
কেমনতর কুশলকৌশলে
কে চলছে,
আর, তা'র ফলই বা কী হ'চ্ছে,
খাঁকতিকেই বা উল্লঙ্ঘন করছে কি ক'রে ;
এমনি ক'রে
তাদিগকে
কৃতকার্য্য ক'রে যদি তুলতে পার,
তা'তে তারা শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে—
যদি নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির সহিত
শ্রমপ্রিয়তা থেকে থাকে তাদের ;
আর, সাহায্য যদি
কোথাও করতে হয়,
অপ্রত্যক্ষভাবে
যথাসম্ভব সাহায্য ক'রো ;
ফল কথা,
তাকে কৃতকার্য্য ক'রে তোলাই চাই ;
এমনতর ক'রে
কৃতকার্য্য ক'রে তুললে
দেখবে—
তোমার ঐ ছাত্র বা শিষ্য
ধাপে-ধাপে কেমনতর
কুশলকৌশলী হ'য়ে

এগিয়ে চলছে ;
তা'রাও তৃপ্তি পাবে,
তুমি তো পাবেই । ৯২৪৯ ।
১৮।৮।১৯৬০, বিকাল ৪-২০

বর্ব্বর প্রেমিক হ'তে যেও না,
পরিচর্য্যাহারা প্রণয়ভঙ্গিমা নিয়ে
চ'লো না,
তা'তে কৃতার্থও হ'তে পারবে না,
উন্নতির দিকে চলারও
উদাহরণ হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তীব্র, সুদক্ষ, সন্ধিৎসাপূর্ণ
দর্শনের সহিত
বিহিত ব্যবস্থা কর,
আর, কৃতকার্য্যতায়
কৃতী হ'য়ে ওঠ,
কৃতার্থতা তোমাকে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, সিদ্ধকাম হওয়ার দরুন
আনন্দও পাবে তেমনি ;
তোমার বিভূতি
অন্তর-উচ্ছল প্রশংসায়
সকলেই উপভোগ করবে । ৯২৫০ ।
১৮।৮।১৯৬০, বিকাল ৪-২৬

কা'রো সোহাগ-সন্দীপনায়
তুমি যদি
নন্দিত ও উচ্ছল হ'য়ে থাক,
যাতে তোমার মানসিক সন্দীপনা
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
তা' স্ফুট-সন্দীপ্ত হ'য়ে যদি

সহজে নিভে না যায়,
সমস্ত দুঃখকষ্টের ভিতরেও
হৃষ্ট হ'য়েই চলতে থাকে,
তাতে তোমার শরীর ও মন
অনেকখানি স্বস্তিসন্দীপ্ত হয় বটে ;
কিন্তু তুমি যদি তোমার শ্রেয়কে
হৃষ্ট নন্দনায় ভালবেসে থাক—
শ্রদ্ধাচর্য্যী শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে,
আবেগ-নন্দনায়,
এমন কি—
ঐ প্রিয়র তাড়ন-পীড়ন-দুর্ব্যবহারেও
ঐ হৃষ্ট দীপনা
যদি মুষড়ে না যায়
বা নিভে না যায়,
তোমার সত্তাসন্দীপ্ত জীবন-নন্দনাও
উচ্ছল হ'য়েই চলতে থাকবে—
ঐ হৃষ্ট প্রিয়চর্য্যী
শ্রমনন্দনা নিয়ে ;
তা'তে তুমি কৃতিদীপ্ত তো হবেই ক্রমশঃ,
আরো, ঐ সত্তাস্রোতা জীবন-সম্বেগও
উচ্ছল হ'য়ে
অনেক ব্যাঘাত ও বিড়ম্বনাকে
অতিক্রম ক'রে
জীবনীয় উৎসর্জ্জনার দিকেই চলতে থাকবে—
তোমার অন্তঃস্থ জীবনবিভা-অনুপাতিক ;
বহুল সংঘাতের ভিতরেও তুমি
তৃপ্ত, দীপ্ত, হৃষ্ট ও ফুল্ল জীবন নিয়ে
চলতে থাকবে ;
কৃতিদেবতার আশিস তোমাকে
সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তুলবে । ৯২৫১ ।
১৮।৮।১৯৬০, রাত ১০-৫৫

দেখ,
শোনই না একটু !
ক'রেই দেখ না—
ক্রমাগতি নিয়ে !
ইষ্টই হউন,
আর শ্রেয়-প্রেয়ই হউন,
তাঁর মধ্যে কোন কাউতে
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ-সহ
পরিচর্য্যী শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
অস্খলিত প্রীতিদীপনার সহিত
বিহিত রকমে
আগ্রহ-উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে
বোধদীপ্ত রাগনন্দনায়
তাঁর প্রয়োজনীয় যা'-কিছুর
আপূরণে তৎপর হ'য়ে চলতে থাক—
তা' তুমি সুখেই থাক,
আর দুঃখেই থাক,
এমন-কি, অসুস্থ অবস্থায়ও,
বেদনার বন্ধমূল শিঞ্জিনী-ঝঙ্কার
যেমনতরই হো'ক না
তার ভিতর-দিয়ে—
সব কষ্ট, সব তেষ্টা,
সব দৈন্যকে অতিক্রম ক'রে ;
পরিস্থিতির কোন সংঘাত যেন
তাকে কোনক্রমে
ভেঙ্গে দিতে না পারে,
এমনি ক'রে চলতে থাক—
ক'রে
বোধবিনায়নী ধী নিয়ে,
ফুল্ল উৎসর্জ্জনায়,
অস্খলিত স্বতঃস্রোতা হ'য়ে,

যখন যেমনতর প্রয়োজন
তদনুপাতিক তৎপরতায় ;

দেখো—
তোমার অন্তঃস্থ ক্ষমতা
কেমনতর সাবলীল সঙ্গতি নিয়ে
ক্রমেই পুষ্টিলাভ করছে ;

প্রকৃতি ও পরিবেশের
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
একটা সহজ বোধ
কেমনতরভাবে
তোমাতে ক্রমেই স্ফুটতর হ'য়ে উঠছে ;

ফুটছে না যখন,
জাগছে না যখন,
কেমনতর হিজিবিজি হ'য়ে উঠছে যখন,
একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে দেখ,
ভাব—

ব্যতিক্রম কিছুকে
কেমন ক'রে এড়িয়ে
তাঁর উদ্দেশ্যপূরণী ক্রমে
কেমন ক'রে চললে
সুকৃতির সহিত
বিহিত ত্বরিত্যে
নিষ্পন্ন করতে পার ;
অমনি ক'রেই চলতে থাক ;

তোমাকে ভেবে
তুমিই সুখী হ'তে থাকবে ক্রমশঃ—
বীর্য্যদীপনী উচ্ছলতা নিয়ে,
বোধ-বিনায়নী ধী-সঙ্গতিতে ;
দেখ না করে—
কী হয় । ৯২৫২ ।
১৯।৮।১৯৬০, সকাল ৯-৪৫

মন্ত্রের তাৎপর্য্য বা অর্থ তা'ই—
যা' অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ অনুধ্যায়নায়
চিন্তাপ্রবাহগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
অর্থান্বিত অনুবেদনায়
ব্যক্তিত্বে উদ্দীপিত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
স্বতঃস্রোতা সঙ্গতি-বিভূতিতে
তোমাদের জ্ঞানবিভব সৃষ্টি করে,—
তা' কিন্তু ঐ অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী সার্থকতায়
বাস্তব বিকাশ-বিনায়নে,
যে-তাৎপর্য্যের সহিত
ঐ বাস্তব যা'-কিছুতে
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলতর পর্য্যন্ত
সঙ্গতিশীল সম্বেদনা
অর্থতে স্বতঃই উপনীত হ'য়ে ওঠে ;
মন্ত্রবিভূতি কিন্তু এইই,
তাই, 'জপাৎসিদ্ধিজর্পাৎ সিদ্ধিজর্পাৎ
সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ' ;
জপ মানে—
মানসকথন-বিবৃতির সহিত
অর্থান্বিত যে-বিনায়ন
স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে—
সার্থক বিভবে—
জপ্তার অন্তরে ;
তাই হ'চ্ছে
মন্ত্রের মানসকৃতি—
যা' বাস্তব অর্থে

সুপ্রভ হ'য়ে ওঠে ;
আর, অনুভূতি তো তা'ই,
অনু মানে—পশ্চাৎ,
ভূতি—যা' হয় । ৯২৫৩ ।
১৯।৮।১৯৬০, দুপুর ১২-২৮

নামজাদা জ্ঞানাভিমানী যা'রা,
যা'রা অন্যদের
অর্থাৎ জ্ঞানের অভিমানশূন্য যা'রা
অথচ পাণ্ডিত্যগুণসম্পন্ন তাঁদের
বুঝতে পারে না,
একটা ব্যালোল
বিকৃত বিক্ষুব্ধ অর্থে অন্বিত ক'রে
তাঁদের প্রজ্ঞাকে তাচ্ছিল্য ক'রে চলে—
বৈশিষ্ট্য-বোধনাকে
অনুভব না ক'রে,
শুধু বাগ্-বিন্যাসের
চালচলনকে দুরস্ত রেখে,
তাঁদের বৈশিষ্ট্যের
ঐ বিন্যাস-অবগতিকে
না বুঝে-সুঝে,—
তা'রা জ্ঞান-অভিমানী হ'তে পারে,
বাস্তব জ্ঞানী কিনা সন্দেহ ;
জ্ঞান যখন
সাত্বত দীপনায়
বিন্যস্ত হ'য়ে
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সে নিজেকে তেমন ধরতে পারে না ;
যেমন,
তোমার শক্তি যদি থাকে,

সুবিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
বেড়ে চলে তা',
তাকে যেমন
বুঝতে পার কমই—
শক্তিসৌকর্য্যরূপে ছাড়া,
সাত্বত বর্দ্ধনার
সুসঙ্গত সমীচীন সম্বর্দ্ধনার
বোধ সম্বন্ধেও
তেমনতরই । ৯২৫৪ ।
১৯।৮।১৯৬০, বিকাল ৪টা

তোমরা
যে সম্প্রদায়েরই
যে হও না কেন,
মনে রেখো—
ঈশ্বর এক,
ধর্ম্মও এক,
আর, সত্তাপোষণী
পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিকতাই তা'র
স্বস্তি-আধান;
প্রেরিত-পুরুষই বল,
আর, অবতার-পুরুষই বল,
তাঁরা ঐ একেরই প্রেরিত,
যখন যিনি আসুন না কেন,
আসেন এই দুনিয়ার দরদ নিয়ে
সত্তাপোষণী তৎপরতায়
সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে সবাইকে,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিরঞ্জসহিত
শ্রেয়-শ্রমপ্রিয়তাকে

সব হৃদয়ে সঞ্চারিত করার
বিভূতি নিয়ে ;
তাঁরা সবই ঐ এক,
প্রতিবারেই তাঁরা
নবকলেবর নিয়েই এসে থাকেন—
দুনিয়ার যেখানে যেমনতর
প্রয়োজন হ'য়ে ওঠে—
তেমনি রকমে ;
তাঁরা প্রত্যেকেই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
ধৃতিদীপনী স্বতঃ-শুভসন্ধান তাঁরা ;
তাঁদের কারো প্রতি যদি
অসূয়াপরবশ হ'য়ে থাক,
ঠিক মনে রেখো—
প্রত্যেকের প্রতি
তুমি অসূয়াপরবশ হ'য়ে উঠলে,
এক কথায়
তুমি তখন আত্মদ্রোহী ;
সাত্বত ধৃতিপোষণার জন্য
আহার, বিহার ও সৎ-আচরণ
যেখানে যেমনতর যা'র প্রয়োজন,
তাঁদের নিদান তা'ই ;
জনন-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
তাঁরা চিরদিনই
সদৃশ বিধায়নার ধাতা,
ব্যতিক্রমবিহীন সমকৃষ্টিসম্পন্ন
সদৃশ আচার ও আচরণ-সম্পন্ন
কুল ও বংশানুপাতিক
বিবাহই সমীচীন ;
যা'তে জাতক
পূর্ব্বপুরুষের শোভন-দীপ্ত

গুণ ও কর্ম্মে
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে,
এমনতর বিবাহই কিন্তু
বৈধী বিবাহ
বা শ্রেয় বিবাহ—
যা' অশুভকে সংযত করে,
আর, শুভ-সন্দীপনাকে
ক্রম-তাৎপর্য্যে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,—
তা' যে
যে-সম্প্রদায়ের
মানুষই হো'ক না কেন;
এক সম্প্রদায়ের লোক হ'লেই
যে প্রত্যেকে
সদৃশ বংশের হবে,
তা'র কোন মানে নেইকো;
ঐ তাঁরা প্রতিপ্রত্যেকেরই দরদী,
মহান পরিচর্য্যার প্রতীক তাঁরা,
আবার, অসৎ-নিরোধীও তেমনতর;
যা' সত্তাকে নষ্ট ক'রে,
যে আচার-অনুচলন
সত্তার অপলাপ ক'রে থাকে,
স্বতঃসিদ্ধ তৎপরতায়
তাঁরা তা'র নিরোধী;
তাঁদের ঐ গুণব্যঞ্জনাকে লক্ষ্য ক'রে
নমস্কার কর,
প্রণাম কর,
আর, নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের উচ্ছ্বাস নিয়ে
আজীবন তাঁকে বহন ক'রে চলতে থাক;
—তুমি সার্থক হবে,

তোমার পরিবেশ সার্থক হবে,
তোমার নগর সার্থক হবে,
তোমার প্রদেশ সার্থক হবে,
তোমার দেশ সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
আর, ঐ সার্থকতা
জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠবে
তোমার ঐ জন্মভূমির
শুভ বেদীতে ;
আবার বলি—
ধর্ম্মের কোন সম্প্রদায় নেইকো,
ধর্ম্মের দায়ভাগ ধর্ম্মই,
সাত্বত ধৃতিপরিচর্য্যাই হ'চ্ছে
তা'র জীবনপূজা ;
প্রেরিতপুরুষ যাঁরা এসেছিলেন,
তাঁদের নামে
রকমারি সম্প্রদায় তৈরী করেছ
এই তোমরাই,
সঙ্কীর্ণবুদ্ধি স্বার্থলুব্ধ যা'রা, তা'রাই—
চালবাজী নাম
যা'র যতই থাক না কেন ;
আবার, তা'র ইন্ধন হ'চ্ছে তা'রাই
স্বল্পদৃষ্টি বোধবিহীন যা'রা,
আবার, একথাও ঠিক,
যাঁ'রা ঐ বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ নন,
যাঁরা ব্যতিক্রমকেই
ক্রম বিবেচনা ক'রে চলেন,
তাঁরা প্রেরিতও নন,
আচার্য্যও নন,
মহাপুরুষও নন ;
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
আপূরণকারী যিনি,

তিনিই মহাপুরুষ—

আমি যা' বুঝি তা' এই । ৯২৫৫ ।

২০।৮।১৯৬০, রাত ১২টা

সৎ বা শুভ কোন-কিছু করতে গেলে

বিতর্কের অবতারণা

করতে যেও না,

বুঝে নিজের দিকে তাকাও

প্রতিটি স্তর নিয়ে,

আর, কাজে সেগুলিকে

মূর্ত্ত ক'রে তোল,

আর দেখ—

সেগুলিকে কি ক'রে

সুচারুভাবে

সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তুলতে পারা যায়—

বোধ ও বিবেচনার

পরিচিন্তন নিয়ে ;

শ্রমপ্রিয় কৃতিসন্দীপনাই

কিন্তু করার উৎস । ৯২৫৬ ।

২১।৮।১৯৬০, সকাল ৭-২০

ভাষা মানেই হ'চ্ছে

যে-বোধ বা বেদনা

ভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে

বাক্যে পরিস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে,

এক কথায়

ভাসমান হ'য়ে ওঠে,

এক জাতীয় বোধ-অনুগ ভাব

বাক্যে বিভাবিত হ'য়ে

বহিঃস্ফুরণায় অভিব্যক্ত হয়,

যার ফলে,
লোকে বুঝতে পারে—
তা'র অন্তঃস্থ বোধ ও ভাবের উদ্দীপনা
কত বা কেমনতর ;
এই ভাষা আবার
পরিবেশ-অনুপাতিক
পরিবেশ-প্রভাবে
পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে চলে থাকে—
বোধ-বেদনার
ভাব-অভিব্যক্তি যদিও এক জাতীয় ;
আবার, যে-দেশে
লোক যেমনতর ভাষাভাষী,
তাদের বোধবেদনার
ভাব-অনুকম্পা
ভাষায় তেমনতরই
বিকাশপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকে ;
যে ভাষাভাষীর আওতায়
যা'রা যেমনতরভাবে থাকে,
নৈকট্য ও দূরত্ব-অনুপাতিক
মিশ্রণ বা ব্যতিক্রমও
তেমনি হ'য়ে থাকে ;
ভাষার অন্তঃস্থ
বোধবেদনী ভাবদীপনা কিন্তু
সকলেরই সমজাতীয় ;
তাই, ভাষা—
অন্তঃস্থ বোধবেদনার
যে সমস্ত অনুভূতি
ভাবে প্রকটিত হ'য়ে ওঠে,
তা'রই অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
তাই, ভাষা দিয়ে

অন্তঃস্থ বোধবেদনার
ভাব-অনুকম্পাগুলিকে
অনুভব করতে পারা যায় ;
তাই, ভাষা-সমস্যা
একটা বিশেষ সমস্যা নয়কো,
সমস্যা ঐ অন্তঃস্থ বোধবিভূতি
ও ভাব-অনুকম্পা—
যা' ভাষাকে কম্পিত ক'রে
বা উদ্দীপ্ত ক'রে
ভাষায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক বাতুল ছাড়া
ভাষাকে কি কেউ
হিংসা করতে পারে ?
বোধবেদনা,
ভাববৃত্তি—
প্রকৃতিরই পরিস্রোতা উন্মেষ,
ভাষা-হিংসা মানেই
প্রকৃতিহিংসা,
আর, প্রকৃতিহিংসা মানেই
বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যয়ে
আত্মনিমজ্জিত করা । ৯২৫৭ ।
২১।৮।১৯৬০, সকাল ৭-২৩

তুমি যদি না কর,
না চল,
শ্রমপ্রিয় সন্দীপনা নিয়ে
অবস্থা, বোধ ও বিবেচনায়
ধী-দীপনার সহিত
ক'রে কৃতকার্য্য ও কৃতবিদ্য না হ'য়ে ওঠ,
তবে ঠিক বুঝে রেখো—
যিনি ভগবান,

ভজমান যিনি,
বিধায়িত সেবারাগসঙ্গতি যিনি,
তুমি কি তাঁর পথ বন্ধ করলে না ?
তাঁর দয়ার উৎসর্জ্জনা যা'
তা'কে নিরোধ করলে না ?
ধারণপালন-সম্বেগবিহীন
শ্রমবিমুখ ক্রম নিয়ে
এ কৃপা বা দয়ার পথকে
রুদ্ধ করলে না ?

বুঝে দেখো—
তোমার অদৃষ্টকে তুমি
অবরুদ্ধ ক'রে চলেছ ;
কৃপা মানেই কিন্তু
ক'রে পাওয়া,
চাহিদা-অনুগ অনুচলনে
কৃতিপথে চলা—
তোমার অন্তর-দেবতা
তোমার অন্তঃস্থ ভর্গদেব
যে-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে ক্রম-উৎসর্জ্জনায়
উৎসৃষ্ট ক'রে তুলবেন—
প্রয়াস-প্রদীপ্ত অনুকম্পার পথে
চলায়মান অগ্রগতি নিয়ে ;
আর, পাওয়া আসে
সমীচীনভাবে ঐ করার ভিতর-দিয়ে । ৯২৫৮ ।
২১।৮।১৯৬০, সকাল ৮-৪৭

যে-সব শব্দের সন্ধান আবশ্যক,—
তা' খোঁজ কর,
খোঁজ ক'রে যেখানে যেমন ক'রে পাও,
তা'র ইতিবৃত্ত-সহ

তোমার খাতায় লিখে রাখ—
যতখানি পাও,
তাহ'লে, তোমার শব্দের বোধ ও বিন্যাস
ক্রমশঃই বেড়ে চলতে থাকবে ;
ঐ অভ্যাসে তার ব্যবহারও
বিহিত জায়গায়
বিহিত রকমে
করতে পারবে ;
তোমার জানার পথও
পরিষ্কার হবে তেমনি । ৯২৫৯ ।
২১।৮।১৯৬০, সকাল ৯-৫০

তোমার শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যী
কৃতি-নৈপুণ্যের ভিতর-দিয়ে
অন্যের ভিতরে
তোমাকে আপূরণ করবার
যে আকৃতি জন্মে—
তা' মানুষের ভেতরে হো'ক,
বস্তুবিশেষের
ভিতর-দিয়েই হো'ক,
ভাল-মন্দ কিংবা মিশ্র
তাৎপর্য্যেই হো'ক,
তাই কিন্তু তোমার আপ্ত—
নিজের ;
আর, ঐ আপ্তিই প্রাপ্তি । ৯২৬০ ।
২১।৮।১৯৬০, সকাল ১০-১৫

তুমি যদি প্রতিটি
ব্যষ্টি-অনুক্রমণায়
সমষ্টির মাঙ্গলিক পরিচর্য্যা না কর,

তোমার জন্য
ব্যষ্টি-অনুক্রমণায়
ঐ সমষ্টির
শ্রমকৃতি-পরিচর্য্যার
উদ্বোধনার খাঁকতি হবে,
কিংবা উদ্বোধনাই হবে না ;
ফলে—
তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে,
মাঙ্গলিক চর্য্যায়
পরিপোষিত হবে না ;
তাই আমি বলি—
প্রতিটি ব্যষ্টি
অন্ততঃ তা'র পরিবেশের
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
মাঙ্গলিক পরিচর্য্যায়
সাধ্যমত পুষ্ট
ও সংবৰ্দ্ধিত ক'রে
যদি তুলতে না পারে,
এ লোকসানটা গড়াবে কোথায় ?
তুমি কি বাদ যাবে তা' হ'তে ?
তাই, তুমি দেশের ও দশের
মঙ্গলচর্য্যার হোমবহ্নি—
যা' ক্রমে ক্রমে
সবার ভিতর সঞ্চারিত হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমাকে
মঙ্গলবিভূতিসম্পন্ন ক'রে তোলে ;
ভেবে দেখ—
দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য
কি তুমি দায়ী নও ?
—যদিও এতে

জঞ্জাল বইতে হবে অনেক । ৯২৬১ ।
২১।৮।১৯৬০, বেলা ১১-৩৮

নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা—
সব দিক দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমচর্য্যী উৎসর্জনায় ;

যাঁ'র প্রতি নিষ্ঠা থাকে—
প্রীতি-আবেগ নিয়ে,
নিরন্তর অবিচল হ'য়ে,—
তাঁ'র যা'-কিছু করবার দায়িত্ব
নিজেরই দায়িত্ব হ'য়ে ওঠে—
স্বতঃ-সন্দীপনায় ;

তাহ'লেই দেখ—
ঐ নিষ্ঠা যাদের বাস্তব হ'য়ে উঠেছে—
অস্খলিতভাবে,
সহজই হো'ক আর কঠিনই হো'ক,
তা' তাদের অস্তিত্বকে
অমনি ক'রেই বাড়িয়ে তোলে—
বড়-হওয়ার আবেগ-অহঙ্কারে নয়,
পরিচর্য্যা-পরিবেষণী আকুতি-উদ্যমে ;
এমনি ক'রেই যার যাঁতে নিষ্ঠা
সে তাঁরই গুণ-গরিমায়
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
স্বতঃ-সন্দীপনায় ;

নিষ্ঠা মানে

বাত্‌কে বাত্‌ চালচলন নয়কো । ৯২৬২ ।
২২।৮।১৯৬০, সকাল ৭টা

নিষ্ঠা যেখানে বাস্তব—
অস্খলিত,
আনুগত্য কৃতিসম্বেগে
তেমনতরই বাস্তব হ'য়ে ওঠে—
একটা নিরন্তর আবেগ-উদ্দীপনী
অনুবেদনা নিয়ে ;

সে চায়—
সে সুনিষ্ঠ যাঁতে,
তাঁকে সব দিক দিয়ে
সব রকমে
সার্থক ক'রে তুলতে ;
আর, ঐ সার্থক করতে গিয়ে
তার জীবনও অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে—
একটা ক্রমান্বয়ী বিশাল
সঙ্গতিশীল প্রাজ্ঞ ব্যাপ্তির
বিনায়নী তাৎপর্য্যে,
অর্থান্বিত অনুচলনে। ৯২৬৩।
২২।৮।১৯৬০, সকাল ৭-৫

যা দেখবে,
শুনবে,
করবে,
তা' আয়ত্ত করতে চেষ্টা কর—
অনুশীলন-তৎপর থেকে
সমস্ত ভাবভঙ্গী নিয়ে—
কলা ও কৌশল-তৎপরতায়। ৯২৬৪।
২২।৮।১৯৬০, সকাল ৯টা

যে শোনা
দেখা ও করার ভিতর-দিয়ে
বোধে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে

সামগ্রিকভাবে,—
তা'ই কিন্তু বাস্তব বোধ ;
সন্দেহের পরিক্রমা হ'তে
উত্তীর্ণ তা' । ৯২৬৫ ।
২২।৮।১৯৬০, বিকাল ৫-১৫

ইষ্টনিষ্ঠায়
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
সুসংহত ক'রে
সুসন্দীপনায় চলাই
ব্রাহ্মী-চলনের উপক্রমণিকা ;
তা' ছাড়া
ব্রহ্ম লাভের দুরাগ্রহ আগ্রহ
যেমন যতই বেশী হো'ক না কেন,
তা' ব্রহ্মলাভের
অন্তরায়ই হ'য়ে থাকে । ৯২৬৬ ।
২২।৮।১৯৬০, বিকাল ৫-৩৭

অস্খলিত নিষ্ঠা
যদি ভাব-প্রদীপ্ত হয়—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
চর্য্যাপ্রসু শ্রমপ্রিয়তার সহিত,—
সেই ভাবই বোধকে আমন্ত্রণ করে ;
আর, সন্ধিৎসাপূর্ণ দৃঢ়-প্রত্যয়ী
আকূতিমূলক অনুবেদনার সহিত
উদ্দীপ্ত অনুপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে,
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
যা'-কিছু বোধকে বিনায়িত ক'রে
যে বোধ
সৎ-এ সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
অসৎ যা'-কিছুর ব্যর্থতাকে অতিক্রম ক'রে,

সৎ-অসৎ-এর কোথায় কেমন প্রয়োজন—
তা নির্ব্বাচন ক'রে
ক্রমবর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে,—
তা'ই তো প্রজ্ঞার বিধায়না ;
আর, ঐ অমনতর নিষ্ঠাই
ভক্তিতে প্রাঞ্জল হ'য়ে
সেবা-নিরতির সহিত
ভজনচর্য্যায়
সার্থকতা এনে দেয়। ৯২৬৭।
২২।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৭-১৫

স্বার্থলোলুপ অকৃতজ্ঞ যা'রা,
তাদিগকে দিও—
যদি স্বস্তিপ্রসন্ন না হ'তে চাও,
নিন্দাবিবৃদ্ধ হ'তে চাও,
ক্ষুব্ধ হ'য়ে চলতে চাও,
কিংবা, নিন্দাস্তুতির পরিক্রমার
বাহিরে থেকো—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সতর্কতা নিয়ে। ৯২৬৮।
২২।৮।১৯৬০, রাত ৮টা

বর্ব্বর
অর্থাৎ অস্পষ্ট মনোবৃত্তি যাদের,
তা'রা আহাম্মক, অহংপ্রবুদ্ধ
বিক্ষিপ্ত বোধবিবেকের অনুচলনেই
চ'লে থাকে ;
শোনা কথা—
তা'রা যা' বোধ করতে পারে,
তা' যত তাদের তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
দেখা ও সাক্ষাৎ শোনার ব্যাপারগুলি
তেমনতর প্রাঞ্জলই হ'তে চায় না,

আর, তার ভাব ও অর্থগুলিও
বিকৃত, আঁকাবাঁকা হ'য়েই চলে ;
তা'রা যেখানেই থাকুক না কেন,
বিদ্রূপকারী বা বিরোধী-পরিবেষ্টিতই
হ'য়ে থাকে প্রায় ;
আচার, ব্যবহার, কথার ভিতর-দিয়ে
তা'র মর্ম্ম নিয়ে—
লোকই হো'ক
আর কোন বিষয়ই হো'ক—
সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠতে পারে না
তাদের কাছে ;
এইজন্য লোকে তাদের প্রায়ই
ইতর ব'লে থাকে,
ইতর মানে হ'চ্ছে অন্য ;
সঙ্গতিহারা তা'রা,
আহাম্মক বড়াইও তাদের তেমনতর,
সব সময়ে প্রমাণ করতে চায়—
তা'রা কেউকেটা ;
মানুষের ভেতরে তাদের প্রতিষ্ঠা আছে—
এইটিই তা'রা প্রমাণ করতে চায় বা বলতে চায়
অনেক রকমে-সকমে,
আচারে, ব্যবহারে, কথায়, কাজে ;
কোন গুরুজন বা শ্রেয়জনের উপর
তাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দুর্ব্বলস্রোতা
হ'য়েই চলতে থাকে,
তাই, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও
তাদের ছন্নছাড়া ;
একটা ক্ষুব্ধ ব্যতিক্রম
তাদের মানস সত্তাকে
যেন পিচ্ছিলতা-প্রবণ ক'রে রাখে ;
যে-গুরুজনের তিরস্কার,

তাড়ন-পীড়ন
লোকসম্মানের চাইতেও অধিক,
খ্যাতির চাইতেও উচ্চতর,
তাতে তা'রা
অভিমান-উন্দীপ্ত হ'য়ে চ'লে থাকে,
এমন-কি, তাঁদিগকে
ইতর বা ছোটলোক বলতেও কসুর করে না—
অন্তর্জগৎ তাদের
এমনতরই দুর্দ্দশাপন্ন ;
এমনতর কাউকে পেলে,
চালচলন, রকম-সকম দেখে
যদি বুঝতে পার,
সৎসন্দীপী আচার-ব্যবহার ক'রেই চ'লো—
সাবধান-সন্দীপনাকে জাগ্রত রেখে ;
প্রতিপদক্ষেপেই
তা'রা তোমার
কসুর ধরতে পারে কিন্তু । ৯২৬৯ ।
২২।৮।১৯৬০, রাত ১০-৪৭

সার্থক সঙ্গীতিশীল তৎপরতায়
তোমার অন্তঃস্থ ভজমান প্রবৃত্তিকে
উস্‌কে তোল—
অস্খলিত প্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য, কৃতি নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনায়,
যা'-কিছুর পরিচর্য্যী প্রবোধনায়,
ঐ সঙ্গীতির শীল-সৌষ্ঠব সমীক্ষা নিয়ে ;
ভজন মানেই কিন্তু
অনুরাগের সহিত সেবা, মহিমা কীর্ত্তন,
আর, এই ভজনশীলতা বা ভজমানতা
যেমনতরভাবে যতখানি
সব যা'-কিছুর সঙ্গীতি নিয়ে

সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
ভগবত্তাও গজিয়ে উঠবে
তোমার ভেতর তেমনি । ৯২৭০ ।
২৩।৮।১৯৬০, সকাল ৮-৩৬

রাষ্ট্রপতিই হোন,
বা রাষ্ট্রমন্ত্রীই হোন
কিংবা রাষ্ট্রমন্ত্রীর
স্বীয় সংসদই হো'ন,
তাঁদিগকে নির্ব্বাচন করতে
বেশ ক'রে খুঁটিয়ে দেখে নিও—
পর্য্যায়ক্রমে
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্যের সহিত
পূর্ব্বতন তথাগত বা প্রেরিতদের
নিদেশগুলিকে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
বিহিতভাবে
বিবেচনার সহিত
প্রয়োগ করবার প্রবৃত্তি
তাঁদের আছে কিনা !
তাঁরা যা'ই হোন—
তাঁদের কুলমর্য্যাদা
ব্যতিক্রম-রহিত কিনা,
ধৃতি-পরাক্রমী কিনা ;
ব্যষ্টিগতভাবে সমষ্টি-পরিচর্য্যায়
এবং সমষ্টি-সঙ্গতি সহ
ব্যষ্টির পরিচর্য্যায়
তাঁরা স্বতঃ-উদ্বুদ্ধ কিনা !
তাঁদের হাতে সমস্ত ধর্ম্ম
সার্থক সমন্বয়ে
একায়িত হ'য়ে উঠেছে কিনা—

সম্প্রদায়গত ভেদ যেখানে
যতই থাকুক না কেন,
প্রতিটি বিশেষকে
বিশেষভাবে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন কিনা—
যদিও ধর্ম্মের দায়ভাগ ধর্ম্মই ;
তাঁরা মদগর্ব্বী শাসক,
না স্বতঃসন্দীপ্ত পরিপোষক !
পরিপোষক যদি হন—
আর তাঁদের শাসন যদি
পোষণাকেই প্রদীপ্ত করে,—
সেখানে কিন্তু থাকে প্রভুত্ব বা বিভুত্ব ;
তাঁদের পরাক্রম
অসৎ-নিরোধী কিনা !
না অসৎ-উৎসর্জ্জনী ব্যতিক্রমদুষ্ট !
অসৎ-নিরোধী হ'লেই
বুঝতে পারবে,
প্রতিটি সত্তার প্রতি প্রীতি
তাঁদের অটুট-প্রবাহী—
তা' ব্যষ্টিগত সমষ্টি-হিসাবে,
বা সমষ্টি-সহ ব্যষ্টি হিসাবে—
যেমন ক'রেই হো'ক না কেন ;
স্ত্রীদিগের প্রতি শ্রদ্ধা
স্বতঃ-সন্দীপ্ত কিনা,
তাঁরা যত বড়ই হোন—
মায়েদের কাছে
শিশুসুলভ বিজ্ঞ কিনা !
আর, তা' যদি হয়
ঠিক বুঝে নিও—
বিবাহ-বিধির ব্যতিক্রম
তাঁদের কাছে একটা
বিষাক্ত উদ্দীপনা ছাড়া

আর কিছুই নয় ;

তাঁদের রাজনীতি

সব সময় পূরণপোষণ-প্রবৃদ্ধ

অসৎ-নিরোধী কিনা !

তাঁরা কুশলকৌশলী আপূরয়মাণ কিনা !

শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য

অনুকম্পী অনুনয়নে

অসৎ-নিরোধী উর্জ্জনা নিয়ে

তাঁদের অন্তরে ও ব্যবহারে

স্বতঃ-সন্দীপ্ত কিনা !

ভাল মন্দ কী,

কোথায় কোন্ সময়ে কী ভাল,

কোথায় কোন্ সময়ে কী মন্দ,

মন্দকে কি ক'রে বিনায়িত করলে

ভাল হয়,

আবার, কিসে ভালটাও

মন্দে পরিণত হয়,

সে-সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান ও চর্য্যা আছে কিনা !

নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত

শ্রমপ্রিয় উর্জ্জনা,

অনুকম্পী অনুচলন

তাঁদের অন্তরে

পরিস্ফুরিত হ'য়ে চলছে কিনা !

আলাপ-আলোচনায়,

চিন্তায়,

কর্ম্মকলাপে,

জীবনীয় তৎপরতায়

ধৃতিচেতনাকে

সার্থক সঙ্গীততে সম্বদ্ধ ক'রে

সঞ্জীবিত করার

কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য-সহ

অনুশীলন তাঁরা ক'রে থাকেন কিনা !

মোক্‌থা কথায়—
আমার মনে যা' আসে,
এইগুলি হ'চ্ছে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার সংবেদনা,
যার ভিতর-দিয়ে
আমরা মানুষকে নির্ব্বাচন করতে পারি ;
এমনতর নির্ব্বাচিত ধীমান যাঁরা,
তাঁদের পক্ষে এটা সহজেই অনুমেয়—
কাকে কোথায়
কেমন ক'রে নিয়োজিত করলে
নিয়মনটাও সুচারু ও সুন্দর হ'য়ে উঠবে—
বিরাট সাহস-সঙ্গতি নিয়ে,
প্রতিটি জনের ভিতর
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমে ;
আবার বলি—
দায়িত্বশীল নির্ব্বাচনের
প্রথাও কিন্তু এই । ৯২৭১ ।
২৩।৮।১৯৬০, সকাল ১০-২৬

জন্মপ্রবর্ত্তনা যদি
সুবিধি-নিয়ন্ত্রিত না হয়,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
আর, ঐ ব্যতিক্রম-দোষ
যদি উৎসাহনন্দিত হ'য়ে
অপশ্রেয় যা'
তা'কেই গ্রহণ ক'রে
ও জাতির বিশুদ্ধ সীমাকে
অতিক্রম ক'রে
দুষ্ট যা'-কিছুকে
আলিঙ্গন ক'রে চলে,

তবে ঠিকই জেনো—
লাখ নিশ্চয়তার সহিত জেনো—
উৎসৃজনী জাতিমাহাত্ম্য
ক্রমেই খানখান হ'য়ে পড়বে ;
ঐ ভঙ্গুর মনোবৃত্তি
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
সংক্রামিত ক'রে
সমষ্টির ঊর্জ্জী সন্দীপনার
সমাধি রচনা করবে,
ন্যায়হারা, পরাক্রমহারা
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
বিচ্ছিন্নতার পয়ঃপ্রণালীকেই
পরিপুষ্ট ক'রে চলতে থাকবে ;
প্রতিটি ব্যষ্টির পবিত্র কুলে
ছিন্নভিন্ন নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
ব্যতিক্রমী মত্ততায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে
ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
বুঝবে না তা'রা
স্বধা কাকে কয়,
স্বস্তি কাকে কয়,
বিধি কাকে কয়,
অনুশাসন-আশীর্ব্বাদ কাকে কয় ;
সত্তাপোষণী সার্থক নন্দনা
হ'য়ে উঠবে তাদের কাছে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন ;
বেশ ক'রে বিবেচনা কর,
বোঝ,
সাত্বতীর বিধায়িত যা'
তাতে একান্ত হ'য়ে ওঠ—
কৃতি-পরিচর্য্যা নিয়ে,

শ্রম-প্রীতি নিয়ে ;
আর, ত্যাগ কর তা'ই—
যা' অস্তিত্বকে
মুছে ফেলে দিতে চায়। ৯২৭২।
২৩।৮।১৯৬০, দুপুর ১২-৩০

তোমার যাজন-প্রবুদ্ধ পরিচর্য্যা
কৃতি-সঞ্চারণায়
কোথায় কেমন প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে,
তা'র নিরীখ বা নমুনাই হ'চ্ছে—
তুমি কা'রও কাছে গেলে
সে কত আগ্রহের সহিত
তোমাকে গ্রহণ করে—
পরিচর্য্যী উদ্দীপনায় উৎফুল্ল হ'য়ে,
তোমাকে সব দিক দিয়ে
সব রকমে
সে কতখানি
সৎ-সন্দীপ্ত আপনার লোক ব'লে
উদ্‌গ্রীব উৎফুল্লতায়
শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যা নিয়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে
তৃপ্তি লাভ করে,
আর, ঐ সবগুলি
কেমনতর শ্রেয়নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে দাঁড়িয়ে
শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনায়
তা'কে উচ্ছল ক'রে তুলেছে,—
যা'র ফলে, সে নিজে
কি অন্তর, কি বাহিরে
কেমনতরভাবে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলেছে
অটুট শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য

ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে ;
এমনতর দেখে বুঝে নিও—
তাকে কেমনতর কিভাবে
সম্বৰ্দ্ধিত করলে
আরো সে উদ্বৰ্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে । ৯২৭৩ ।
২৩।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫

নিষ্ঠানিপুণ শ্রমপ্রিয় কৃতি যেখানে নেই—
সেখানে প্রীতি নেই,
শুধু অর্থ কখনও
মানুষকে উজ্জী ক'রে
তুলতে পারে না । ৯২৭৪ ।
২৩।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩৫

মানুষের অন্তঃস্থ
সংস্কারসম্বুদ্ধ ভাবদীপনী জীবনপ্রবাহ
যা' সত্তাকে
বোধচেতন ক'রে রাখে,—
তা' পিতারই অবদান,
তদনুগ শারীর সংগঠন যা'-কিছু—
ক্রমতাৎপর্য্যে
বিহিত বিনায়নায়
যা'তে সক্রিয় হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে পরিস্ফুরিত হ'তে পারে
তারই তাৎপর্য্য নিয়ে,—
সে শারীর সংস্থিতি
মায়েরই অবদান,
আর, এই সংস্থিতির ভিতর-দিয়ে
পিতার শারীরিক ও মানসিক ব্যতিক্রম
যেখানে আছে,—
ঐ রেতঃ-নিয়ন্ত্রিত ডিম্বকোষ

যেখানে যেমনতর সম্ভব
তা' আপূরণ করতে কসুর করে না,
তেমনি ডিম্বকোষে ব্যতিক্রম থাকলেও
সঙ্গতিশীল পুংরেতঃ
তা'র আপূরণে সচেষ্ট হয়,
কিন্তু পুংরেতঃ যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
তা' ডিম্বকোষকে সৌষ্ঠবসঙ্গত ক'রে
শুভদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
সেইজন্য সমীচীন সদৃশ বিবাহ
বংশকে পুষ্ট ও সম্বৃদ্ধ করার
প্রাকৃতিক পন্থা ;
পাপ-পুণ্য
কুলকেও
তদনুগভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে ;
যেমন,
কারো দৃষ্টিশক্তি কম,
কিন্তু সন্তানের তা' হয়নি;
মানুষের শারীর সংস্থিতির
আপূরণার ভিতর-দিয়ে
ঐ দৃষ্টিশক্তির ক্রম
যাতে দর্শনে শক্ত হ'য়ে উঠতে পারে,—
মায়ের ঐ সংস্থিতি
তা'-ও ক'রে থাকে ;
আবার, সম্ভাব্যতা যেখানে
পাড়ি পায় না—
পিতাকে আপূরণ করতে,—
তেমনতর ক্ষেত্রে
মায়ের ঐ সংস্থিতায়নী অনুচলন
তা'কে বিন্যস্ত ও সক্রিয় ক'রে তুলতে
পেরে ওঠে না । ৯২৭৫ ।
২৩।৮।১৯৬০, রাত ৭-২০

যেই হো'ক না সে,
মহামান্যই হো'ক,
আর সামান্যই হো'ক,
তা'র যদি নিজ কুলের প্রতি
নিষ্ঠা, অনুরাগ,
কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তা না থাকে,
কিংবা তার কুল যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
কুলানুগ কৃতি-আচার যেখানে
গলাধাক্কা খেয়ে পালিয়েছে,
বিশ্বস্ত অনুচলন,
কৃতি-উদ্দীপনা
ও নিষ্পাদনী তৎপরতার ক্রমাগতিও
সেখানে সংক্ষুব্ধ,
ব্যতিক্রমদুষ্ট ;

আর, তা'রা
অন্য কুল বা বংশের নামে
নিজেকে পরিচিত করে,
তদনুগ অনুচলনের জন্য
যখন যেমন প্রয়োজন
সাধারণতঃ তাইই ক'রে থাকে,
উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ব'লে
কিছু নাই তাদের কাছে,
আত্মমর্য্যাদা ব'লে কিছু নেই,
কুলমর্য্যাদা ব'লে কিছু নেই,
হীনম্মন্যতা তাদের জীবনে
পেয়েই ব'সে থাকে,
চিন্তাচলন
ঐ হীনম্মন্য অভিব্যক্তিতে
ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে;

তাই, তাদের কাছ থেকে

কোন দায়িত্বশীল নির্ভরতার
আভৃতি-প্রত্যাশা নিয়ে
ব'সে থেকো না,
শিষ্ট, শান্ত
তোমার পক্ষে যেমন সম্ভব
বদান্যতা নিয়ে চ'লো,
ধুক্ষাদগ্ধ ক'রে তুলতে
চেষ্টা ক'রো না তাদিগকে ;
যথাসম্ভব তৎপরতায়
তোমার চর্য্যানিরতি,
কৃতি-উৎসারণা
তাদের ব্যক্তিত্বের কাছে
যেমনতরভাবে হৃদ্য হ'য়ে
তাদিগকে হৃষ্ট ক'রে তোলে,
তা'ই ক'রো ;
স্মরণ রেখো,
অসৎ-নিরোধ-তৎপরতায়
সজাগ থেকো,
যেখানে যেমন বিহিত হয়,
তেমনতর ক'রেই তা' ক'রো ;
নষ্ট যা'
তা' যেন অন্যকে
দুষ্ট ক'রে তুলতে না পারে। ৯২৭৬।
২৩।৮।১৯৬০, রাত ৮-৩০

যা'রা
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি-হারা,
শ্রমপ্রিয়তা তাদের বিক্ষিপ্ত,
স্বভাবতঃ তা'রা
শৌর্য্যহারাই হ'য়ে থাকে,
বিশেষতঃ কুলমর্য্যাদায়

যাদের আস্থা নেই,
বা ব্যতিক্রমদুষ্ট কুল যাদের,
ব্যক্তিত্বের বিভবও তাদের
বিক্ষিপ্ত, সঙ্গতিহারা,
বোধ-বিনায়নহীন,
বুদ্ধিশুদ্ধিও ছন্নছাড়া তেমনতর,
সক্রিয় গতিও অমনতরই সংক্ষুব্ধ,
বীর্য্যবিহীন বিক্রম
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
তাদের অন্তরে বসবাস করে,
আত্মমর্য্যাদা-বোধও
তেমনতরই বিকৃত-সংশ্রয়ী । ৯২৭৭ ।
২৩।৮।১৯৬০, রাত ৮-৫০

তুমি যদি রাষ্ট্রাধ্যক্ষ হও,
কিংবা নগর বা গ্রামের অধ্যক্ষ হও,
প্রত্যেকের অর্জ্জিত জমিজায়গা
যা'-কিছু আছে,
তা' কখনও কেড়ে নিও না,
এমন কি—
দেনাদায়িকের জন্যও না,
অন্ততঃ সেটুকু নয়কো—
যা' তাদের অনন্যভাবে
জীবনধারণের উপযোগী ;
বরং তা'রা যা'তে
শ্রমপ্রিয় হ'য়ে ওঠে—
ঐ জমিজায়গা যা'-কিছু আছে,
তা'র উৎকর্ষ সাধন ক'রে
ফলনবৃদ্ধি করতে পারে যা'তে ক'রে
তা'ই ক'রো ;

তোমার সাম্রাজ্যের প্রতিপরিবারই
এমনতর ক'রে তোল—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,
নিষ্ঠাপ্রতুল নন্দনার ভিতর-দিয়ে,
আত্মসংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে,

যা'র ফলে
তা'রা উৎকর্ষদীপনায়
তৃপ্তিভরা হাসি নিয়ে
সেইগুলিতেই
উদ্দাম উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে ;

মনে রেখো—
কৃষি ও গৃহশিল্প হ'চ্ছে—
দশ ও দেশের
স্বাভাবিক শ্রমফসল,
আর, ঐ হ'চ্ছে ঐশ্বর্য্যের টাঁকশাল,

আর, এতে মানুষ যত
আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বিক্ষোভও তেমনতরই
প্রশমিত হ'তে থাকবে ;

প্রত্যেকটি গৃহস্থের
যাতে হৃদ্য শ্রমপ্রিয়
সংস্রব বেঁধে ওঠে,
তেমনি ক'রে তাইই ক'রো ;

এতে প্রত্যেক লোকই
বুদ্ধিশালী হ'য়ে উঠবে,
ধীমান হ'য়ে উঠবে,
অন্যের গলগ্রহ হওয়া
অনেক ক'মে যাবে,

আর, খুব তেজস্বী
সূক্ষ্ম নজরে দেখো—
তাদের বাস্তুভিটার উপর

যা'তে নিষ্ঠানন্দিত শ্রদ্ধা,
আনুগত্য ও কৃতি-উৎসর্জ্জনা
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
যা'র ফলে
তা'রা সর্ব্বতোভাবে বুঝতে পারে—
তাদের পিতৃপিতামহ-উৎসর্জ্জিত
ঐ অবদান,
এবং তা' ব্যতিক্রমদোষ-রহিত ক'রে
সাংসারিক অনুবেদনাকে সংহত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেককে
ধৃতিপরায়ণ ক'রে তুলবে ;
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পল্লীতে
অনুকম্পাশীল, শ্রমপ্রিয়,
হৃদয়-ঐশ্বর্য্যবান
শিক্ষক নিযুক্ত ক'রে—
পাঠশালার সৃষ্টি ক'রে নয়—
সম্ভবমত প্রতিটি সংসারকেই
পাঠশালা ক'রে
তাতেই তাদের শিক্ষার আয়োজন করবে ;
সাংস্কৃতিক অর্চ্চনা-মন্দির তৈরী ক'রে
প্রতি পরিবার যেন
কৃষ্টি-পরিচর্য্যী যজ্ঞকে
উচ্ছল ক'রে তোলে—
এমনতরভাবে ;
অর্থনীতির উদ্ভব কিন্তু
পারিবারিক উৎকর্ষণী
সংকর্ষিত হৃদ্য-বিনায়নে,
যা' পারস্পরিকতার সহজ বন্ধনে
সুদৃঢ় হ'য়ে
পরিবারকে উৎসর্জ্জিত ক'রে তোলে ;
আবার বলি—

বিবাহকে
সদৃশ-সংযোজী ক'রে তোল—
কুলমর্য্যাদার
সঙ্গতি-সম্মিলনের ভিতর-দিয়ে ;
পাকা নজর রেখো—
কখনই কোন বিবাহ যেন
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
এই ক্ষেত আর তাঁত যদি বজায় থাকে,
ঐশ্বর্য্যমুখর স্বস্তিপ্রসন্ন কৃষ্টিচর্য্যার বিভূতি
তোমার দেশকে নন্দিত ক'রে তুলবে—
অঢেল উচ্ছল পরিক্রমায় ;
বিপ্লবকে এড়িয়ে
বীর্য্য যদি চাও,
সংহতি যদি চাও,
ঊর্জ্জী বিক্রমকে যদি চাও,
শিষ্ট সমবেদনাকে যদি চাও,
শ্রমপ্রিয় ধৃতিনন্দিত
স্বস্তিকেই যদি চাও,
ভুলে যেও না এ করতে । ৯২৭৮ ।
২৩।৮।১৯৬০, রাত ১০-১৮

যাদের কুলস্রোতা
প্রেয়নিষ্ঠা নাই,
সাংসারিক সঙ্গতিশীল
সমবেদনী পরিচর্য্যা নেইকো,
আনুগত্য নেইকো যাদের,
অশিষ্ট কৃতিসম্বেগী যা'রা,
অর্থাৎ শ্রমপ্রিয়তা নেই যাদের,
বিশেষতঃ তা'রা
না ক'রে যত পাবে—

যথোপযুক্ত শ্রম-পরিচর্য্যাবিহীন হ'য়ে,
সে পাওয়া তাদিগকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তো তোলেই না,
আর, অযুত বিভব থাকা সত্ত্বেও
তা'রা ক্ষয়িষ্ণুতার
যাত্রী হ'য়েই চলতে থাকে—
শরীরে, মনে, জীবনে,
বিপত্তির বিহিত সম্ভারে ;
উন্নতি তাদের আয়ত্ত হয় না,
সম্বৃদ্ধিও সংগঠিত হ'য়ে ওঠে না—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
বিলাসী বিকল্পনায়
আত্মনিমজ্জন ক'রে
বিলোল আলস্যে
ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার পথেই
এগিয়ে চলতে থাকে ;
তাই বলি—
তোমরা কর—
নিষ্ঠানন্দিত অনুক্রমণায়,
পাও,
আর, সম্বৃদ্ধও হ'য়ে ওঠ—
তেমনিভাবে ;
দেখ,
এমনতর চালচলন
তোমার স্বাস্থ্য, বিভব
ও পরিচর্য্যী সম্বর্দ্ধনা
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
লোক-অন্তরে
স্মিতবিভবের
অধিকারী হ'য়ে চলবে ;
ঠকতে যাবে কেন—

নিষ্ঠাবিহীন
অলসতার সেবা ক'রে ? ৯২৭৯ ।
২৩।৮।১৯৬০, রাত ১১-৩৪

নিষ্ঠানিবিষ্ট হ'তে হ'লেই
নিষ্ঠার অন্তরায়ী যা'-কিছু
সেগুলিকে সর্ব্বতোভাবে
ব্যর্থ করতে হয়,
বাড়তে দিতে নেই,
আর, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
নিষ্ঠাদেবতা যিনি,
অর্থাৎ ইষ্ট, আচার্য্য, শ্রেয়প্রেয় যিনি—
তাঁরই সেবাচর্য্যায়
উৎসারিত হ'য়ে চলতে হবে;
ঐ নিষ্ঠার অভিপ্রেত যিনি,
শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যার সহিত
তাঁর যা' সব দুর্ব্বিপাক আসে
তার সম্মুখীন হ'য়ে
সেগুলিকে প্রতিরোধ করতে হবে ;
কৃতিসন্দীপ্ত স্বস্তিদীপনায়
তাঁর কাছে এসে
ঐ স্বস্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে,—
যেন তৃপ্তির একটা উচ্ছল আনন্দে
তিনি বিভোর হ'য়ে ওঠেন ;
কিছু করতে গেলেই
ভালমন্দ সবটা বিবেচনা ক'রে
দেখতে হয়—
কী করলে তাঁর ভাল হবে,
কী করলে তাঁর ভাল হবে না,
যাতে ভাল হবে না—
কী করলে তার প্রতিরোধ করতে পার,—

বিবেচনা ক'রে
নিজেকে তেমনতর নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যাতে কোনরকম দুর্ব্বিপাক
তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে,
তা' করতেই হবে ;
তাঁর নিদেশবাহিতায়
দক্ষ, পটু ও প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে
চলতে হবে ;
পরাক্রমী শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যা নিয়ে
তাঁর নিন্দা, কুৎসা
যা'ই আসুক্ না কেন,
তাকে নিরোধ করতে হবে,—
বিনীত ঊর্জ্জনা নিয়ে ;
এমনতর ক'রেই
তাঁর যখন
যেমনতরই যা' হোক্ না কেন,
বা যে-ই আসুক্ না কেন,
অন্তরের আকুল তীব্রতা নিয়ে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বিতাড়িত ক'রে
তাঁকে সম্বুদ্ধ ও সুপ্রভ ক'রে তুলতে হবে ;
আর, এ-সব করতে গেলে
তোমাকে সব সময়
যেমন থাকতে হয়
তাইই থাকতে হবে,—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়,
কোনরকমে, কোন দিক দিয়ে
অলসবিভোল না হ'য়ে ;
আর, সেইজন্য
তোমার স্বাস্থ্য-বিভবকেও
তেমনতর পটু ক'রে তুলতে হবে—

মানসিক ও বিবেক-বিকারগুলিকে
পরাভূত ক'রে ;
যেখানে তোমার নিষ্ঠা
যেমনতর সম্বেগশীল,
কৃতিদীপ্ত ও শ্রমপ্রিয়—
তোমার সাত্বত বিভবও
তেমনতরই
তোমাতে সংস্থিতি লাভ করবে। ৯২৮০।
২৪।৮।১৯৬০, দুপুর ১২-২০

তোমার ব্যক্তিত্বে যদি
নিষ্ঠানন্দিত গাম্ভীর্য্য না থাকে—
পরাক্রমী ঊর্জ্জনা নিয়ে,
সুযুক্ত সংবেদনায়,
ভাব ও ভাষার সহিত,
মানুষের অশিষ্ট সাহস
তোমাকে
বেকসুরভাবে ব্যবহার করতে
ত্রুটি করবে না,—
ইতর-উদ্দীপ্ত বিনয়ী তৎপরতায় ;
ঐ অশিষ্ট ব্যতিক্রমগুলিকে
বেকায়দায় প'ড়ে
হয়তো তোমাকে স্বীকারই ক'রে নিতে হবে ;
ফলে,
অভিমানী হীনম্মন্যতা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিলোপিত ক'রে
আহাম্মক অহঙ্কারে
অহঙ্কারকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
তুমি হয়তো শ্রেয়কে বলবে—
ইতর,

ইতরকে ভাববে—
মহৎ,
কোন সমাবেশ বা সংহতি
সাজিয়ে নিয়ে
আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে উন্নত ক'রে তোলা—
তোমার পক্ষে
কঠিনই হ'য়ে উঠবে,

একটা পরপদলেহনতৎপর
পদগৌরবে
গৌরবান্বিত হওয়া ছাড়া
লোকবিনায়নী তাৎপর্য্যে
তাদের অন্তর-আবেগগুলিকে
কুড়িয়ে নিয়ে
সঙ্গতিশীল ক'রে

তারই মাধ্যমে
তা'দিগকে
শ্রেয়নিয়মনে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা—
তোমার পক্ষে
একটা কঠিন ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়,

তা' না-পারাও কিন্তু
তোমার অপারগ ব্যক্তিত্ব,
তাই, ওসব না করতে পারা
তোমার আত্মগরিমাকে
তেল মাখিয়ে
তা'দিগকে ইতর ব'লে আখ্যায়িত করতে
ত্রুটি করবে না কিন্তু;

তোমার ব্যক্তিত্ব হ'য়ে উঠবে—
আত্মাভিমানী—গরিমাদৃপ্ত
কুটকচালে সমালোচক;

তোমার ব্যক্তিত্বের
ওরকম দেখলেই,
আর, বিবেচনায় যদি তা'
ধরাই পড়ে তোমার কাছে,—
তখনই কিন্তু
সাবধান হ'য়ে থেকো,
তুমি লাখ পণ্ডিত হও,
একটা কুলি-মজুরের চাইতে
তোমার কিস্মৎ বেশী হবে—
ভেবো না। ৯২৮১।
২৪।৮।১৯৬০, রাত ১১-১২

স্রোতস্বতী নদী যেমন
এক এক পরিবেশের
এক এক রকম তাৎপর্য্য নিয়ে
ছুটে চলে—
তার সত্তাকে আবর্ত্তিত করতে করতে,
বাক্‌স্রোতও তেমনি
আদিম উৎস হ'তে
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
এক এক ব্যষ্টি ও পরিবেশের ভিতরে
এক এক রকম তরঙ্গায়িত আবর্ত্তন নিয়ে
অন্তঃস্থ বোধপূত ভাবকে
ভাষায় বিকাশ ক'রে থাকে—
এক এক রকমে ;
বোধদীপ্তির
আন্তরিক অনুবেদনায়
যে যেমন আহ্বান করে,
তা'র আন্তরিক বোধদীপনাও
তজ্জাতীয়ই হ'য়ে ওঠে—

আবেগ-আকুলতা আনুপাতিক,
আবার, আন্তরিক ভাবদীপ্তিও
তেমনতরই উচ্ছল ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—
অন্তরদৃষ্টির দীপনী তাৎপর্য্যে,
নিষ্ঠানিপুণ রাগ-উচ্ছলায় ;
তাই,
বোধবেদনা ও তা'র ভাব
অর্থাৎ যা' হ'তে ভাষা উৎপন্ন হয়—
একই সমঞ্জসা সংবেদনায়
বিভাবিত হ'য়ে
বাক্‌রূপকে
নানা আবর্ত্তনে
বিনায়িত করতে করতে
চলতে থাকে—
নানা ভাষায় আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে ;
সত্তাসঙ্গতি হ'ল আসল কথা,
তা' ব্যষ্টিকে
মালাকারে সংবদ্ধ করতে করতে
প্রীতি-পরিচর্য্যী বান্ধব-উৎসারণায়
সংবদ্ধ হ'য়ে চলে—
প্রাণন-পরিচর্য্যা নিয়ে,
ভাষা তার
পরিস্থিতি ও পরিবেশ-অনুগ
ব্যক্তির ভাব-সন্দীপনী ব্যক্ত বিবর্ত্তন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
তাই, ভাষা যা'ই হোক্ না কেন –
সাত্বত বন্ধনকে
সুদৃঢ় ক'রে রেখো,
নতুবা, ঐ বাক্‌সরস্বতী নদী
ক্রমশঃ শুকিয়ে শুকিয়ে
চরা প'ড়ে

বিভিন্ন গণ্ডীবদ্ধ দলের
চরায় আত্মবিলয় করবে । ৯২৮২ ।
২৫।৮।১৯৬০, সকাল ৮-৪৫

উত্তেজনায় বোধবিকৃতি ঘটে,
আর, ঊৰ্জ্জনায় বাড়ে
হৃদয়ের বলের সহিত
বোধ-বিবেকী
সুযুক্ত, সুবিনায়িত
কুশলকৌশলী তাৎপৰ্য্য-সমন্বিত
পরাক্রম ;
তাই, তুমি
ঊৰ্জ্জী পরাক্রমী হও—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ও কৃতি নিয়ে,
ঊৰ্জ্জীতেজা সম্বৰ্দ্ধনী সমন্বয়ে ;
ব্যক্তিত্বের শক্তি
বেড়েই উঠবে ক্রমশঃ—
অমঙ্গল-উচ্ছ্বাসকে উৎখাত ক'রে । ৯২৮৩ ।
২৫।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৫-২৫

তোমার
নিজের জাতীয় শিক্ষাকে—
সাত্বত কৃষ্টিকে—
নিষ্ঠানিপুণ পরিবেদনায়
বিন্যাস ক'রে
সংস্কৃতির স্থণ্ডিল ক'রে তোল—
প্রভূত পরিচৰ্য্যা-নিরতি নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ আবেগ-উদ্দীপ্ত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত,

শ্রমপ্রিয়তার
ঠাটকে সংস্থাপিত ক'রে,
সুষুক্তিপূর্ণ বিবেক-বিনায়িত
বাস্তবতার স্বস্তিযন্ত্রকে
শ্রদ্ধানিপুণ তৎপরতায়
নিপুণ অর্চ্চনায়
তোমার অন্তরে
চর্চ্চিত ক'রে তুলে ;
তারপর,
অন্য যে সব শিক্ষাই
হোক্ না কেন,—
যে-সব ভাষায়
যে-সব জ্ঞানভাণ্ডার
সুসংহত হ'য়ে উঠেছে—
বিবেচনার সহিত
সেগুলিকে গ্রহণ ক'রে
তাৎপর্য্যকে সুঠাম ক'রে
তা'কে সংনিবন্ধ ক'রে
চলতে থাক,—
কৃতিনিপুণ বাস্তব সংবেদনা নিয়ে ;
এমনি ক'রে,
তুমি আরো হ'তে
আরোতরে সংবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,—
বিশাল কৃতিচর্য্যী জ্ঞানবিভবে—
যা' সব দেশের
সব কিছুর সমাধান ক'রে
তোমার ও অন্যের সত্তাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে ;
নইলে,
শিক্ষা যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,—

নানাক্রমে
বিচ্ছিন্ন বিবেকে
তোমার ব্যষ্টিজীবন হ'তে
দেশীয় সমষ্টিকে
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে
আচার, চরিত্র ও ব্যবহারের অপচয়ে
অন্ধকারের ধূমাগ্নির মত
ছেয়ে ফেলবে ;
যা'তে তোমার দূরদৃষ্টি
সুযুক্ত সঙ্গতি
ও স্বাভাবিক সমাধান হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তুলবে তোমাকে,
তুমি নষ্ট পাবে,
ভ্রষ্ট হবে তুমি,
তোমার দেশও হবে তা'ই ;
ওঠ,
জাগো,
বর লাভ ক'রে প্রবুদ্ধ হও,
আর, প্রবুদ্ধ ক'রে তোল
সব ব্যষ্টিকে—
সৃষ্টির সাত্বত সুরে । ৯২৮৪ ।
২৫।৮।১৯৬০, রাত ৮-৮

যে
নিষ্ঠানিপুণ, দরদী,
শ্রমপ্রিয়, পরিচর্য্যী নয়কো—
যে-নিষ্ঠানিপুণ অনুবেদনা
মানুষকে পরাক্রমী ক'রে তোলে,—
যে
মানুষকে

অনুকম্পার অনুবেদনায় নয়কো,
বেদনা-সন্দীপ্ত চারিত্রিক
আকুল অনুবেদনায় নয়কো,
সহানুভূতিতে নয়কো,—
দাবীর মহড়ায়
নানাপ্রকার ভঙ্গী-তাৎপর্য্যে
নিংড়িয়ে আদায় করতে চায়,
আপদ-বিধ্বস্ত ক'রে
উৎকণ্ঠায়
আত্মবিকারের আনত সন্দীপনায়
বেফাঁসে ফেলে
ছিন্নভিন্ন তাৎপর্য্যে
বিকৃত কঠোরতায়
দুইয়ে নিতে চায়,
লোকে কি তাকে
ভালবাসতে পারে ?
—না তার প্রতি অনুকম্পাশীলই হ'তে পারে ?
যদি উপায় থাকে—
তাও কি লোকে
তা'র প্রতি
নিজের হাত এগিয়ে দিয়ে
অবলম্বন হ'তে চায় ?
তা' চায় না,
এমন কেউ কমই আছে ;
যদি পেতে চাও,
শ্রমপ্রিয় নিরতির সহিত
পরিচর্য্যা কর,
তা'র অন্তরের তৃপ্তিকে
ফুটন্ত ক'রে তোল,
তা'কে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল ;

তোমার চাহিদার আপূরণে
সে তার বিহিতমত
না ক'রেই থাকতে পারে না;
সেই পাওয়াই কি প্রস্বস্তির নয়
তোমার পক্ষে ? ৯২৮৫ ।
২৫।৮।১৯৬০, রাত ১২-২০

যে যেমন মানুষ—
সে তদনুগ লোককেই পছন্দ করে
সাধারণতঃ । ৯২৮৬ ।
২৬।৮।১৯৬০, দুপুর ১২-১০

যা' কিছু হো'ক না কেন—
তাকে গ্রহণ করবার যে ত্রুটি
মানুষকে বিকৃত পন্থায় টেনে,
বিভ্রান্ত ক'রে,
দুর্দ্দশার দিকে নিয়ে যায়—
তা' কিন্তু ঐ গ্রহণত্রুটি
অর্থাৎ গ্রহের দোষ,
আর, ঐ গ্রহণ
যখন বিকৃত বিভ্রান্তির পথ থেকে টেনে
সুপথে নিয়ে যায়,
সৎ-নিষ্ঠ ক'রে তোলে,
শ্রেয়-নিষ্ঠ ক'রে তোলে,
তখন তা' দোষ বা ত্রুটি-মুক্ত হয়,
অর্থাৎ গ্রহের দোষ কেটে গিয়ে
সুগ্রহের আগমন সূচিত হয় ;
আবার,
সৌরজগতের যে গ্রহগুলি

পৃথিবীকে গ্রহণ ক'রে আছে,
কিংবা পৃথিবী যা'দের সংগ্রহে
সংগ্রহায়িত হ'য়ে আছে—
তা'রাও কিন্তু গ্রহ ;

যে যখনই
জন্মগ্রহণ করুক না কেন—
তৎকালে যেটা তা'র লগ্ন
বা লেগে থাকা,
বা লাগোয়া গ্রহ,
অর্থাৎ ঐ জন্মসময়ের সাথে
যে-গ্রহ সম্বন্ধান্বিত ও সংস্থিত
বা যা'র সাথে
তা'র সহ-সংস্থ-সম্বন্ধ হয়েছে—
তা'কে ধ'রে
ও অন্যান্য গ্রহের
পরাবর্ত্তনী পরিপ্রেক্ষার সহিত
নির্ণীত কারকতার কূটচলনে
ঐ জীবনগতিকে
পরিমাপ করবার কায়দাই হ'চ্ছে—
ফলিত জ্যোতিষবিদ্যা ;

মনে কর—
আমরা যে গ্রহের
স্থিতিকালে জন্মি,
অর্থাৎ যে বা যা'-কিছু জন্মে
তার সাথে যে-গ্রহ
সমসাময়িক সংস্থিতি সৃষ্টি করে,
সেটাকে কেন্দ্র ধ'রে
তদনুগ পরাবর্ত্তনী জীবনগতি
যেমনতর হয়,
আমাদের প্রাপ্তিও হয় ঠিক তেমনই ;

ঐ গ্রহ-সংস্থিতি
নানা বস্তু, বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে
আমাদের গ্রহণভঙ্গীকে
বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে
অনেকখানি নিয়মিত ক'রলেও
আমরা তার প্রভাবের ঊর্দ্ধে
যেতে পারি—
অর্থাৎ অতিক্রম করতে পারি—
ভালমন্দ যা'-কিছুর
শুভনিয়ন্ত্রণী শক্তিসম্পন্ন
কোন শ্রেয়পুরুষে
যদি নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে চলি ;
তাই, শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
সদাচারে
সৎপথে চলাই হ'চ্ছে—
জীবনচলনার পরম স্বস্ত্যয়ন ;
এক কথায়,
ঐ সন্দীপনী
অসৎ-অতিক্রমী চলনই হ'চ্ছে
স্বস্ত্যয়ন । ৯২৮৭ ।
২৬।৮।১৯৬০, দুপুর ১-১৫

যে করে—
বিধিসম্ভারকে অটুট রেখে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে—
তা'র হয়,—পায় ;
তুমিও তা'ই কর,
ক'রে দেখ, তেমনই হবে,
আর, পাবেও তেমনি । ৯২৮৮ ।
২৭।৮।১৯৬০, সকাল ১০-১৪

তুমি
যে-কোন সম্প্রদায়েরই হ'ও না কেন,
যা'কে ঈশ্বরসাক্ষী ক'রে বিবাহ করেছ
—যদি সে বিবাহ
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে থাকে,
তা'কে আবার ত্যাগ ক'রে
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া—
এর চাইতে
তোমার সত্তার অধিষ্ঠিত যিনি,
তোমার অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্ব যিনি,
সেই সৃজয়িতার ব্যক্তিত্বের পক্ষে
অপমান ও অপদস্থতার আর কী আছে ?
একদিন যা'কে তুমি
তোমার সত্তাসঙ্গিনী ক'রে নিয়েছিলে,
যে তোমার সেবা ও কুলাচারকে
সার্থক সঙ্গতিতে গ'ড়ে তোলা—
জীবনীয় উৎসর্জ্জনার ধর্ম্ম ব'লে
গ্রহণ ক'রেছিল,
আর, যদি তুমি নারী হও,
যা'কে তোমার অস্তিত্ব ব'লে গ্রহণ করেছিলে—
ঐ ঈশ্বরের প্রভাব-পরিচর্য্যায়,
তাকে আবার,
ঐ অমনতরভাবে ত্যাগ ক'রে—
কি
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
বিধাতা যিনি,
সাক্ষাৎ সন্দীপনা যিনি,
হেয় ক'রে তুললে না
তাঁর প্রতি
তোমার নিষ্ঠা, আনুগত্য

ও কৃতিসম্বেগের
অভিস্রোতা সাত্বত ব্যক্তিত্বকে ?
এতে কি তাঁর
সাত্বত মূর্ত্তনাতে
কৃতঘ্ন কালিমা দেওয়া হোল না ?
যা'কে
শিষ্ট সম্বেদনায়
সহ্য করতে পার না,
সুচর্য্যা করতে পার না,
সে কি ক'রে
তোমাকে সহ্য করতে শিখবে ?
ভেবে দেখ—
এতে তোমার ব্যক্তিত্বকে
ঐ জাহান্নমের যাত্রী ক'রে তুলছ কিনা !
ঐ দুর্দ্দমনীয়
নরক বা দোজক বা দূরদৃষ্ট
কী কটাক্ষে
তোমার দিকে চাইছে !
শোন না কি—
অন্তরদৃষ্টি দিয়ে
কলিজার কানে—
ছিঃ ! ছিঃ !! ছিঃ !!! ৯২৮৯ ।
২৭।৮।১৯৬০, বেলা ১১টা

অসুবিধা দেখে ঘাবড়ে যেও না,
হতবুদ্ধি হ'য়ে যেও না,
জীবনের ধর্ম্মই এই—
অসুবিধাকে অতিক্রম ক'রে
বাঁচতে চায়,
বেড়ে উঠতে চায় ;

বোধ ও বীর্য্যকে উদ্দীপ্ত ক'রে
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতি নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বিবেকবুদ্ধির কুশল তাৎপর্য্যে
অসুবিধাকে অতিক্রম ক'রে
চলতে থাক ;

আর, তা' হ'তে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
কুড়িয়ে নাও—
শক্তিমত্তার সহিত
ঐ বোধ-বিবেক-উৎসারিণী জ্ঞানপ্রভা ;
শিষ্ট কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যের সহিত
বিনায়নী তৎপরতায়
এগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে
বিবেচনার সহিত
বিনিয়োগ করতে থাক,—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
সেই রকমে ;

আবার, তার মধ্য হ'তেও
নতুন কিছু যদি পাও
সেগুলিও
ঐ বহুদর্শিতায়
সার্থক বিনায়নে
গ্রথিত ক'রে রাখবে ;

আবার কর,
আবার ধর,
আবার কর,
আবার ধর,
আবার কর,
ধাপে-ধাপে
এমনি ক'রেই

সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
স্বর্গ-সন্দীপনায় চলতে থাক,
সার্থক হবে—
তা' সব দিক দিয়ে । ৯২৯০ ।
২৮।৮।১৯৬০, সকাল ৯-৪৭

করা—পারা—সম্ভাবনা—
অন্ততঃ এই তিনটি কথা ব্যবহার ক'রো—
এমনতরভাবে
যা'তে পারার আগ্রহ-উদ্গ্রীবতা
বেড়ে যায়,
মানুষ
ক'রে, পারতে
আগ্রহ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার অভিসারিণী উন্মিলনে
সার্থক ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে ;
অনেক সময়,
এই কথাগুলির উপযুক্ত ব্যবহারে
মানুষের আন্তরিক অভিদীপনা
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
কৃতকার্য্যও হয় মানুষ
ঐ অনুসরণ ও অনুকৃতির
উৎসর্জ্জনে,—
নিষ্ঠানন্দিত স্থৈর্য্যের
আগলভাঙ্গা আনুগত্য ও কৃতির
উৎসর্জ্জনী পরিস্রবা পরিবেষণে । ৯২৯১ ।
২৮।৮।১৯৬০, দুপুর ১২-১৫

বলা হয়েছে অনেক,
কিন্তু তা'র কিছু শোননি,

আর, শুনলেও
তা' করনি—
নিবিষ্ট তৎপর হ'য়ে ;
এই পুঞ্জীভূত না-করা
কি কৃতিসম্বেগকে কৃতঘ্ন ক'রে
দুরপনেয় দুরদৃষ্টের
আমন্ত্রণ করবে না ?
তাই বলি—
এখনও উঠে দাঁড়াও,
কর—
শ্রেয়প্রীতি নিয়ে,
উত্তাল শ্রমপ্রীতি সহকারে,
সমীচীন অনুশীলন-তৎপরতায় ;
হয়তো, অনেকখানি বিপাক এড়িয়ে
অন্ততঃ দাঁড়িয়ে চলবার মত
হ'তে পারবে ;
যিনি সবার ভিতর
ধারণ-পালন-সম্বেগ,
যিনি ধৃতি-দীপ্তি,
তাঁর অনুশাসনবাদে
তোমরা
একনিষ্ঠ শ্রমপ্রীতি-তৎপরতা নিয়ে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল হ'য়ে চল ;
আমার এইতো প্রার্থনা
তোমাদের কাছে । ৯২৯২ ।
২৮।৮।১৯৬০, বিকাল ৫-১০

নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
যা' লোকজীবনের পক্ষে সর্ব্বৌষধি,

তা'তে দাঁড়িয়ে
শ্রমপ্রিয়তায় সুবিনায়িত হ'য়ে
ত্বারিত্য ও তৎপরতা নিয়ে
যা' ধরবে—
তা' কর—
সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে ;
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল,
তোমার সিদ্ধান্ত
যেন সব যা'-কিছুতেই
স্বতঃসন্দীপ্ত সিদ্ধি নিয়ে আসে—
কৃতি-তাৎপর্য্যে,
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্যের উপর দাঁড়িয়ে,
প্রতিটি ব্যাপারে ধী-দীপনাকে লক্ষ্য ক'রে,
শরীর বিধানকে
সুবিধায় বিধায়িত ক'রে ;
শুভ যা'-কিছু
তা'কে বিনায়িত কর ;
অশুভকেও জান,—
কিন্তু তা' হ'তে সংযত থাক,
অসুবিধাগুলি যে সব ব্যাপারে
সুবিধায় পর্য্যবসিত হয়—
লোকচর্য্যী সম্বেদনাকে সার্থক ক'রে,
সেখানে তাই-ই প্রয়োগ কর ;
তোমার ইষ্টকে—
আচার্য্যকে ধর,—
হৃদয়ের সমস্ত আকূতি দিয়ে ;
জেগে ওঠ,
যিনি তোমার আপ্ত,
যিনি তোমার বরেণ্য,
তাঁর অনুশাসনগুলি মেনে

তেমনতরভাবেই
কৃতিযাগে
তোমার অনুপ্রেরণাকে আহুতি দাও,
সেই আহুতি—
অন্তঃস্থ হোমবহ্নি
ডেকে আনুক
সব সার্থকতা
অর্থ-বিনায়নে। ৯২৯৩।

২৮।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-২

সূচীপত্র